Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাত্মা লালন ফকির

LIBRARY
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.
PRESENTED

"ক্ষ্যাপা তুই না জেনে তোর আপন খবর
যাবি কোথায় ;

আপন ঘর না বুঝে, বাইরে খুঁজে
পড়বি ধাঁধায়।"

শ্রীবসন্তকুমার পাল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাত্মা লালন ফকির

11/234

(সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তত্ত্বকথা)

ভাবের লহরে ফকির লালন তুলিল যেথায় তান,
সাধনা সরসী শতমুখী হ'য়ে, আনিল যেথায় বান,
পথে চ'লে যেতে অচেনা পথিক অজানা সুরের টানে
আপনা হারিয়ে থমকি দাঁড়াল মোক্ষ দুয়ার পানে,
অশ্রুধারায় গাঁথিয়া মাল্য পরাল যাহার গলে,
ভক্তি-সিক্ত শতদল তুলি দিল যার পদতলে,
সেই চিন্ময়ী জননী আমার লহ লহ কোলে তুমি,
ত্রিতাপ-দগ্ধ তনয় ডাকিছে সাধনার তটভূমি !
ওগো সাধনার তটভূমি !!

অক্ষয় গ্রন্থাগার
শান্তিপুর

শ্রীবসন্তকুমার পাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক—
শ্রীঅজিতকুমার স্মৃতিরত্ন

সম্পাদক—
বঙ্গীয় পুরাণ পরিষৎ
পোঃ শান্তিপুর (নদীয়া

প্রাপ্তিস্থান—
গ্রন্থকারের নিকট
(১) শ্রীবসন্তকুমার পাল।
মনসাতলাপাড়া, গোপালনগর রোড।
নাসরা পোঃ (নদীয়া)

এবং

(২) আশুতোষ লাইব্রেরী
৫নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

মূল্য সাতসিকা মাত্র।

মুদ্রাকর—
শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস
প্রবাসী প্রেস
১২০।২, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ১১|৯৩
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

আশীর্ব্বচন

শান্তিপুর বড়গোস্বামী পাড়ার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার পাল মহাশয়ের লিখিত "মহাত্মা লালন ফকির" বঙ্গসাহিত্যে একটি অপূরণীয় অভাব পূরণ করিয়াছে। ভারতের ও বাংলার পরমার্থ-জীবনে এই বৈরাগী ফকিরগণ এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আছেন। ভারতের যোগমার্গ ইঁহাদের সিদ্ধজীবনের অমর দানে সমৃদ্ধ। ইঁহাদের অনেকে অরণ্যচারী গুহাবাসী যোগীদের ন্যায় লোকসঙ্গ পরিহার করিয়া চলেন। এত উচ্চস্তরের সিদ্ধির ভূমিতে বিচরণকারী ইঁহাদের সম্প্রদায় বা গণ্ডী বলিয়া কিছু নাই, যোগমার্গের এই সব দীপ্তশিরা সর্ব্ব সংস্কারমুক্ত মহাপুরুষগণ অকুণ্ঠ আগ্রহে সত্য আবিষ্কারেই রত থাকেন। আমার সাধক বন্ধুদের কেহ কেহ মুসলমান-ফকিরের কৃপাসিদ্ধ পুরুষ। কলিকাতার পথেঘাটে একজন অপূর্ব্ব জ্ঞানীপুরুষকে দেখিতাম, অধুনা পণ্ডিচারীর আশ্রমবাসী শ্রীসুকুমার সুরের জীবনে অলৌকিক ভাবে আসিয়াছিলেন।

বসন্তবাবু লালন ফকিরের জীবনী লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যে এক অমূল্য রত্ন উপহার দিয়াছেন। আজকাল লাভ-লোকসান খতাইয়া লেখনী-ধারণের যুগে খাঁটি আদর্শবাদী সাহিত্যিক ছাড়া কেহ এমন কাজে সহজে হাত দেন না। লালন ফকিরের সহজ প্রাঞ্জল গ্রাম্যভাষায় রচিত সাম্যের ঐক্য ও মিলনের পারমার্থিক গানগুলি ও সাধনতত্ত্ব, এই পাশ্চাত্য জ্ঞানান্ধ যুগে প্রচার ক'রে বসন্তবাবু আমার ন্যায় অনুরাগীজনের আশীর্ব্বাদ অর্জ্জন ক'রেছেন। তাঁকে এবং তাঁর রচিত এই লালন ফকিরের জীবনীকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সশ্রদ্ধ আশিস্ জানাচ্ছি। ভারতে ও সিদ্ধপীঠ বাংলায় এক অপূর্ব্ব তত্ত্বদীপ্ত নব যুগ আসছে। তার পূর্ণ প্রকটের মাত্র কয়েক বৎসর বাকি। বসন্তবাবুর এই "মহাত্মা লালন ফকির" সুতরাং ঠিক উপযুক্ত সময়েই যুগসূচক রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। যে অসংখ্য গুণী জ্ঞানী সাধক মহাজন বিপন্ন আর্ত্ত বিশ্বের রক্ষার্থে এই নব যুগের নব সৌধ রচনায় হাত দিয়েছেন ও উপকরণ যোগাচ্ছেন বসন্তবাবু তাঁদেরই একজন। আশা করি তিনি "মহাত্মা লালন ফকির" অনুরূপ আরও বহু জ্ঞাত-অজ্ঞাত সাধকের জীবনকথা সংগ্রহ ও প্রচার ক'রবেন।

লালন ফকির কায়স্থের ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন। বসন্ত রোগে আক্রান্ত লালনকে এক মুসলমান জোলা-রমণী সেবা ক'রে বাঁচায়। তারই ঘরে রোগশয্যায় শুয়ে লালন কোন তপঃসিদ্ধ ফকিরের কৃপালাভ করেন এবং ফকির সম্প্রদায়ের গূঢ় যোগতত্ত্বের অধিকারী হন। এই জন্মে ও বংশে কায়স্থ ও সাধনায় মুসলিম লালনের তুল্য মহাপুরুষগণই একদিন হিন্দু-মুসলিম বাংলাকে স্বর্ণসূত্রে বেঁধে যুক্ত ক'রে দেবেন।

কলিকাতা
বসুমতী সাহিত্য-মন্দির
১৭ই চৈত্র, ১৩৬১

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No........ ২২/২৩৪
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

প্রকাশকের নিবেদন

ফকির বলিলে সাধারণতঃ ভিক্ষাজীবি—দরিদ্র সম্প্রদায়কেই বুঝায়, লালন ফকির কিন্তু এই স্তরের লোক ছিলেন না, তিনি বহু পার্শ্বচর ও শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে গৃহস্থের ন্যায় আখড়া স্থাপন করিয়া সর্ব্বক্ষণ তথায় ভগবদ্‌ভাবে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। পাথিব সুখে যিনি বিরাগী তিনিই দরবেশ। লালন ফকির ছিলেন এইরূপ একজন দরবেশ। এই জন্য তাঁহার মৃত্যুকালে ১২৯৭ সালে কুষ্টিয়া হইতে প্রকাশিত "হিতকরী"-পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে "মহাত্মা লালন ফকির" নাম দিয়া প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি যে ধর্ম্মপ্রাণ মনস্বী ছিলেন এই নাম হইতেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। বঙ্গের প্রাচীন সাধক ও সুধীবৃন্দের নিকট তিনি সুপরিচিত ; প্রাচীন কেন আধুনিক যুগেও তাঁহার রচিত সঙ্গীতরাজি জন-সাধারণের চিত্তে আনন্দের রসধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। এই জন্যই লালন ফকির মহাত্মা। তাঁহার সঙ্গীতসমূহও কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি বিষয় লইয়া অতি সরল গ্রাম্য ভাষায় রচিত। ইহা ছাড়া ষট্‌চক্রভেদী সাধনামুলক সঙ্গীতনিচয় এইরূপ সংযত ও সিদ্ধহস্তে রচিত যে সাধককুল ইহাতে প্রচ্ছন্ন আনন্দের প্লাবনে মগ্ন হইয়া পড়েন। আমরা এইরূপ সঙ্গীতের একটা স্তবকে পাই—

অমাবস্যায় চন্দ্র উদয়,
দেখতে হয় বাসনা হৃদয়,
লালন বলে থেকো সদায়,
ত্রিবেণীতে থেকো ব'সে।

ফকিরের জীবনকাহিনী রহস্যজালে সমাবৃত ; ইহা পাঠে জানিতে পাই এক জীবনেই তাঁহার জন্মান্তর ঘটে। এই প্রহেলিকামুক্ত জীবনে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিনব পর্য্যায় বিকাশ করে তাহা পল্লীর জনমনে রসধারা বর্ষণ করিতে সক্ষম হয়। নিরক্ষর পল্লীবাসী হইতে আরম্ভ করিয়া আমরা শুনিয়াছি জ্ঞানবৃদ্ধ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্য্যন্ত ফকিরের সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। শিলাইদহে মহাকবি রবীন্দ্রনাথের সহিত প্রথম যেদিন তাঁহার ভাবের বিনিময় হয় তাহা জাহ্নবী-যমুনা-মহামিলনের ন্যায় রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গমতীর্থ রচনা করে।

সংবাদপত্রাদিতে মধ্যে মধ্যে আমরা ফকিরের যে সকল সঙ্গীত পাঠ করি তাহার অধিকাংশই ভ্রম-প্রমাদে পরিপূর্ণ, এমন কি এরূপ বিকৃত অবস্থায় আহৃত যে তাহা পাঠে মহাত্মার প্রকৃত ভাবধারা হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। এই গ্রন্থের লেখক শ্রীবসন্তকুমার পাল মহাশয় কতকগুলি সঙ্গীত আহরণ করিয়া ফকিরের সাধনাময় জীবনের যে চিত্রপট সাধককূলের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন তাহা প্রকৃতই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। সাধনা ক্ষেত্রে ফকিরের আসন কোথায় এত দিনে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। লেখক প্রতিপাদ্য বিষয়ের গুরুগাম্ভীর্য্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যথাযোগ্য ভাষায় এবং শাস্ত্রের উক্তি সংযোগে সঙ্গীতগুলির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও বিস্ময়কর হইয়াছে; তার পর প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ৺শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহোদয়ের মনোরম কথাগুলি স্থানে স্থানে সন্নিবেশ করিয়া ব্যাখ্যাটি 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করিয়াছেন। এইরূপ ভাবসমৃদ্ধ গ্রন্থ ভগবৎ-তত্ত্বামোদী মনীষীকুলের নিকট চিরদিনই আদৃত হইবে বলিয়া আশা করি।

নিঃ—

শ্রীঅজিতকুমার স্মৃতিরত্ন
সম্পাদক
বঙ্গীয় পুরাণ পরিষৎ
পোঃ শান্তিপুর (নদীয়া)

বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ
শান্তিপুর
২০শে ফাল্গুন ১৩৬১ সন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.....১১/২০৪
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

গ্রন্থোৎপত্তি ও শ্রদ্ধানিবেদন

আচার্য্যদেব শ্রীযুক্ত দানবারি গঙ্গোপাধ্যায়ের শুভাশীর্ব্বাদ শিরে ধরিয়া এবং বন্ধুবর শ্রীকালীপদ মৈত্রেয় এবং কালীপদ বাগচি এতদুভয়ের অদম্য উৎসাহে বুক বাঁধিয়া সাঁইজীর তত্ত্বকথা প্রকাশ করিতে মনস্থ করি ; পিতৃবিয়োগের পর মহাগুরু নিপাতরূপ ঘোর বিপদের দুর্নিবার দহনে অন্তরতল তখনও দাউ দাউ করিয়া জলিতেছে, ইহার মধ্যেও কোন অপরিচিত কণ্ঠস্বর শ্রবণপথে ভাসিয়া আসিল আর তাহারই সঙ্গে সঙ্গে তাল রাখিয়া লেখনী চলিতে লাগিল, প্রবন্ধ রচিত হইল। বসুমতী-সাহিত্য মন্দিরে গিয়া পত্রিকায় প্রকাশ করিতে দিলাম, পরিতাপের বিষয় উহা প্রকাশ না হইয়া সেইখানেই অদৃশ্য হইল। আমার আশা ও আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরেই বিনাশপ্রাপ্ত হইল। দারুণ ক্ষোভে ঘরে বসিয়া ভাবিতেছি, এমন সময় আমার স্ত্রী কয়েক খণ্ড কাগজ আনিয়া পড়িতে দিল, দেখিয়া প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল—অদৃশ্য প্রবন্ধের কিয়দংশ আমার অজ্ঞাতসারে নকল করিয়া রাখা হয়, তাহাই ভিত্তি করিয়া পুনরায় প্রবন্ধ লিখিলাম। এবার অন্য কোথাও নহে, সাহসে ভর করিয়া অশরণের শরণ প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয়ের দ্বারস্থ হইলাম ; আমি বাণীতীর্থের নবীন যাত্রী, অজ্ঞাত ও অখ্যাত হইলেও ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনের অনুকম্পা লাভে সক্ষম হইলাম। বিগত ১৩৩২ সাল ও তাহার পরবর্ত্তী সময়ে আমার প্রবন্ধ প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হইল ; শুধু তাহাই নহে, ফকিরের তত্ত্বকথা প্রকাশ সম্বন্ধে সেই সময় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যে উক্তি করেন তাহাও যে আমার উদ্যমের উপরই প্রযোজ্য ইহা তিনি পাঠক-পাঠিকাদিগকে জানাইয়া দেন। আজ তাঁহারই সুযোগ্য পুত্রের আনুকূল্যে প্রবাসী মুদ্রাযন্ত্রে সেই প্রবন্ধই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে অভিনব রূপে আত্মপ্রকাশ করিল। প্রবাসী পত্রিকায় মূল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর সাঁইজীর শিষ্যবৃন্দ ও তত্ত্বপিপাসু সুধী-বর্গের সহিত আমার যে আলোচনা হয় তন্মধ্যে অগ্রজ-প্রতিম শ্রীযুক্ত সঞ্জীবকুমার বাকচি (যদুবয়রা নিবাসী) প্রবন্ধটির আলোচনার ধারা কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া অবতরণিকায় প্রদর্শিত দ্বিধাবিভক্ত করিয়া পৃথক ভাবে বিশ্লেষণ করিতে বলেন, তাঁহারই নির্দ্দেশক্রমে সমগ্র প্রবন্ধটী বর্ত্তমান আকারে প্রকাশিত হইল। সর্ব্বোপরি করুণালাভের কথায় বলিতেছি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে, ষট্‌চক্রভেদী সাধনাবিষয়ক সঙ্গীতগুলির তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার জন্য বেলুড় মঠের শ্রীশ্রীমৎ স্বামী গিরিজানন্দ মহারাজজীর নিকটও আমি কৃতজ্ঞ, তিনিই এই সকল সঙ্গীতের রসধারা নিষ্কাশন ও পরিবেশন করেন।

আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, কৃষ্ণনগরের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ ও ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শান্তিপুর পুরাণ-পরিষদের স্বনামধন্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত অজিতকুমার স্মৃতিরত্ন মহোদয়দিগের আন্তরিক সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমান যুগে সমাজ-হারা হিন্দু ফকিরের তত্ত্বকথা সম্বলিত এই গ্রন্থ প্রকাশে সাহসী হইয়াছি। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ গুণগ্রাহী সুধীবৃন্দের সমক্ষে আনন্দ পরিবেশনে সক্ষম হইলে দীন লেখকের অভীষ্ট পূরণ ও শ্রম সার্থক হইবে।

এই গ্রন্থের মুদ্রাকর প্রমাদের প্রথম পাঠ সংশোধন করিয়া দেওয়ায় রাণাঘাট পালচৌধুরী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীরাম কাব্যতীর্থ এবং বিশেষ করিয়া আমার অন্যতম বন্ধু ডাঃ শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল কুণ্ডু মহাশয়ের নিকট প্রভূত উপকার পাইয়াছি। দ্বিতীয় পাঠ দেখিয়া দেওয়া সম্ভবপর না হওয়ায় স্থানে স্থানে কিছু ভুল রহিয়া গিয়াছে ; এজন্য "শুদ্ধি পত্রের" ব্যবস্থা হইয়াছে। ভাষার প্রাঞ্জলতার জন্য নিত্যবাবু গ্রন্থের শেষের দিকে যে পরিবর্ত্তনের কথা বলেন তাহা আনন্দের সহিত কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছে। প্রচ্ছদপটের চিত্রখানি প্রবাসী কার্য্যালয়ের ও ফকিরের চিত্রখানি আশুতোষ লাইব্রেরীর সৌজন্যে পাইয়াছি ; এই প্রতিষ্ঠানদ্বয় ও আমার বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত সাহায্যের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

তত্ত্বজ্ঞ পাঠকদিগের মধ্যে কেহ যদি এই গ্রন্থে কোন ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষ্য করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা আমাকে জানাইলে কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিব এবং যথাযথ ভাবে বিবেচনা করিয়া পরবর্ত্তী সংস্করণে আবশ্যক মত লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

অক্ষয় গ্রন্থাগার, শান্তিপুর।
১১ই বৈশাখ, ১৩৬২ সাল

শ্রীবসন্তকুমার পাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ২২/২০৪
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

অবতরণিকা

গৌরী-তীর

অমৃত নিস্যন্দিনী, দিগন্ত প্রবাহিনী গৌরী, পুণ্য তরঙ্গ তুলিয়া "তর তর" স্বরে মুক্তি গাথা গাহিতে গাহিতে বঙ্গের যে সকল পল্লী মুখরিত করিয়া আকুল উচ্ছ্বাসে সিন্ধু সঙ্গমে ছুটিয়াছে, যাহার তীরে বসিয়া হরিনাথ একদিন কাঙ্গালবেশে ভোলা মনকে ধরিয়া মদনমোহনের চরণে উপহার দিয়াছিলেন, যেখানে বসিয়া শক্তিধর শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব সর্ব্বমঙ্গলা মায়ের রাতুল চরণ রক্তজবাদলে রঞ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন, যাহার তীরের তরুলতা-সুশোভিত শ্যামকুঞ্জ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আনন্দ-পিয়াসী হেরম্বচন্দ্র নিখিল ভারতে নিরাকার ব্রহ্মের "সুদুর্দ্দর্শ" রূপের অমৃত পিপাসা জাগাইয়া তুলিয়াছেন, যাহার তটস্থ গৃহ-প্রাঙ্গণে বসিয়া মনীষী মশারফ কারবালার করুণ কাহিনী মনোহর সুরে বিবৃত করিয়া মাতৃভাষায় ইসলামের মাধুর্য্য প্রকাশে দেশবাসীর নিকট ধন্য ধন্য হইয়াছেন, যাহার পুলিনে দাঁড়াইয়া বাণীবীণাধ্বনি-বিমুগ্ধ অক্ষয়-জলধর দেশাত্মবোধের মৃতসঞ্জীবনী রসে সুপ্ত বাঙালীর মুমূর্ষু প্রাণ অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, যাহার তীরের মাধুর্য্যময় গৃহস্থলী হইতে আবির্ভূত হইয়া কর্ম্মযোগী মোহিনীমোহন "মোহিনীমিল" রূপ বিরাট প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া দীন পল্লী-সন্তানের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থায় কৃতকার্য্য হইয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, সেই গৌরী মায়ের বেণুপুঞ্জময় পল্লী-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুটীরে জন্মগ্রহণ করিয়াই শৈশবে পিতৃহারা ভাগ্যাহত লালন বাঙ্গালীর প্রাণে ভাব সুধাকরের অমল জ্যোৎস্নাজাল বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন, এই দীন লেখক ও সেই গৌরীতীরের জীর্ণ কুটীরে বসিয়া পরলোকবিহারী ফকিরের রহস্যময় জীবনের কয়েকছত্র মাত্র সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইয়াছে।

জন্মস্থান গৌরী-নদীর তীরে ভঁাড়ারায়

কুষ্টিয়া হইতে গৌরী-নদী বাহিয়া পূর্ব্বদিকে অনুমান এক ঘণ্টা চলিলে—দক্ষিণ তীরে শ্যাম বট-বিটপী বিশোভিত গ্রাম ভঁাড়রা, ভাণ্ডারিয়া শব্দের অপভ্রংশ হইতেই এই ভঁাড়ারা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। মহাত্মা লালন ফকীরের কর্ম্মজীবনের সূচনা এই গ্রামে। ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম "সন্ধান করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে বোধ হয় তিনি শৈশবে তাঁহার মাতামহ-গৃহে প্রতিপালিত হন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিধবা জননী সমভিব্যাহারে স্বতন্ত্র হইয়া এই গ্রামেই বাস করিতে থাকেন।" (প্রবাসী শ্রাবণ ১৩৩২ সাল) এই প্রবন্ধ বাহির হইবার পর চাপড়ার পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মজুমদার দাদু মহাশয় বলেন, "লালন গোবিন্দচন্দ্র করের খুড়া" তবে কিরূপ সম্পর্কের খুড়া তাহা আর জানিতে পারিলাম না; কারণ দাদুমহাশয় বর্ত্তমান ৯৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে অতিমাত্রায় অথর্ব্ব হইয়া পড়ায় তাঁহাকে আর কোন প্রশ্ন করিয়া যথার্থ উত্তর পাওয়া অসম্ভব। লালন যে উক্ত কর মহাশয়ের পিতার সহোদর ভ্রাতা ছিলেন না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED ১১/২৩৪

ইহা নিশ্চিত। লালনের মাতা পদ্মাবতীর সংসার পরিত্যাগ করিয়া ভেক্যাশ্রিতা হইয়া শুম্ভ মিত্রের আখড়ায় দিন যাপন এবং তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তির পর নির্দ্দিষ্ট দিবসে সেঁউড়িয়া আখড়া হইতে দ্রব্যসম্ভার প্রেরণপূর্ব্বক যথাবিধি মহোৎসব অনুষ্ঠান এই দুই বিষয়ে ভাঁড়ারার জনসাধারণ, ভৌমিকবাটী ও সেঁউড়িয়া আখড়ার প্রাচীন ফকিরেরা সকলেই একমত। এ বিষয়ে লালনের মাস্‌তুত ভগিনীর বিধবা কন্যার অভিমতই গ্রহণ করিলাম। ৺গোবিন্দচন্দ্র কর মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র প্রফুল্লবাবু রহস্যজনকভাবে নিহত হইবার পর তাঁহার পৌত্রেরা যে এখন কোথায় তাহা সন্ধান করিতে পারি নাই। এ বিষয়ে তথ্যাদি আহরণ করিবার চেষ্টায় থাকিলাম। লালনের বাসস্থান সম্বন্ধে দুই মত আছে। কেহ বলেন ভাঁড়ারা ও চাপড়া গ্রামের মধ্যবর্ত্তী রাস্তার পশ্চিম দিকে যেখানে আমরা "নৃত্যবুড়ীর বাড়ী" দেখিয়াছি, লালনের বাসস্থান এইস্থানে, আবার ভৌমিকবাটী হইতে বলা হয় উক্ত রাস্তার পূর্ব্বদিকে অধুনা যেখানে গোপাল মালাকার বাড়ী করিয়া আছে তাহার উত্তরপূর্ব্ব দিকে বাগানের মধ্যেই লালন তাঁহার মাতা ও স্ত্রীকে লইয়া বাস করিতেন। এই পার্থক্য হইতেছে যে রাস্তার পূর্ব্বদিকে ভাঁড়ারা এবং পশ্চিমদিকে চাপড়া, মাত্র কয়েক গজ ব্যবধান। এ বিষয়েও ভৌমিকবাটীর অভিমতই গ্রহণ করিয়াছি।

এই ভাঁড়ারা ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম ধর্ম্মপাড়া এবং ব্রাহ্মণবিশোভিত চাপড়া প্রভৃতি যখন ভক্তিমান নাগরিকদিগের হরি সঙ্কীর্ত্তন ও কবিগানের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, লালন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠিক সেই সময়ে এই সঙ্গীত লহরী মুখরিত ভাঁড়ারার পল্লী-প্রাঙ্গণে আবির্ভূত হন।

তখনকার গ্রাম্য সঙ্গীত

বর্ত্তমান কালে যাত্রা নাটকের সঙ্গীতরাজী বিদেশী আমদানী করা "মিষ্ট" প্রেমের দুষ্ট বন্যার পঙ্কিল প্রবাহে হিন্দু-সমাজ স্থানে স্থানে যে ভাবে মলিন করিয়া তুলিতেছে, তখনকার

পল্লীর কীর্ত্তন ও কবিগান ঠিক ইহারই বিপরীত ভাবের পুণ্যস্রোতে সমাজ স্নিগ্ধ ও নিরাবিল করিতেছিল। আধুনিক পল্লীসমাজ অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের নিবিড় নিষ্পেষণে নির্জ্জীব তার পর পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিত্যক্ত আবর্জ্জনার পূতিগন্ধে কলুষিত হইয়া যেরূপ বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছে তখন প্রত্যেক পল্লীই আপন আপন বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া সমাজের মর্য্যাদা রক্ষায় কৃতযত্ন ছিল। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই কালীবাড়ী গোবিন্দজীর আখড়া প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিয়া প্রাতঃ সন্ধ্যা ও প্রত্যেক পর্ব্বাহে ধর্ম্মপ্রাণ পল্লীবাসীর পূজা-অর্চ্চনায় সমাজের সঞ্জীবতায় সাড়া দিত। এই সমস্ত স্থান হইতে জনসাধারণ সঙ্গীত-শ্রবণ-আকাঙ্খা নিবৃত্তি করিত। ইহা ছাড়া সঙ্গতি সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহেও বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে সঙ্গীতের আলোচনা হইত। এখানে পিতাপুত্র, শিক্ষকছাত্র, ভূস্বামী প্রজা প্রভৃতি একই আসরে বসিয়া সঙ্গীত-রস উপভোগ করিতেন, কাজেই সঙ্গীত রচয়িতাদিগের রুচি এরূপ পরিমার্জ্জিত ছিল যাহাতে সকল স্তরের শ্রোতৃবর্গ নিঃসঙ্কোচে একত্র বসিয়া আনন্দ উপভোগে সক্ষম হইতেন। এই সঙ্গীতের মধুর রাগিণীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোহন ঝঙ্কারে আকৃষ্ট হইয়া বিধর্ম্মী বিদেশীও গায়ক হইয়া বাঙালীর সুরে সুর মিলাইয়া গাহিয়াছিল "ভজন পূজন জানি নে মা, জেতে ফিরিঙ্গী" ; সুতরাং ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে এই সকল সারল্যপূত সঙ্গীতের পুণ্যতরঙ্গ যে পথে প্রবাহিত হইত পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর স্নিগ্ধ প্রবাহ স্পর্শের ন্যায় তাহাও পবিত্র হইয়া যাইত। এই মাধুর্য্যময় সঙ্গীতের সুললিত তানে বিমুগ্ধ হইয়া কত জনকে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে দেখা যাইত। শ্রোতৃবর্গও ভাবমাধুর্য্যের উন্মত্ত আবেশে পুলকে হরিধ্বনি করিয়া সভাস্থল মুখরিত করিয়া তুলিত। এহেন সময়ে এহেন পল্লীর পবিত্র প্রাঙ্গণে আবির্ভূত হইয়া ফকির লালনও সঙ্গীতের সুমোহন তান তুলিয়া পল্লীবাসীকে ডাকিয়া করুণাময় জগদীশ্বরের ভাবে আবিষ্ট হইতে বলিয়াছেন। তাঁহার এই মধুর আহ্বান শ্রবণে পশিবামাত্র পল্লীর বিষয়বিমুগ্ধ দীন পতিত ও তন্দ্রালস লোচন উন্মীলন করিয়া আনন্দ-পূর্ণিমার পানে নির্ণিমেষে চাহিয়াছিল। তাঁহার আহ্বান—

ক্ষ্যাপা তুই না জেনে তোর আপন খবর
যাবি কোথায় ?
আপন ঘর না বুঝে, বাইরে খুঁজে
পড়বি ধাঁধায়।
আমি সত্য না হ'লে হয় গুরু সত্য
কোন্‌কালে ?
আমি যেরূপ দেখনা সেরূপ
দীন দয়াময়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মারূপে সেই অধর
সঙ্গে অংশ ষোল কলা তার,
ভেদ না জেনে বনে বনে
ঘুরলে কি হয় ?
আপনার আপনি না জেনে
ঘুরবি কত ভুবনে
লালন কয় অন্তিমকালে
কি হবে উপায় !

প্রাথমিক তত্ত্ব

অনন্ত শাস্ত্রের বহুমত অল্পায়ু মানব জীবনে সম্যক অবগত হওয়া অসম্ভব ; লালনও বলিয়াছেন এই অল্প সময়ে শাস্ত্রের অনন্তজলধি উত্তীর্ণ হইয়া শান্তিময়ের রাজ্যে অবতীর্ণ হওয়া খুব কম সংখ্যক মানবের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। তাই তিনি সঙ্ক্ষেপে বলিয়াছেন—

আত্মারূপে কর্ত্তা হরি, মনে নিষ্ঠা হ'লে
মিল্‌বে তারি ঠিকানা—
বেদ বেদান্ত পড়বি যত
বেড়বি তত লখ্‌না। (লখ্‌না = সন্দেহ)

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ সুললিত ছন্দে বলিয়াছেন—

সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর,
আমার মধ্যে তোমার বিকাশ—
তাই এত মধুর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
PRESENTED

তিনি হৃদয় অন্তঃপুরে নিত্য বিরাজমান

ভগবান সর্ব্বভূতের অন্তরে বিরাজ করিতেছেন, তিনি আত্মারূপে কর্ত্তা, জীব জগৎকে যন্ত্রারূঢ় কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় পরিচালন করিতেছেন। তাঁহাকে না জানিয়া বনে বনে ঘুরিলে কি হইবে ? পল্লীর অন্যতম ভাবুকও এই কথাই গ্রাম্য ভাষায় বলিয়াছেন—

কাণা চোরে চুরি করে,
ঘর ছেড়ে সিঁদ দেয় পাগারে
কানার ভাগ্যে ধন মেলেনা !

এই সত্য অন্তরের সহিত উপলব্ধি করিয়া ভাববিহ্বল কবি বলেন—

ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক প'ড়ে।
রুদ্ধ দ্বারের দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস ওরে ?
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই খুঁজিস সঙ্গোপনে
নয়ন মেলে দেখদেখি তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে !

ইহার পর যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তক স্বামী বিবেকানন্দ প্রসুপ্ত ভারতকে উদ্বুদ্ধ করিতে সরল ভাষায় যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহা স্বতঃই স্মৃতিপথে উদিত হয়—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়.
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এসবার পায়.
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

এই সত্যই বিকাশ করিতে গিয়া বাইবেলে উক্ত হইয়াছে—"God made Man in His image did He make Man,. জড়োপাসক পাশ্চাত্ত্য ব্যবহার ক্ষেত্রে যাহাই করুক মূলতঃ তাহারা এই সত্যেরই উপাসক। সাঁইজী লালনও এই সত্যই সঙ্ক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছেন। যে সত্য প্রাণে প্রতিভাত হওয়ায় বিবেকানন্দ যুগ-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাযোগী, লালনও সেই "ভাবের ভাবি" হইয়া সাঁইজী, স্বামীজী বলেন মানুষ রাজ রাজেশ্বরের সন্তান, অমৃতের পুত্র, সাঁইজীও বলেন "এই মানুষে চেয়ে দেখ, সেই মানুষ আছে ; কত যোগী ঋষি চা'র যুগ ধ'রে বেড়াচ্ছে খুঁজে"। সুতরাং আত্মপরিচয় লাভে সক্ষম হইলে সাধকেরা দেখিতে পান যে, বহুরূপে, বহু অবয়বে বিশ্ব পিতা কেমন করিয়া এই জীব জগতে প্রকট হইয়াছেন। যখন অন্তরের মলিনতা দূর হইবে, ভক্তি চন্দনের সুরভি গন্ধে দেবতার মণ্ডপ যখন আমোদিত হইবে, নয়ন সুধাকরও তখন বিশ্বের যাবতীয় সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে সক্ষম হইবে। সাঁইজী তাই আরও স্পষ্ট কথায় বলিয়াছেন—

আছে আদি মক্কা এই মানব দেহে
একবার দেখ্‌নারে মন ! ভেয়ে,
দেশ দেশান্তর দৌড়ে শুধু
মরিস কেন হাঁপিয়ে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY No. ....

রূপ হ'তে অরূপ দেখা

এখানেও মনে আসে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কথা "মমৈবাংশো জীব লোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ," যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, মানবের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক কেমন করিয়া তাঁহাকে চিন্তার গোচরীভূত করিবে ? এখানেও আবার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের "রূপের কোলে, ওই যে দোলে, অরূপ মাধুরী" কথাটী আসিয়া মনে হয়। সাঁইজী আবার বলিয়াছেন—"রূপ হ'তে স্বরূপ, তারে ভেবে রূপ, অধীন লালন সদা, নিরূপ ধরতে চায়"। এই সকল তত্ত্ব কথা আলোচনা করিলে স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে, পতিত মানবের দুঃখে করুণা-বিচলিত হইয়া যাঁহারা নির্ব্বাণ দীপ করে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মূলতঃ একই বিশ্বজনীন সত্য-সম্ভার পরিবেশন করিয়া বিশুষ্ক মানব সমাজ আমোদিত ও স্নিগ্ধ করিয়াছেন ; একই অণুপ্রেরণা, একই সত্য এবং একই আশীর্ব্বাদ বিভিন্ন ভাষায়, বিবিধ ছন্দে প্রকাশিত হইয়া 'জীবন' তরঙ্গের ন্যায় অনন্ত লহরে বিশ্বময় ঝঙ্কৃত হইতেছে। আমরা ভ্রমান্ধ মানব আপন আপন কর্ম্মের অনুপাতে ধারণাশক্তি লাভ করিয়া এই ধরাধামে নিজ নিজ জীবন যাপন করিতেছি ; যাহার শক্তি যতখানি, সত্যও সেই অনুপাতে ততখানিই উপলব্ধি করিতেছি। যাহার চিত্তবৃত্তি যেভাবে স্ফুরিত হইতেছে, এই সত্যও সেই ভাবেই হৃদয়ঙ্গম করিতেছি, আমাদের মানসিক শক্তি, চিত্তবৃত্তি ও কল্পনার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, সুতরাং স্বল্প শক্তি দ্বারা সেই অনন্ত অসীমকে যখন উপলব্ধি করিতে যাই, তখন তিনিও আমাদের শক্তির অনুপাতেই আসিয়া চিন্তার গোচরীভূত হন। বহু অন্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিলিয়া অতিকায় ঐরাবতের অবয়ব কর স্পর্শে অনুভব করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর; যখন পরস্পর উহার আকৃতি বর্ণনা করে, ষে, যে অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে সে সেই ভাবেই ঐরাবতকে ধরিয়া লয়। বস্তুতঃ সকলেই যে ঐরাবতকে স্পর্শানুভব করিয়াছে ইহাও যেমন ঠিক; আবার তাহাদের কেহই যে উহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারে নাই ইহাও তেমনই ঠিক। ইহা কেবল দৃষ্টি শক্তির অভাব ও অনুভূতির তারতম্য মাত্র।

আমরা অজ্ঞান তিমিরে সমাচ্ছন্ন অন্ধ মানব সঙ্কীর্ণ অনুভূতি দ্বারা বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরকে ঠিক এই ভাবেই বুঝিয়া থাকি; কিন্তু প্রসারিত দৃষ্টি-সম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষেরা স্বকীয় সাধনা বলে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত পরমাত্মার স্বরূপ-নির্ণয়ে সমর্থ হইয়া থাকেন। সাঁইজী তাই বলেন—

সোণার মানুষ ভাস্‌ছে রসে
যে জানে সে রসপান্তি
সেই দেখ্‌তে পায় অনায়াসে।
তিনশ ষাট রসের নদী
বেগে ধায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদি
তার মধ্যে রূপ নিরবধি
ঝলক দিচ্ছে এই মানুষে।
দেহ মন্দিরে প্রাণের ঠাকুর

ইহার পর অস্থিমাংসময় নশ্বর এই মানব-দেহ, দুদিন পরেই যাহা পঞ্চভূতে বিলীন হইবে, ইহা লইয়াই বা কেমন করিয়া ভগবানকে চিন্তা করি? ইহা ভাবিয়া সাঁইজী বলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক'রে অতি আর্জব ভাক্কা
গঠেছে সাঁই মানুষ মাক্কা
কুদরতি নূর দিয়ে,
ও তার চারি ধারে চার
নূরের ইমাম
মধ্যে সাঁই বসিয়ে।

অতি অপূর্ব্ব গঠন নৈপুণ্যে ঐশ্বরিক তেজপুঞ্জে সমাচ্ছন্ন করিয়া পরম করুণাময় জগদীশ্বর এই মানবের তনুতীর্থ বারাণসী রচনা করিয়াছেন। ইহার চতুর্দ্দিকে জ্যোতির্ম্ময় প্রহরী এবং মধ্যস্থলে তিনি স্বয়ং পরংজ্যোতিরূপে উপবিষ্ট। বিদ্যুৎ প্রভায় বিভাসিত হইয়া তিনি এই তীর্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বিরাজ করিতেছেন। সাঁইজী ইহা উপলব্ধি করিয়াও আবার বিস্মৃত হইতেন, তাই আক্ষেপ করিয়া বলিতেন—

আমার এঘর খানায় কে বিরাজ করে ?
আমি জনম ভ'রে একদিন দেখলেম নারে !
নড়ে চড়ে ঈশান কোণে
আমি দেখ্‌তে পাই না দুনয়নে,
হাতের কাছে যার, ভবের হাট বাজার
হাত বাড়ায়ে ধরতে পেলেম না তারে।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম এই সত্য মূল ভিত্তি করিয়া জীবে প্রেমরস আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যে বলেন "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ"। এই নরবপুর অভ্যন্তরে তিনি আনন্দস্বরূপ হইয়া বিহার করিতেছেন। কান্ত কবিও তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবেগভরে বলিয়াছেন—"আনন্দরূপে তুমি সাধুর হৃদয়ে জাগ"। বিশ্বাস ও ভক্তির অগুরু সৌরভে সুরভিত হইয়া তাঁহাকে উপলব্ধি করা চাই। তিনি যখন অন্তরের অন্তস্তল হইতে সাড়া দিবেন, আমাদের জীবনও তখন আনন্দময় হইবে। উপনিষদোক্ত ঋষিও তাই বলিয়াছেন—তিনি আনন্দস্বরূপ হইয়া এই প্রাণী-জগতে বিদ্যমান রহিয়াছেন; তিনি আছেন বলিয়া আমরাও জীবিত আছি—

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ, আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তি।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্তভি সংবিশন্তীতি।

আনন্দই ব্রহ্ম, আনন্দ হইতেই জীবজগতের উদ্ভব. এই জীবপ্রবাহ আনন্দ লহরেই বিশ্বময় ছুটিয়া চলিতেছে। প্রতিনিয়ত এই যে লীলা খেলা ইহাও জীবের হৃদয়নিহিত আনন্দ-রসেরই উচ্ছ্বাস; লীলা খেলার অবসানে সকলে আনন্দেই বিলীন হইবে এবং পুনরায় আনন্দস্বরূপে পরিণত হইবে। পল্লীর দরিদ্র সাঁইজী তাঁহার স্বভাব সুলভ সরল ভাষায় এই দেহের অভ্যন্তরে যে মহা-রসের কূপ বা আনন্দের ধারা বিদ্যমান আছে তাহাই প্রকাশ করিতে অতি সন্তর্পণে বলিয়াছেন :—

অস্থি চর্ম্ম স্বর্ণ-রূপ, তাতে মহা রসের কূপ
বেগে ঢেউ খেলে,
ও তার এক বিন্দু অপার সিন্ধু
হয়রে এ ভূমণ্ডলে।

এই কথাগুলি ছাড়াও মানবদেহের সৃষ্টি-তাৎপর্য্যের আলোচনায় আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া তিনি বলিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee
BANARAS.

স্বয়ং রূপ দর্পণে ধ'রে, মানবরূপ সৃষ্টি করে হে!
দিব্য জ্ঞানী যারা, ভাবে বোঝে তারা,
মানুষ ধ'রে কার্য্য সিদ্ধি ক'রে লয়।

জীবনের প্রত্যেক পর্য্যায়েই তিনি এই ভাবের অভিব্যক্তি করিয়াগিয়াছেন, তাঁহার সাধনার প্রত্যেক স্তরে একই কথা "আপনারে চিন্‌লে পরে, যায় অচেনারে চেনা" এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি বিশ্বমানবের মধ্যে ভগবদ্ প্রেমের অমল ধারা বর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাই তাঁহার সংসার আশ্রম আনন্দ নিকেতনে পরিণত হইয়াছিল। যিনি তাঁহার সাহচর্য্য লাভ করিতেন তিনিই সদানন্দ ধামের রসাস্বাদনে সক্ষম হইতেন। মানুষের উপর তাঁহার মমত্ব বোধ এতই প্রগাঢ় হইয়াছিল যে, তাঁহার মতে এই বিশ্বে মানব, সৃষ্টির অলঙ্কার, রাজ রাজেশ্বরের সন্তান এবং মহত্ত্বের প্রস্ফুটিত পারিজাত। তাই সে এই মানুষে সেই মানুষ দর্শন করিয়া চিত্ত চক্ষুর তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে। সাঁইজীর কথা—

এই মানুষে চেয়ে দেখ, সেই মানুষ আছে
কত যোগী ঋষি চারি যুগ ধ'রে
বেড়াচ্ছে খুঁজে।

জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়,
ও চাঁদ ধ'রতে গেলে হাতে কে পায়,
অধর মানুষ তেমনি সদাই.
আছে আলেকে ব'সে।

বিশ্বের যাবতীয় সত্য প্রচারকই ভাবের উদ্দীপনায় এস্থলে একত্র সম্মিলিত, বিভিন্ন ভাষা, ভাব ও ধারণাশক্তিদ্বারা যিনি তাঁহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে ভাবে প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হন তিনি সেই ভাবেই তাঁহার জ্ঞান ও বুদ্ধির গোচরীভূত হন। তখন সাধক সেই অব্যক্ত এবং অপার আনন্দরসে আপ্লুত হন। কেমন করিয়া এই রস আস্বাদন করা যায় তাহাও সাঁইজী বলিয়াছেন।

যে জন ঘাটে ব'সে যোগ সেধেছে,
তার বরণ হয় কাঁচা সোণা।

সেই আনন্দের উৎসই যখন আমাদের মধ্যে বিদ্যমান, তবে কই আমরা ত তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারি না! আমরা বসিয়া আছি হরিদ্বারের উপকণ্ঠে, স্বচ্ছ সলিলা ভাগীরথীর স্নিগ্ধ তটে কিন্তু আমাদের শুষ্ক কণ্ঠে তাঁহার অমল ধারার বিন্দুমাত্রও পতিত হইতেছে না। তাই সাঁইজী বলেন—

মনের মানুষ ধ'রব ব'লে ব'সে আছে কত জনা
তারে বিনা সন্ধানে কেউ পাবে না।

তাঁহাকে পাইতে হইলে অন্তরের অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা চাই। সাধনা-ব্যতিরেকে কেহই তাঁহাকে পায় না। বঙ্গের সাধক প্রবরও তাই বলিয়াছেন—"ডাক দেখি মন, ডাকার মত, কেমন শ্যামা থাকৃতে পারে!" ডাকার মত করিয়া না ডাকিলে ভক্ত বৎসল যে দেখা দিবেন না তাহা সাঁইজী বেশ জানিতেন তাই আকুল উচ্ছ্বাসে গাহিতেন।

ওহে দীননাথ ক্ষম অপরাধ
কেশে ধ'রে আমায় লাগাও কিনারে,
তুমি হেলায় যা কর, তাই করিতে পার
তোমা বিনে পাপী তারণ কে করে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাপীকে তরাইতে পতিত পাবন নাম
তাইতে তোমায় ডাকি শোন গুণধাম,
আমার বেলায় তুমি কেন হলে বাম
আমি আর কতকাল ভাসব দুঃখের পাঁথারে ?
না বুঝে পাপ সাগরে ডুবে খাপী খাই,
শেষকালে তোমায় দিলেম গো দোহাই,
আমায় যদি তুমি না তরাও গো সাঁই !
তোমার দয়াল নামের দোষ রবে সংসারে।
শুন্‌তে পাই পরম পিতা গো তুমি
তোমার অতি অবোধ বালক আমি,
যদি ভজন ভুলে বিপথে ভ্রমি
তুমি দাও না কেন তবে সুপথ স্মরণ করি !
অথাই তরঙ্গে আতঙ্কে মরি
কোথায় হে ভবপারের কাণ্ডারী
অধীন লালন বলে তরাও হে তরী
তোমার নামের মহিমা জানাও সংসারে।

প্রাণের এইরূপ আকুলতা ভরে ভগবানকে ডাকিয়া সাঁইজী দিব্য চক্ষুর স্নিগ্ধ দৃষ্টি প্রসারণ করিয়া দেখিয়াছিলেন "জলে স্থলে সব জায়গায়, তোমার সব কীর্ত্তিময়, ত্রিবিধ সংসারে", এই জগতের সর্ব্বত্র সেই অচিন মানুষের কীর্ত্তিকলা বিশোভিত আনন্দ-নন্দন-রূপে দর্শন করা কাহার পক্ষে সম্ভব ? যিনি অমৃতের পুত্র। সাঁইজী ইহা উপলব্ধি করিয়া নিখিল বিশ্ব সেই অধর মানুষের অমল জ্যোতি বিভাসিত রম্য নিকেতন রূপে দর্শন করিয়া ভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। কান্ত কবি এই ভাবামৃত সেবন করিয়া পুলকি প্লাবিত হৃদয়ে গাহিয়াছেন—

আছ অনল-অনীলে চির নভোনীলে
ভূধর সলিলে গহনে,
আছ, বিটপি লতায়, জলদের গায়
শশি-তারকায় তপনে।

সাঁইজীর সঙ্গীতরাজী পাঠ করিলে মনে হয় কে যেন অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া কীৰ্ত্তিময় এই সংসার ক্ষেত্রকেই দেখাইয়া দিতেছেন—

পরিদৃশ্যমান জগৎ ও স্রষ্টা

যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূল, তাঁহা হইতেই এই বিশ্বচরাচর আবির্ভূত হইয়াছে; তিনি মূল, আর এই জীব জগৎ তাঁহার শাখা প্রশাখা অর্থাৎ "বহুরূপে বিরাজিত" এই জগৎ প্রপঞ্চকে ধরিয়া সেই মূল অর্থাৎ বিশ্বস্রষ্টার স্বরূপ নিরূপণে সক্ষম হওয়া যায়। সাঁইজী তাই বলেন—

মূল হ'তে হয় ডালের সৃজন,
ডাল ধ'রলে পায় মূল অন্বেষণ হে!
তেম্‌নি রূপ হ'তে স্বরূপ,
তারে ভেবে রূপ,
অধীন লালন সদা
নিরূপ ধ'রতে চায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ভাগ্যবান্ সাধক রামপ্রসাদ তাঁহার পাগ্‌লামনকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছেন—"ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি মন তাও জান না"। বহুযুগের অগণিত সাধক যুগ যুগান্তর ব্যাপী সাধনার ফলে যাহা উপলব্ধি করিয়া বিশ্বে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে এই কথাই পরিস্ফুট হয় যে, এই জগতে বিবিধরূপে পরম পিতাই বিরাজ করিতেছেন। কেবল সাধনা বলে জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া তাঁহার সেই মন ভোলান রূপ দর্শন করা যায়। সাঁইজী তাই বলেন "মনের মানুষ ধর নেহারে, মন-নয়নে যোগাযোগ করে"। এই সকল তত্ত্ব কথা আলোচনা করিলে দেখা যায় জগতের যাবতীয় মহাপুরুষ-দিগের চিত্তচকোর একই ব্রহ্মানন্দ সুধার আস্বাদনে বিভোর প্রাথমিক অবস্থায় দেশকাল ভেদে সাধনার ধারা বিভিন্ন হইলেও অন্তিমে সকলে একই কল্পতরুতলে সমাসীন হন। একই সত্য সকলেরই অন্তস্তল হইতে ভাসিয়া উঠে ; ভগবানের কথায়ই তাই বলিতে হয়—

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্র পদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈ ॥

"বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ নানা প্রকারে নিরূপণ করিয়াছেন। ঋগাদিবেদও এতদ্বিষয়কে পৃথক্ পৃথক্ রীতিতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যুক্তিযুক্ত নিশ্চয়ার্থ সূচক ব্রহ্মসূত্র পদ সকলও এ সকল কথা বহু প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন"। এই পরিদৃশ্যমান জগতে কি অবস্থায় কোন্‌রূপে ভগবদ্দর্শন করিয়া আনন্দ সাগরে ডুবিয়া থাকা যায় তাহা বুঝাইতে গিয়া সর্ব্বমঙ্গলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের আদরের দুলাল স্বর্গীয় সাধক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহোদয়ের মনোরম কথাগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। "মা আমাদের যেমন ভিতরে, তেমনি বাহিরে, যেমন বহিরে, তেমনি ভিতরে, কিছুদিন এইরূপ ভিতরে বাহিরে আনা লওয়া করিতে করিতে প্রাণের কবাট যেদিন একেবারে খুলিয়া যাইবে—সেইদিন আমার আবাহন বিসর্জ্জন জন্মের মত ঘুচিয়া যাইবে, বাহিরে চাহিলে যেদিন ভিতরের মূর্ত্তি দেখিতে পাইব—ভিতরে চাহিলে যে দিন বাহিরের মূর্ত্তি দেখিতে পাইব—ভিতরে বাহিরে, বাহিরে ভিতরে যেদিন এক হইয়া যাইবে, সেই দিন মা আমার আসা যাওয়া ঘুচাইয়া চরণ দুখানি গোছাইয়া স্থির হইয়া বসিবেন, অশান্ত নৃত্যকালী সেইদিন আমার শান্ত হইবেন, কিম্বা কি জানি, অন্তরে বাহিরে খোলা পথ পাইয়া হয়ত আনন্দময়ী আরও ছুটাছুটি করিবেন; কিন্তু সে ছুটাছুটি করিলেও, সেদিন আমি আর তাঁহাকে আনিবওনা, লইবও না, তিনি আপন আনন্দে আপনি আসিবেন, আপনি যাইবেন—আপনি নাচিবেন, আপন খেলা আপনি খেলিবেন, আমি কেবল সেই সঙ্গে সঙ্গে তাল দিয়া "জয় মা" বলিয়া নাচিয়া বেড়াইব।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

ষটচক্রভেদী সাধনা

আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ সাঁইজীর সঙ্গীতরাজীর মধ্যে এক অপূর্ব্ব রহস্যময় ভাবধারা নিহিত আছে। ভাষার আবরণ উন্মোচন করিলে উহা সাধককে এক স্বপ্নময় রাজ্যে লইয়া যায়, যেখানে প্রবেশ করিলে সাধক কোনও অনির্ব্বচনীয় শক্তির প্রভাবে তন্ময় হইয়া থাকেন। এই শক্তিই "মন্ত্রময়ী কুলকুণ্ডলিনী, সমস্ত জীবের মূলাধারে বিদ্যুৎপ্রভায় দেদীপ্যমানা"। তিনিই আবার "যোগীগণের হৃদয়-কমলেই স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করিয়া আত্মানন্দে নৃত্য করিতেছেন"। এই সাধনার চন্দ্রালোকের কথা ইঙ্গিত করিয়া সাঁইজী বলেন—

চেয়ে দেখ্না রে মন দিব্য নজরে
চারি চাঁদ দিচ্ছে ঝলক
মণিকোঠার ঘরে।
হ'লে সে চাঁদের সাধন,
অধর চাঁদ হয় দরশন,
আবার চাঁদেতে চাঁদের আসন
রেখেছে ফিকিরে।

সহজ কথায়—আমাদের অভ্যন্তরে ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না পথে অবস্থিতা, চতুর্দ্দল পদ্মে বিরাজিতা নিদ্রিতা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে অপার সাধনাবলে উদ্বুদ্ধ করিলে পর ইহা সর্পিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গতিতে চক্রে চক্রে ছুটিয়া ছুটিয়া, ক্রমে দশমদল, দ্বাদশদল ও ষোড়শদল অতিক্রম করিয়া অবশেষে ভ্রূ-মধ্যস্থ দ্বিদলপদ্মে অবতীর্ণা হন। এই অদৃশ্য শক্তি যখন দ্বিদলপদ্ম উত্তীর্ণা হইয়া আরও ঊর্দ্ধে উত্থিতা হন, তখনই "অচিন দলে" উপনীতা হন। সাঁইজী তাই বলেন "অচিনদলে বসতি তার, দ্বিদলপদ্মে বারাম তার"। ইহা ষটচক্র ভেদী সাধকের সহস্রার অর্থাৎ "অকথাদি" ত্রিকোণ ভূমি; এখানে "গুরু" হংসারূঢ় হইয়া অধোমুখে বিরাজমান। তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া সাধক পূর্ণ সিদ্ধিতে উৎফুল্ল ও পরিতৃপ্ত হন। এই দ্বিদলের কথা আলোচনা করিয়া সাঁইজী আরও বলেন—

কিবা রূপের ঝলক দিচ্ছে দ্বিদলে,
রূপ দেখ্‌লে নয়ন যায় ভুলে !
ফণীমণি সৌদামিনী
জিনি এ রূপ উজলে।

এখানে দেখা যাইতেছে দ্বিদলে উপস্থিত হইলে সাধকের মনোমন্দির এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হয়, যাহার নিকট ফণীমণি সৌদামিনীও তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়; এই রূপে মুগ্ধ হইয়াই দেবাদিদেব মহাদেব একদিন দিব্যজ্যোতি বিভাসিতা, বস্ত্রালঙ্কারভূষিতা, কাঞ্চনকান্তি কুমারী গৌরীর বিশ্ববিমোহন রূপরাশিও ভ্রূভঙ্গে উপেক্ষা করিয়া ত্রিজগতে বিরূপাক্ষ নামে খ্যাত হইয়াছেন। এই জ্যোতির কথা উল্লেখ করিয়া সাঁইজী পুনরায় বলিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেখানে সে চন্দ্রভুবন
দিবারাত্রি নাই আলাপন
কোটী চন্দ্র জিনি কিরণ
বিজলী চঞ্চলা সদাই।
বিন্দু নালে সিন্ধু বারি
মাঝখানে তার স্বর্ণগিরি,
অধর চাঁদের স্বর্ণপুরী
সেই ত তিন প্রমাণ জাগায়।

দ্বিদল হইতে যখন আরও উর্দ্ধে উত্থিত হওয়া যায় তখনকার বর্ণনা দিয়া সাঁইজী বলেন—

ফুল ফোটে তার গঙ্গাজলে
ফল ধরে তার অচিন দলে
যুক্ত হয় সে ফুলে ফলে
তাতে কথা কয়।

এখানে বর্ণিত গঙ্গাজল অর্থাৎ সুষুম্না মার্গ, তথায় উপনীত হইলে সাধক স্বীয় সিদ্ধির অরুণালোকে উদ্ভাসিত হন, তারপর অচিনদল অর্থাৎ সহস্রারে বিরাজিত গুরুকে দর্শন করিলে তাঁহার সাধনার কল্পতরু ফুলে ফলে পরিশোভিত হয় অর্থাৎ তিনি পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হন। ভাগ্যবান সাধক তখন "কৈবল্যময় ভাবসাগরে মনঃ প্রাণ নিমজ্জিত করিয়া ব্রহ্মানন্দ নিদ্রার উপভোগ করেন।" অনুমান চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন এই প্রবন্ধ লিখি সেই সময় সাঁইজীর দু-একজন প্রবীণ শিষ্য যাঁহারা জীবিত ছিলেন তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিয়া এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধনার কথাই জানিতে পারা যায়; তবে তাঁহারা বলেন, ইহা নিগূঢ় তত্ত্ব, সিঁড়ির উপর ধাপের কথা। জানাশুনা ছাড়া ইহা বুঝিবার উপায় নাই। সাঁইজী তাঁহার অসংখ্য সঙ্গীতে এই সাধনার কথাই ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার আর একটী সঙ্গীত নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

বল কি সন্ধানে যাই সেখানে
মনের মানুষ যেখানে,
আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি
দিবারাতি নাই সেখানে।
ধনীর ভারা যাচ্ছে মারা
প'ড়ে নদীর তোড় তুফানে,
ভবে রসিক যারা, পার হয় তারা
তারাই নদীর ধারা জানে,
সপ্ততল পাতাল তলে
মূল র'য়েছে যেখানে,
মূলের মানুষ স্থূলে রেখে
দেখ্‌তে পাবি রূপরসানে।
লালন বলে, ম'লেম জ্বলে
দিবানিশি জলে স্থলে
যেমন্ মণিহারা ফণীর মত
হারা হ'লেম পিতৃধনে।

সাধকেরা প্রথমে লতাপাতায় আকৃষ্ট হইয়া ছুটিয়া যান, তারপর যখন প্রস্ফুটিত পুষ্প দর্শন করেন (কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হন) তাহার সৌরভে নাভির গন্ধে আকুল কুরঙ্গের ন্যায় মাতোয়ারা হইয়া উঠেন এবং ক্রমে অগ্রসর হইয়া "সপ্ততল পাতালতলে" যেখানে কল্পতরুর মূল তথায় সমাসীন হন। এখানেও পূর্ব্বকথিত তেজপুঞ্জ সমাবৃত গুরুর কথাই মনে আসে। সাঁইজীর কোন সঙ্গীতে ইহাও আছে "ও তার চারি ধারে চা'র নূরের ইমাম, মধ্যে সাঁই বসিয়ে।" ইহার আরও কিঞ্চিদধিক প্রকাশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

আস্‌মানে তার গাছের শিকড়
জমিনে তার ডাল র'য়েছে
ওই দেখ্ লতাপাতায় ফল ধ'রেছে
সেজন জানে না রে ও দীন কাণা !
লালন সা ফকিরে বলে
বিঁধ্‌লে কাঁটা বের হবে না
যে জন ঘাটে ব'সে যোগ সেধেছে
তার বরণ হয় কাঁচা সোণা।

সাধনার এই রহস্যই সাঁইজীর শেষ পর্য্যায়ের সঙ্গীতরাজীর স্তরে স্তরে অতি সন্তর্পনে বিন্যস্ত রহিয়াছে। পূর্ব্ব কথিত যে সকল ভাবরাশি ভাষার আস্তরণে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন তাহা আরও পরিষ্কার করিয়া নিম্নোক্ত সঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছেন—

মানুষ মাক্কা কুদরতি কাজ,
উঠ্‌ছে রে আজগবি আওয়াজ,
সাততালা ভেদিয়ে ;
আছে সিং দরওজায় দ্বারী একজন
নিদ্রাত্যাগী হোয়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এস্থলে সাততালা ভেদিয়ে অর্থাৎ সপ্তচক্র ভেদ করিয়া শব্দব্রহ্মের অর্থাৎ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি অতিক্রম করিয়া অনাহত ধ্বনির যে অভিব্যক্তি তাহার কথাই বলিতেছেন। প্রযুক্ত দ্বারা শব্দে পরম গুরুকেই লক্ষ্য করিতেছেন এবং "আজগবি আওয়াজ" অর্থাৎ ধ্বনিময়ী শক্তি যিনি যোগীন্দ্র পুরুষগণের নিকট হৃদয় চারিণী কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বলিয়া পরিজ্ঞাত। "যিনি জীবের মূলাধার বিবরে নিরন্তর ভৃঙ্গীর সঙ্গীতবৎ অস্ফুট মধুর গুঞ্জন ধ্বনি করিয়া থাকেন।" ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় তাঁহার সাধনার ফল্গুধারা কোন্ পথে প্রবাহিত হইত। আর একটী সঙ্গীতের উল্লেখ করিয়া সাধনার এই পর্য্যায়ের অবতরণিকা সমাপ্ত করিব।

মুরসীদ রংমহলে সদাই ঝলক দেয়,
যার ঘুচেছে মনের আঁধার
সেই দেখতে পায়।
সপ্ততলে অন্তঃপুরী, আলিপুরে তার কাছারী
দেখ্‌লে রে মন কারিগরি
হবি মহাশয়।
সজল উদয় সেই দেশেতে
অনন্ত ফল ফলে তাতে
প্রেমপাতি জাল পাতলে তাতে
অধর ধরা যায়।
রত্ন যে পায় আপন ঘরে
সে কি বাইরে খুঁজে মরে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না বুঝিয়ে লালন ভেড়ে
দেশ বিদেশে ধায়।

সাধনার এই রহস্যময় বিবরণ বিশদভাবে বিবৃত করিবার ক্ষমতা আমার নাই, যাহা কিছু লিখিত হইল ইহা বেলুড়মঠ নিবাসী পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীশ্রীমৎস্বামী গিরিজানন্দ মহারাজজীর অনুগ্রহে, এই অনুকম্পার জন্য তাঁহার নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। এই প্রবন্ধ লিখিবার পর তিনিও অনন্তধামে ফিরিয়া গিয়াছেন।

সাঁইজীর বর্ত্তমান শিষ্যবৃন্দের মধ্যে যাঁহাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, তাঁহারা কেহই সাধারণতঃ এই সব কথা প্রকাশ করেন না, এমন কি কাহাকেও কোন আভাস পর্য্যন্ত দেন না। তাঁহার কোন কোন প্রাচীন শিষ্যের সহিত যখন আমার আলোচনা হয়, তাঁহাদের সহিত কথোপকথনে বেশ বুঝিতে পারি যে, সাঁইজীর সাধনার মধ্যে প্রকৃতই কোন রহস্য নিহিত ছিল, তাঁহারা আমাকে এইমাত্র বলিতেন, "বাবা, এসব দমের কাজ, দম কস্‌তে না পারলে ইহার কিছুই বুঝ্‌বার উপায় নাই," ইহা আমার কৈশোরের কথা, তবে তাঁহাদের তিরোধানের পর আর কেহ যে সেরূপ সাধনা করিয়াছেন ইহা আমার জানা নাই, জনাব ওয়াছিম উদ্দীন, ভোলাই সা ও পাঁচু সা ফকিরের সঙ্গে সাঁইজীর ভাবধারার কথা বেশ ভাল ভাবেই আলোচনা হয়। সাঁইজীর শিষ্যগণের মধ্যে সাধু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি যথেষ্ট ছিলেন, এখনও নদীয়া জিলায় পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম অঞ্চলে তাঁহার বহু শিষ্য রহিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের সহিত আমার ব্যক্তিগত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানাশুনা নাই, সামান্য দু একজনের সহিত কিছু পরিচয় আছে। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন যাঁহারা স্বকীয় সাধনার কথা গোপন রাখিয়া ছদ্মবেশে অতি নগণ্য ভাবেই থাকিতেন, তবে তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া বহু অসৎ লোকও যে পাপবৃত্তি পরিহার করিয়া সৎপথেই দিনপাত করিয়াছেন ইহাও আমার জানা আছে। সাঁইজীর পরলোকপ্রাপ্তির সময় "হিতকরী" নামে যে সাপ্তাহিক পত্রিকা কুষ্টিয়া হইতে প্রকাশিত হইত তাহার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ এস্থলে উদ্ধৃত হইল।—

মহাত্মা লালন ফকির

লালন ফকিরের নাম এ অঞ্চলে কাহারও শুনিতে বাকী নাই। শুধু এ অঞ্চল কেন, পূর্ব্বে চট্টগ্রাম, উওরে রংপুর, দক্ষিণে যশোহর এবং পশ্চিমে অনেক দূর পর্য্যন্ত বঙ্গ দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহু সংখ্যক লোক এই লালন ফকিরের শিষ্য। শুনিতে পাই তাঁহার শিষ্য দশ হাজারের উপর, ইঁহাকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি; আলাপ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি, কুষ্টিয়ার অনতিদূরে কালীগঙ্গার ধারে সেউড়িয়া গ্রামে ইঁহার একটি সুন্দর আখড়া আছে। আখড়ায় ১৫।১৬ জনের বেশী শিষ্য নাই। শিষ্যগণের মধ্যে শীতল ও ভোলাই নামক দুই জনকে ইনি ঔরস-জাত পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন; অন্যান্য শিষ্যগণকে তিনি কম ভালবাসিতেন না, শিষ্যদিগের মধ্যে তাঁহার ভালবাসার বিশেষ কোন তারতম্য থাকা সহজে প্রতীয়মান হইত না। আখড়ায় ইনি সস্ত্রীক বাস করিতেন; সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতানুসারে ইঁহার কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY Shri Ma Anandamayee ... BANARAS.

সন্তান সন্ততি হয় নাই, শিষ্যগণের মধ্যেও অনেকেরই স্ত্রী আছে, কিন্তু সন্তান হয় নাই, এই আশ্চর্য্য ব্যাপার শুধু এই মহাত্মার শিষ্যগণের মধ্যে নহে বাউল সম্প্রদায়ের অধিকাংশ স্থানে এই ব্যাপার লক্ষিত হয়। সম্প্রতি সাধুসেবা বলিয়া এই মতের নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে। সাধুসেবা হইতে লালনের শিষ্যগণের না হউক নিজের মত অনেকাংশে ভিন্ন ছিল, সাধুসেবারও বাউলের দলের যে কলঙ্ক দেখিতে পাই লালনের সম্প্রদায়ে সে প্রকার কিছু নাই, আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি সাধুসেবায় অনেক দুষ্ট লোক যোগ দিয়া কেবল স্ত্রীলোকদিগের সহিত কুৎসিত কার্য্যে লিপ্ত হয় এবং তাহাই তাহাদের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। মতে মূলে তাঁহার সহিত ঐক্য থাকিলেও এ সম্প্রদায়ের তাদৃশ ব্যাভিচার নাই। পরদার ইহাঁদের পক্ষে মহাপাপ। তবে প্রত্যেক সৎ নিয়মের ন্যায় ইহারও অপব্যবহার থাকা অসম্ভব নহে। বাউল সাধু সেবাও লালনের মতে এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কোন শ্রেণীতে যে একটা গুহ্য ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে, লালনের দলে তাহাই প্রচলিত থাকায় ইহাদের মধ্যে সন্তান্ জননের পথ এক-কালে রুদ্ধ। "শান্ত রতি" শব্দে বৈষ্ণব শাস্ত্রে যে উৎকৃষ্ট ভাব বুঝায় তাহা না বুঝিয়া অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ইন্দ্রিয়সেবায় রত থাকে। এই জঘন্য ব্যাপারে এদেশ ছারে খারে যাইতেছে, তৎ-সম্বন্ধে পাঠকবর্গকে বেশী কিছু জানাইতে স্পৃহা নাই। শিষ্য-দিগের ও তাঁহার সম্প্রদায়ের এই মত ধরিয়া লালন ফকিরের বিচার হইতে পারে না; তিনি এই সকল নীচ কার্য্য হইতে দূরে ছিলেন ও ধর্ম্ম জীবনে বিলক্ষণ উন্নত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিথ্যা জুয়াচুরিকে লালন ফকির বড়ই ঘৃণা করিতেন। নিজে লেখা পড়া জানিতেন না; কিন্তু তাঁহার রচিত অসংখ্য গান শুনিলে তাঁহাকে পরম পণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়, তিনি কোন শাস্ত্র পড়েন নাই কিন্তু ধর্ম্মালাপে তাঁহাকে বিলক্ষণ শাস্ত্রবিদ্ বলিয়া বোধ হইত। বাস্তবিক ধর্ম্মসাধনে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যাওয়ায় ধর্ম্মের সারতত্ত্ব তাঁহার জানিবার অবশিষ্ট ছিল না। লালন ফকির নিজে কোন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না; অথচ সকল ধর্ম্মের লোকেই তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিত। মুসলমান-দিগের সহিত তাঁহার আহার ব্যবহার থাকায় অনেকে তাঁহাকে মুসলমান মনে করিত, বৈষ্ণব ধর্ম্মের মত পোষণ করিতে দেখিয়া হিন্দুরা তাঁহাকে বৈষ্ণব ঠাওরাইত। জাতিভেদ মানিতেন না, নিরাকার পরমেশ্বরে বিশ্বাস দেখিয়া ব্রাহ্মদিগের মনে ইঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্য্য নহে; কিন্তু ইঁহাকে ব্রাহ্ম বলিবার উপায় নাই, ইনি বড় গুরুবাদ পোষণ করিতেন। অধিক কি ইঁহার শিষ্যগণ ইহাঁর উপাসনা ব্যতীত আর কাহারও উপাসনা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিত না। সর্ব্বদা "সাঞে" এই কথা তাঁহাদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। ইনি নোমাজ করিতেন না, সুতরাং মুসলমান কি প্রকারে বলা যায়? তবে জাতিভেদ-হীন অভিনব বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে, বৈষ্ণব ধর্ম্মের দিকে ইহাঁর অধিক টান, শ্রীকৃষ্ণের অবতার বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু সময় সময় যে উচ্চ সাধনার কথা ইঁহার মুখে শুনা যাইত তাহাতে তাঁহার মত ও সাধনা-সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইত। যাহা হউক তিনি একজন পরম ধার্ম্মিক সাধু ছিলেন, তৎসম্বন্ধে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাহারও মতদ্বৈধ নাই, লালন ফকিরের নাম শুনিয়াই হয়ত অনেকে মনে করিতে পারেন ইনি বিষয়হীন ফকির ছিলেন; বস্তুতঃ তাহা নহে, ইনি সাংসারিক ছিলেন, সামান্য জোত জমা আছে, বাটীঘরও মন্দ নহে, জিনিস পত্রও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মত, নগদ টাকা প্রায় ২ হাজার বলিয়া মরিয়া যান।

ইহাঁর সম্পত্তি কতক তাঁহার স্ত্রী, কতক ধর্ম্মকন্যা, কতক শীতলকে ও কতক সৎকার্য্যে প্রয়োগ-জন্য ইনি একখানি ফরম মাত্র করিয়া গিয়াছেন, ইনি শেষ কালে কিছু উপায় করিতে পারিতেন না; শিষ্যেরাই ইহাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করিত। বৎসরান্তে শীতকালে একটী ভাণ্ডারা (মহোৎসব) দিতেন তাহাতে সহস্রাধিক শিষ্যগণও সম্প্রদায়ের লোক একত্রিত হইয়া সংগীত ও আলোচনা হইত, ইহাতে তাঁহার ৫।৬ শত টাকা ব্যয় হইত। ইহাঁর জীবনী লিখিবার কোন উপকরণ পাওয়া কঠিন। নিজে কিছুই বলিতেন না, শিষ্যেরা হয়ত তাঁহার নিষেধ ক্রমে না হয় অজ্ঞতা বশতঃ কিছুই বলিতে পারে না। তবে সাধারণে প্রকাশ লালন ফকীর জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, কুষ্টিয়ার অধীন চাপড়া ভৌমিক বংশীয়েরা ইহাঁর জাতি। ইহাঁর কোন আত্মীয় জীবিত নাই। ইনি নাকি তীর্থ গমন কালে পথে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া সঙ্গীগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন। পথে মুমূর্ষু অবস্থায় একটী মুসলমানের দয়া ও আশ্রয়ে জীবনলাভ করিয়া ফকির হয়েন। ইহাঁর মুখে বসন্ত রোগের দাগ বিদ্যমান ছিল। ইনি ১১৬ বৎসর বয়সে গত ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার প্রাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এই বয়সেও তিনি অশ্বারোহণ করিতে দক্ষ ছিলেন এবং অশ্বারোহণেও স্থানে স্থানে যাইতেন, মৃত্যুর প্রায় একমাস পূর্ব্ব হইতে ইহার পেটের ব্যারাম হয় ও হাত-পায়ের গ্রন্থী জলস্ফীত হয়। দুগ্ধ ভিন্ন পীড়িত অবস্থায় অন্য কিছু খাইতেন না। মাছ খাইতে চাহিতেন। পীড়িত কালেও পরমেশ্বরের নাম পূর্ব্ববৎ সাধন করিতেন। মধ্যে মধ্যে গানে উন্মত্ত হইতেন। ধর্ম্মের আলাপ পাইলে নববলে বলীয়ান হইয়া রোগের যাতনা ভুলিয়া যাইতেন। এই সময়ের রচিত কয়েকটা গান আমাদের নিকট আছে। অনেক সম্প্রদায়ের লোক ইহাঁর সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া তৃপ্ত হইতেন। মরণের পূর্ব্ব রাত্রিতেও প্রায় সমস্ত সময় গান করিয়া রাত্রি ৫ টার সময় শিষ্যগণকে বলেন, "আমি চলিলাম"। ইহার কিয়ৎকাল পরে শ্বাস রোধ হয়। মৃত্যুকালে কোন সম্প্রদায়ী মতানুসারে তাঁহার অন্তিমকার্যা সম্পন্ন হওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ও উপদেশ ছিল না। তজ্জন্য মোল্লা বা পুরোহিত কিছুই লাগে নাই। গঙ্গাজল হরে রাম নামও দরকার হয় নাই। হরিনাম কীর্ত্তন হইয়াছিল। তাঁহারই উপদেশ অনুসারে আখড়ার মধ্যে একটী ঘরের ভিতর তাঁহার সমাধি হইয়াছে, শ্রাদ্ধাদি কিছুই হইবে না। বাউল সম্প্রদায় লইয়া মহোৎসব হইবে, তাহার জন্য শিষ্যমণ্ডলী অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। শিষ্যদিগের মধ্যে শীতল, মহরম সা, মাণিক সা ও কুধু সা প্রভৃতি কয়েকজন ভাল লোক আছেন। ভরসা করি ইহাঁদের দ্বারা তাঁহার গৌরব নষ্ট হইবে না, লালন ফকিরের অসংখ্য গান সর্ব্বত্রে সর্ব্বদাই গীত হইয়া থাকে। তাহাতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার নাম, ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস সুপ্রচারিত হইবে, তাঁহার রচিত একটী গান নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে,
লালন কয় জেতের কি রূপ দেখলাম না এ নজরে।
যদি শূন্নত দিলে হয় মুসলমান,
নারীর তবে কি হয় বিধান,
বামন চিনি পৈতে প্রমাণ,
বাম্‌নী চিনি কিসেরে !
কেউ মালা কেউ তস্‌বি গলায়
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়
জেতের চিহ্ন রয় কাররে !
জগৎ বেড়ে জেতের কথা
লোকে গৌরব করেন যথা তথা
লালন সে জেতের ফাতা
বিকিয়েছে সাত বাজারে !

— ০ —

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি একদিনও না দেখলেম্ তারে !
আমার বাড়ীর কাছে আর্‌শি নগর
পড়শি বসত করে ।

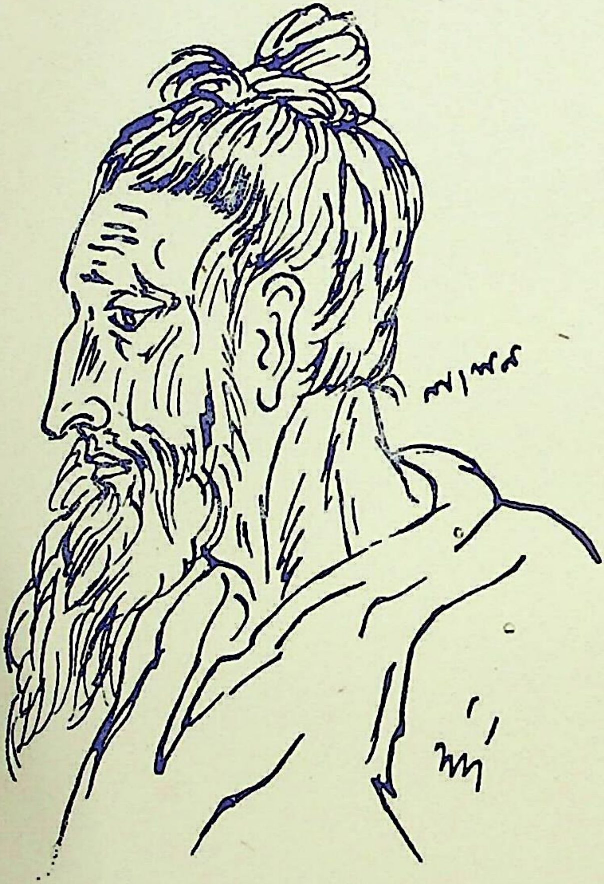

মহাত্মা লালন ফকির
(আশুতোষ লাইব্রেরীর সৌজন্যে)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবনকথা

সাঁইজীর বালক সম্প্রদায়

শৈশব হইতেই দেখিতে পাই এক সম্প্রদায়ের ফকিরগণ সারঙ্গ কিম্বা গোপীযন্ত্র বাজাইয়া হিন্দু বৈরাগীদিগের ন্যায় গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতে আসে; কৌতূহলবশে আমার পিতামহের নিকট ইঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম ইঁহারা সাঁইজীর বালক বা শিষ্য এবং তিনি সাঁইজীর জীবনকথাও সঙ্ক্ষেপে বলিলেন; তখন আমি শিশু, সাঁইজীর জীবনের করুণ কাহিনী যাহা শুনিলাম উহা বিশদরূপে জানিবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমার অন্তঃকরণে জাগরুক হইয়া রহিল ।সাঁইজী যে কে বর্ত্তমান প্রবন্ধে পাঠককে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দিব।

জন্ম ও মৃত্যুর সময়

সাঁইজী যখন লোকলীলা সম্বরণ করেন সেই সময় কুষ্টিয়া হইতে "হিতকরী" নামে প্রকাশিত পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে "মহাত্মা লালন ফকির" নামক প্রবন্ধ পাঠে জানা যায় তিনি ইংরাজী ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার ভোর পাঁচটার সময় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ফকিরেরা বলেন উহা "গার্শির দিন" অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের প্রথম প্রত্যূষা, বাঙ্গালা ১২৯৭ সাল। উক্ত পত্রিকার মতে মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ১১৬ বৎসর হইয়াছিল সুতরাং তাঁহার জন্ম ইংরাজী ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে। শৈশবে তাঁহার সঙ্ক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী শুনিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তথ্যাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করি। ইহার জন্য প্রথম আলোক পাই তদানীন্তন ফকির ওয়াছিম্ উদ্দিম সাহেবের নিকট হইতে। তাহার পর সাঁইজীর সহিত যাঁহাদের চাক্ষুষ পরিচয় ছিল এবং একত্রে ও প্রতিবাসী হিসাবে যাঁহারা তাঁহার সহিত বসবাস করিয়াছেন এইরূপ ব্যক্তিবর্গের অভিজ্ঞতালব্ধ বিবৃতি লইয়া এই প্রবন্ধ আরম্ভ করি।

সেঁউড়িয়া আখড়া বা আস্তানা

কুষ্টিয়া রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে প্রায় এক মাইল পূর্ব্বদিকে সেঁউড়িয়া নামক পল্লীতে সাঁইজীর আখড়া, সাঁইজীর শিষ্যগণ এই স্থানেই বাস করিতেছেন। এই আখড়াতেই বঙ্গের "সমাজহারা" সাঁইজী সমাধিস্থ হইয়া শান্তি শয়নে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার শিষ্য ভোলাই সাহ ও পাঁচু সাহের নিকট শুনিলাম হিতকরী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে সাঁইজীর বিষয় যাহা লেখা হইয়াছিল উহা সর্ব্বৈব সত্য।

আদি বাসস্থান চাপড়া-ভাঁড়ারা

যে স্থানে আমার বাড়ী তাহার অপর পাড়া অর্থাৎ ভাঁড়রা বা ভাণ্ডারিয়া গ্রামে যে স্থানে সম্প্রতি দুঃখী সেখ চৌকিদার বাড়ী করিয়া আছে, ঠিক এই স্থানেই সাঁইজীর জননী শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়া যান, কিন্তু পরিতাপের বিষয় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের বিষয় ঠিক ঠিক বলিতে সক্ষম এমন কেহ আর এখন জীবিত নাই; তবে সাঁইজী যে এই গ্রামেরই লোক ইহা প্রাচীন অধিবাসীদিগের প্রায় সকলেরই জানা আছে। এই স্থানে সাঁইজীর বিশেষ কোন পরিচয় গ্রহণ করিতে না পারায় সেঁউড়িয়া আখড়ায় যাই। তথায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার শিষ্য পাঁচু সাহ, ভোলাই সাহ ও ভাঙ্গুড়ী ফকিরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করি। পাঁচু সাহ বৃদ্ধ তাঁহার বয়ঃক্রম তখন :(১৩২৯ সালে) ৯৯ বৎসর। সাঁইজীর জীবনী ও সাধনা প্রসঙ্গে আলোচনার কথা শুনিয়া তাঁহারা খুব আনন্দের সহিত আমাকে সম্বর্দ্ধনা করেন. বর্ত্তমানে তাঁহাদের কেহই আর ইহজগতে নাই। পরবর্ত্তী সময়ে দয়াল সাহ ও কুধু সাহও এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করেন। সাঁইজীর বিষয় যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছি তাহার সূচনা তাঁহাদের বাচনিক তথ্য এবং প্রদত্ত সঙ্গীত হইতে।

সাঁইজী কায়স্থ

সাঁইজী কায়স্থ কুলে চাপড়ায় বিখ্যাত কর মহাশয়দের বংশে জন্মগ্রহণ করেন/এই চাপড়া কুষ্টিয়া মহকুমায় গৌরীনদীর তীরে। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাঁহাতে মনে হয় আত্মীয়দিগের সহিত পৃথক হইয়া তিনি ভৌমিক মহাশয়দিগের বাটীর সন্নিহিত দাসপাড়া নামক বস্তিতে বাস করেন ইহা ভাঁড়ারার মধ্যে; চাপড়ার সীমান্তে, দারপরিগ্রহ করিবার পর তাঁহার বিধবা জননী সমভিব্যাহারে এইস্থানে বাস করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার পিতৃকুলের বিশদ পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারি নাই; তবে মাতৃকুলের দিক দিয়া তাঁহার পরিচয় প্রদান করিতে সক্ষম হইব। ইহা তাঁহার মাতৃস্বসা বংশীয়া কোন বৃদ্ধা মহিলার নিকট হইতে প্রাপ্ত। এ বিষয়ে অবতরণিকায় আলোচনা করা হইয়াছে।

সাঁইজীর মাতামহের নাম ভস্মদাস। তাঁহার দুই পুত্র ও তিন কন্যা; পুত্রদ্বয়ের নাম কৃষ্ণদাস ও রাজুদাস (রাজেন্দ্র হইতে অপভ্রংশ রাজু)। কন্যাত্রয়ের নাম রাধামণি, নারায়ণী ও পদ্মাবতী। রাধামণির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বংশ নির্ম্মূল প্রায়, তাঁহার একমাত্র বিধবা পৌত্রীই শেষ বংশধর, ইহারই বাচনিক সাঁইজীর বংশপরিচয় অবগত হইয়াছি। নারায়ণীর বংশও প্রায় এইরূপ, তাঁহার দত্তক প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত অনন্তলাল ভৌমিকই জলপিণ্ডের একমাত্র অধিকারী (এই প্রবন্ধ লিখিবার পর তিনিও ইহলোক হইতে বিদায় হইয়াছেন) পদ্মাবতীর একমাত্র তনয়ই এই প্রবন্ধের বর্ণিত মহাপুরুষ।

সেঁউড়িয়া আখড়ায় ভৌমিক বংশের গতায়াত

ভৌমিক মহাশয়দিগের বাড়ী গিয়া জানিতে পারিলাম সাঁইজী জীবিত অবস্থায় সমাজ প্রত্যাখ্যাত হইবার পর কখনও তাঁহাদের বাটীতে পদার্পণ করেন নাই ; তবে ভৌমিক মহাশয়েরাই সময় সময় তাঁহার আখড়া সেঁউড়িয়া গিয়া সদালাপ শ্রবণ করিতেন। সাঁইজীর শিষ্যেরা বলেন ভৌমিক মহাশয়েরা আসিলে যত্ন সহকারে তাঁহাদের আহারাদির ব্যবস্থা করা হইত। তাঁহারা আখড়ায় আসিয়া স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া খাইতেন। সাঁইজী যে স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র ভৌমিক মহাশয়ের মাসতুত ভাই এবং ভাঁড়ারা গ্রামের অধিবাসী ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ভাঙ্গুরী ফকিরাণী বলিয়াছেন গৌরী নদী পার হইবার সময় ভাঁড়ারা ঘাটে খেওয়া নৌকায় বসিয়া সাঁইজী একদিন ভৌমিক মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয়ের কথা বলেন।

বাসভবন ও তীর্থপর্য্যটন

সাঁইজীর বাল্যনাম লালন কর, তিনি যে পাড়ায় বাস করিতেন তাহা অদ্যাপি দাসপাড়া নামে খ্যাত। ইহা ভৌমিক মহাশয়দিগের বাটীর অতি নিকট। দুঃখ ও আশ্চর্য্যের বিষয় এই দাসপাড়ায় কতকগুলি পুরাতন পতিত বাস্তুভিটা, প্রকাণ্ড বিটপী-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বল্লরী ও বিস্তীর্ণ গুল্মকান্তার ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। সে দাসবংশও এখন বিলুপ্ত। সাঁইজী এই দাস বংশের বাউল দাস নামক কোন প্রতিবাসীর সহিত মুর্শিদাবাদ জিলায় বহরমপুরের নিকট গঙ্গাস্নানে যাত্রা করেন। তখন রেল ছিল না। তীর্থযাত্রীরা নৌকাযোগে যাতায়াত করিতেন। সঙ্গীদের সহ গঙ্গাস্নান সমাপন করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কালে লালন বসন্তরোগে গুরুতর আক্রান্ত হন। রোগের আক্রমণ এতই বৃদ্ধি পায় যে ক্রমে তাঁহার সংজ্ঞা লোপ হয় এবং দুরন্ত ব্যাধির প্রচণ্ড প্রকোপে তিনি মৃতবৎ অসাড় হইয়া পড়েন। সঙ্গীগণ তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া যথাবিহিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনান্তে মুখাগ্নি করিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। লালনের হিন্দু জীবনের বিদায় পালার এক অঙ্ক এইখানেই শেষ হইল। যে সকল গুণধর সহযাত্রী "মৃত" লালনের মুখাগ্নি ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহারা গ্রামে ফিরিয়া তীর্থ পরিভ্রমণে ভাগ্যবান লালনের গঙ্গাপ্রাপ্তির সৌভাগ্যের কথা তদীয় জননী ও সহধর্ম্মিণীর নিকট সুললিত ভাষায় বর্ণনা করিয়া ও আপন আপন দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া পৈতৃক প্রাণ লইয়া ঘরে উঠিলেন।

মৃত্যু সংবাদে পত্নী ও বিধবা মাতা

অন্যান্য তীর্থযাত্রীদের সহ তীর্থ পর্য্যটন করিয়া লালন ঘরে ফিরিতেছে ; লালনের স্ত্রী ও জননী দিনের পর দিন গণিয়া কত আশায় পথ চাহিয়া আছেন। হায়! অদৃষ্টের নিদারুণ পরিহাসে এই মর্ম্মান্তিক সংবাদ যখন তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল তখন তাঁহারা প্রাণের অব্যক্ত যন্ত্রণায় পাষাণে মাথা ভাঙ্গিতে লাগিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু বিধিলিপির উপর হস্তক্ষেপ করে কে ? যাহা হউক সঙ্গীদের কথামত নির্দ্দিষ্ট দিবসে লালনের শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক ক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন করিয়া তাঁহার স্ত্রী বৈধব্যাচার পালন করিতে আরম্ভ করিলেন। পদ্মাবতীও লালনের সহধর্ম্মিণীর জীবননাট্যের এক অঙ্ক এইখানে সমাপ্ত হইল।

লালনের মৃতদেহ

গঙ্গায় পরিত্যক্ত লালনের জীবন কাহিনীর নব পর্য্যায়ও এইখানে আরম্ভ হইতেছে। জনপ্রাণীহীন নীরব নদীতীর,—সম্পূর্ণ অপরিচিত। এইখানে যখন লালনের মুখাগ্নি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, যদি তখন তাঁহার অন্তরে কিঞ্চিন্মাত্রও চেতনা থাকিত তিনি কি ভীষণ যন্ত্রণাই না অনুভব করিতেন ! কিন্তু ভগবান তাঁহাকে এই তীব্র বেদনা হইতে অব্যাহতি দিতে মুখাগ্নির পূর্ব্বেই তাঁহার সংজ্ঞা লোপ করিয়াছিলেন। তীর্থবন্ধুদের নিকট লালন এখন মৃত, ভাগীরথী তাঁহার স্নিগ্ধ বক্ষে আশ্রয় দিলেন—রোগ-যন্ত্রণা-জর্জ্জরিত নিরাশ নিশ্চল একটা জড় দেহ। লীলাময় তাঁহার অনন্ত লীলা বৈচিত্র্যের একটী ক্ষুদ্র দৃশ্যপট এইখানে উন্মোচন করিলেন।

সংজ্ঞা প্রাপ্তি ও আশ্রয় লাভ

লীলাময়ের ইচ্ছায় পতিতোদ্ধারিণীর স্নিগ্ধ লহরে অন্ত্যেষ্টিকৃত লালনের অন্তঃ সংজ্ঞাশীল দেহ যেন বিশ্বে নূতন তথ্য প্রকাশ করিবার জন্যই লোকালয়ের উপকণ্ঠে আসিয়া তীরে উঠিয়া পড়ে। যে ভাগীরথী বিশাল বক্ষে যুগ যুগান্তর ধরিয়া কত জনের কত সুখ-দুঃখের অপূর্ব্ব কাহিনী, কত জনের কত হর্ষবিষাদের বিচিত্র পটভূমি বহিয়া মরজগতে প্রতিনিয়ত নব নব আখ্যায়িকা রচনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছেন, তিনি আজও লালনের এই শোচনীয় মৃত্যুর রহস্যময় যবনিকা উত্তোলন করিয়া বিশ্বে আর এক অভিনব দৃশ্যপট উন্মুক্ত করিতে প্রয়াসী হইলেন। রঙ্গমঞ্চের এই অঙ্কের প্রথম দৃশ্য—বীচিমালা বিশোভিত ফেনিল নদীতট; তথায় পতিত একটী শবদেহ; —আর দূরে তীরনিক্রান্ত একটী পল্লীরমণী—কলসীকক্ষে তৃষ্ণার্ত্তের পিপাসা শান্তির জল লইতে আসিতেছেন। শ্রান্ত দিবাকর অস্তাচল গমনোন্মুখ, পশ্চিম আকাশের নীলিমা ছাপিয়া গৈরিক বসনা সন্ধ্যাদেবী মার্ত্তণ্ড-তাপদগ্ধা ধরণীবক্ষে শুভাগমন সূচনা করিতেছেন। নাবিককুল তরণী লইয়া স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে ছুটিতেছে। এই সময় তথাকথিত শবের কণ্ঠ হইতে অস্ফুট স্বর উত্থিত হইল। করুণাময়ের মঙ্গলময়ী ইচ্ছায়, ঠিক এই সন্ধ্যাসমাগমে পল্লীর কথিত দয়াবতী মোস্লেম রমণী জল লইতে নদীতটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এই মৃদু কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, তিনি অমনি দ্রুতপদে গমন করিয়া গঙ্গা হইতে উৎক্ষিপ্ত শবটিকে দর্শন করিয়া জানিতে পারিলেন তাহাতে প্রাণবায়ু তখনও বহমান। সন্তান কুৎসিত কদাকার, বিকলাঙ্গ, শীর্ণ বা রোগাতুর হইলেও যাঁহার নয়নে প্রিয় হইতেও প্রিয়তর, সেই স্নেহময়ী জননীর মমতামাখা দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া লালন আজ নির্ম্মম মৃত্যুর প্রহেলিকাময় রাজ্যে প্রবেশ করিতে বাধা পাইলেন; স্নেহপ্রবণ জননীহৃদয় এই নিদারুণ দৃশ্যে করুণায় বিগলিত হইল। তিনি এই মৃতকল্প মানব বপুটি জাহ্নবী পুলিনে টানিয়া তুলিলেন এবং স্বগৃহে প্রত্যাবৃত হইয়া স্বীয় পরিজনবর্গের নিকট এই আশ্চর্য্য শবের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন, কৌতূহলাবিষ্ট অন্তরে তখন সকলেই নদীতীরে সমাগত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন এই শবের অভ্যন্তরে প্রাণবায়ু ফল্গুস্রোতের ন্যায় তরতর করিয়া তখনও বহিতেছে, তাই স্নেহসিক্ত অন্তঃকরণে এই জীবন্মৃত ব্যক্তিকে সকলে গৃহে লইয়া আসিলেন।

মমতাময়ী জননী-অঙ্কে স্থানলাভ

যাঁহার অমৃতায়মান উপদেশ বর্ষণে বঙ্গের উপেক্ষিত পল্লীবাসীর তাপদগ্ধ অন্তঃকরণ সুশীতল হইবে, যিনি বিষয়-বিষ জর্জ্জরিত শত শত নর নারীকে সুস্থ ও নিরাময় করিয়া স্ব স্ব দেহমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক তন্মধ্যে "অধর মানুষ" প্রদর্শন করিয়া শান্তিসোপান ধরাইয়া দিবেন, যিনি দরিদ্র পল্লীবাসীর মুখের কথায় "প্রাণের ব্যথা" প্রকাশ করিতে শিখাইয়া বিপদহারী মধুসূদনের করুণা আকর্ষণে ব্রতী হইবেন, তিনি ভাগীরথীর তরঙ্গায়িত বক্ষে নিক্ষিপ্ত হইয়াও আজ কুল পাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মমতাময়ী জননীও পাইলেন। এই মোস্লেম রমণী তন্তুবায় (জোলা) সম্প্রদায়ভুক্তা—আমার মনে হয় তিনি সামান্যা রমণী নহেন—মাতৃরূপিণী মূর্ত্তিমতী করুণা ! ভীষণ পীড়ায় জীবন লাভের আশার শেষ রশ্মিটুকু পর্য্যন্ত বিলীন, তীর্থবন্ধু কর্ত্তৃক অপরিচিত এবং জনশূন্য সৈকতবেলায় আসিয়া নদীগর্ভে পরিত্যক্ত লালন যখন প্রাণ খুলিয়া অকুলের কাণ্ডারীকে আশ্রয় লাভের জন্য, না জানি কতই কাকুতি মিনতি করিয়া ডাকিতেছিলেন, তখন সেই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়ই যেন নারীরূপ পরিগ্রহ করিয়া বিজনবেলায় তাঁহাকে আপন অভয়অঙ্কে স্থান দিতে ছুটিয়া আসিলেন ; স্বর্গ হইতে সুবর্ণরথে মানবের জীবন সর্ব্বস্ব আশার সজীবমূর্ত্তি মর্ত্ত্যভূমে আসিয়া সমাগত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY No........ Sri Sri Anandamayee Ashram BANARAS

রোগমুক্তি ও পরিচয় প্রদান

বসন্ত অতি সংক্রামক রোগ সুতরাং জননী রোগীকে লইয়া বয়নগৃহে রাখিয়া দিলেন এবং সন্তানজ্ঞানে যত্ন ও শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন ; তাঁহার সেবা ও পরিচর্য্যায় রোগীর অবস্থা ক্রমে নিরাময়ের দিকে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে পাড়ার সকলেই লালনের জীবনরক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দিহান হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন দিনের পর দিন অতীত হইতে লাগিল তবু রোগীর কোন অমঙ্গল ঘটিল না তখন সকলেই আগ্রহ সহকারে সংবাদ রাখিতে লাগিলেন ; অবশেষে সকলকে চমৎকৃত করিয়া তাঁহার আশ্রয়দাত্রীর প্রাণের প্রচ্ছন্ন মমতার সজীব মূর্ত্তি মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় লোকচক্ষে বিভাসিত হইল। সকলে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া দেখিল নিরক্ষর পল্লীরমণীর চেষ্টায় মৃত মানবও পুনর্জ্জীবিত হইল। সুস্থ হইবার পর তাঁহার জীবনদাত্রী জননীর নিকট স্বীয় পরিচয় প্রদান ও তীর্থ পর্য্যটনের অবস্থা যথাযথ বিবৃত করিলেন ; অনন্তর সবল হইয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক পদব্রজে আপন গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহাকেই বলে রাখে কৃষ্ণ মারে কে ?

মৃতের রহস্যময় আবির্ভাব

গৃহে লালনের মাতা এবং স্ত্রী কূলহারা নির্ব্বাসিতের ন্যায় বিমর্ষভাবে হতাশার মধ্যে কোনপ্রকারে দিনপাত করিতেছেন, সংসারে পদ্মাবতীর আর কেহ অন্তরঙ্গ নাই ; একমাত্র বিধবা পুত্রবধূ, নিরাশার দিনগুলি তাঁহাদের নিকট ঘোর কষ্টে পলে পলে অতিবাহিত হইতেছে। আশ্চর্য্য ! এ হেন কষ্টের সময় একদিন সায়াহ্নে কোন অপরিচিত যুবক পদ্মাবতীর দ্বারদেশে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়া পরিচিত কণ্ঠে "মা" বলিয়া দাঁড়াইল। পদ্মাবতী স্বপ্নচকিতের ন্যায় শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার প্রাণের সমুদ্র অনন্ত লহরীতে গর্জ্জিয়া উঠিল। স্নেহময়ী জননীর প্রাণ মুহূর্ত্ত মধ্যে আপন তনয়কে চিনিয়া ফেলিল। পুত্র বসন্ত রোগে মারা গিয়াছে, জ্ঞাতিগণ তাহার মুখাগ্নিক্রিয়া পর্য্যন্ত সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন, তাহার পর তাহার শ্রাদ্ধাদিও যথারীতি নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং তাহার স্ত্রী এখন বৈধব্যাচার পালন করিয়া কঠোরভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, এই সময়ে সেই স্বর্গবিহারী লালন কেমন করিয়া মানবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পদ্মাবতীর কুটীরদ্বারে সমাগত হইল? একদিকে বসন্তের প্রকোপে মুখশ্রী কিঞ্চিৎ বিকৃত, অন্যদিকে মুখাগ্নি-সলিতার ক্ষতচিহ্ন পর্য্যন্ত ওষ্ঠপ্রান্তে জাজ্জ্বল্যমান পরিস্ফুট, একদিকে তীর্থপ্রত্যাগত জ্ঞাতিগণের প্রদত্ত বিবরণ, অপরদিকে নবাগত লালনের মুখশ্রী ও দৈহিক অবয়ব, এই সকল একত্র সমাবেশ করিয়া দেখিলে এই প্রহেলিকা-মুক্ত যুবক যে প্রকৃতই লালন ইহাতে সন্দেহ করিতে কেহই সাহস করিবে না। লালনের স্ত্রী ও জননী উভয়েই আপন আপন সম্বলকে চিনিয়া ফেলিলেন। পদ্মাবতী আপন বুকের সাগর বুকে লুকাইয়া পরলোক-প্রত্যাগত পুত্রকে বসিতে দিলেন, ক্রমে সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিলেন। তাঁহার প্রাণে উল্লাসলহরী রঙ্গে ভঙ্গে নৃত্য করিতেছে কিন্তু তাহা আর কেহই জানিতে পারিতেছে না। পুত্র মৃত। তাহার অন্ত্যেষ্টি, পারলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ ও আচার-অনুষ্ঠান যথাবিহিত নিষ্পন্ন; এখন আচারনিষ্ঠ সমাজের প্রচলিত বিধান লালনকে গৃহে স্থান দিতে অবরোধ-প্রাকারের ন্যায় দণ্ডায়মান! এই সকল চিন্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া তাঁহার প্রাণের উদীয়মান হর্ষসুধাকর ক্রমে বিষাদ বারিদে সমাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। রজনী সমাগত হইল। পদ্মাবতী আপন পুত্রকে ভোজন করিতে দিলেন কিন্তু থালার পরিবর্ত্তে কদলীপত্রে এবং রন্ধনশালার পরিবর্ত্তে শয়নগৃহের অলিন্দে। লালন এই অভিনব পরিবর্ত্তনের কথা জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু বিশেষ কোন উত্তর পাইলেন না।

পরদিন প্রাতে পদ্মাবতীর গৃহ লোকে লোকারণ্য হইল। রাত্রির মধ্যেই সর্ব্বত্র সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে যে, লালন যমপুরী হইতে লোকালয়ে ফিরিয়া আসিয়াছে। বসন্তের চিহ্নে লালনের মুখশ্রী কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়াছে, তথাপি সন্মুখে আসিলে সকলেই তাঁহাকে স্পষ্টরূপে চিনিতে পারিল এবং লালনও গ্রামের সকলকেই চিনিয়া ফেলিল এবং নাম ধরিয়া ডাকিল।

শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন প্রেতপুরী-প্রত্যাগতের স্থান সমাজে নাই

এখন কথা, লালনের সম্বন্ধে "সমাজ" কি ব্যবস্থা করিবে? মুখাগ্নি-ক্রিয়া শেষ করিয়া তাহাকে গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল এবং তাহার শ্রাদ্ধাদি যাবতীয় পারলৌকিক ক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে, এই সকল কথা লইয়া লোকসমাজে গুরুতর আলোচনা ও সমালোচনা চলিতে লাগিল। সর্ব্বাপেক্ষা জটিল প্রশ্ন উঠিল যে অন্ত্যেষ্টিকৃত ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াসম্পন্ন ব্যক্তিকে কদাপি গৃহে আশ্রয় দেওয়া যায় না। লালন যখন গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলকেই চিনিতে পারিল, তখন তাহাকে প্রকৃত লালন বলিয়া স্বীকার করায় কাহারও পক্ষে আপত্তি রহিল না। তবে পূর্ব্বোক্ত কারণগুলি বিদ্যমান থাকায় তাহাকে "সমাজে গ্রহণ" করায় ঘোরতর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপত্তি উঠিল। কেহ বলিল ঘুম-ফিরান মানুষকে গৃহে স্থান দেওয়া যায় না। আবার কেহ কেহ "মিষ্টান্নমিতরে জনা" ব্যবস্থা দিতে লাগিল। দুঃখিনী পদ্মাবতী এখন নিরুপায়। তাঁহার এমন শক্তি নাই যে রসনাতৃপ্তিকর অন্নব্যঞ্জনাদি দ্বারা সমাজকে পরিতোষ করাইয়া পুত্রকে ঘরে লইবার জন্য তখনই অনুমতি লইতে পারেন। ইহার পর তাহার শ্রাদ্ধাদিও যখন শেষ হইয়াছে সেই সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্তাদিই বা কি দিয়া করাইবেন ? এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে কেবলই অর্থের প্রয়োজন। এখন তিনি পথের ভিখারিণীর মত নিঃস্বম্বল, কোনক্রমে তাঁহার দিনপাত হইতেছে। এত অর্থ সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে এখন কল্পনাতীত, সুতরাং এই সকল সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত লালনকে আপন "মায়ের ঘরে পরের ছেলে" হইয়া থাকিতে হইবে। পদ্মাবতী আপন প্রাণের বেদনায় উন্মাদিনী, প্রথম দিনের মত আজও তিনি আপন হারা-নিধিকে কদলীপত্রে করিয়াই ভোজন করিতে দিলেন ; আপন বাড়ীতে আপন জননীহস্তে লালনের এই শেষ অন্ন গ্রহণ।

গৃহত্যাগ ও সাধনার পথে গমন

যিনি হীন পতিতকে আপন অন্তরঙ্গ জ্ঞানে উপযুক্ত শিক্ষা দ্বারা মানবত্বের উচ্চস্তরে স্থাপন করিবেন, যিনি সমস্ত বাঙ্গালার উপেক্ষিত মূক জনসাধারণের মধ্যে এক অভিনব পবিত্রতার অমলধারা ঢালিয়া দিবেন এবং সামান্য দরিদ্র হইতে বিষয় সমৃদ্ধি নিমজ্জিত গৃহস্থকে পর্য্যন্ত ভগবদ্‌প্রেমের মোহনমন্ত্রে বিমুগ্ধ করিবেন, তাঁহার পক্ষে কি সামান্য গণ্ডীর মধ্যে অপবিত্র হইয়া থাকা সম্ভব ? যেখানে আপন জননী একমাত্র তনয়কে বুকে ধরিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাখিতে অক্ষম, এমন সঙ্কীর্ণ ও অভিশপ্ত সমাজে লালনের মত উদার, মহৎ ও উন্নত মনীষীর অবস্থান করা কখনও সম্ভবপর হয়? অমল সলিলা জাহ্নবীর পুণ্য তরঙ্গে লালনের শরীরের সন্তাপরাশি নিঃশেষিত হইয়াছিল, তিনি নবজীবন লাভ করিয়া এক অপূর্ব্ব রাজ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন যেখানে ক্ষুদ্র স্বার্থের পূতিগন্ধে পবিত্র মানব-হৃদয় আর কুলুষিত হয় না। তিনি আর এখন সামান্য লালন নহেন; তাঁহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে নবোদিত প্রভাকর বিদ্যুৎ-প্রতীম কিরণজাল বিকীর্ণ করায় তাঁহার চক্ষে সমস্ত জগৎ আলোময় দেখাইতেছিল। অভিনব ভাবের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি আজ তথাকথিত হিন্দু সমাজের অবজ্ঞাত ও পরিত্যক্ত লালন নহেন—তিনি আজ দরবেশ।

গুরু সিরাজ সাঁইজীর উপদেশ

এই সময়ে যশোহর জিলায় ফুলবাড়ী গ্রামে সিরাজ সাঁই নামক জনৈক দরবেশ বাস করিতেন, লালন যখন তাঁহার জীবনদাত্রী জননীর বয়নগৃহে শায়িত, ঘটনাক্রমে ঠিক সেই সময়ে এই দরবেশও পর্য্যটন করিতে করিতে এই গ্রামে আসিয়া লালনের বৃত্তান্ত শুনিতে পান এবং তাঁহার রোগশয্যাপার্শ্বে আসিয়া সমাসীন হন। লালন যখন কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন, তখন হইতেই সিরাজ সাঁই তাঁহাকে পীযুষবর্ষী উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। সিরাজের প্রাণস্পর্শী উপদেশে লালনের হৃদয় এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবেশে আবিষ্ট হইয়া পড়ে। এই উপদেশরাশি হইতে তাঁহার যাতনা-ক্লিষ্টপ্রাণে এক অভিনব পর্য্যায়ের অভ্যুদয় হয়। ইহার পর স্বগৃহে প্রত্যাবৃত হইয়া সমাজের অবৈধ নিগ্রহ ও অসহ্য অবজ্ঞার নিবিড়কৃষ্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেঘরাশি যখন তাঁহার সম্মুখে পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল তখন তিনি আপন হৃদয়ের গোপনভাবে আপনি উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। তিনিও সঙ্কীর্ণ সমাজের বাহ্যাড়ম্বর ও ক্ষুদ্র গণ্ডীর প্রতি ভ্রূভঙ্গী প্রদর্শন করিয়া বিস্তীর্ণ ও আলোকময় সমাজে প্রবেশের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অনন্তর স্বীয় জননী ও অর্দ্ধাঙ্গিনীর নিকট শেষ বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক জন্মের মত গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

আলোকময় নবীন রাজ্যে প্রবেশ

মানবের কল্পনায় রচিত কোন বেষ্টনীর মধ্যে লালন আর এখন আবদ্ধ নহেন, পিঞ্জর-বিনিষ্ক্রান্ত বিহঙ্গের ন্যায় ধরণীর স্নিগ্ধ বক্ষের মুক্ত সমীরণে অন্তর খুলিয়া বিহরণ করিতে আকুল। তাঁহার প্রাণ কোন অশ্রুতপূর্ব্ব রাগিণীর মধুর ঝঙ্কারে মুখরিত; যে সমাজের এই মনমাতানো ঝঙ্কার তথায় প্রবেশ করিতে তিনি আজ আত্মহারা; তাই তিনি লালন নহেন—"সাঁইজী"—এক অদৃষ্টপূর্ব্ব সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন, যেখানে অন্ধকারের লেশমাত্রও নাই, কেবল জ্যোতিঃ! এই আলোকময় সমাজের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

চেয়ে দেখ্‌না রে মন! দিব্য নজরে
চারি চাঁদ দিচ্ছে ঝলক
মণি-কোঠার ঘরে।
হ'লে সে চাঁদের সাধন
অধরচাঁদ হয় দরশন
আবার চাঁদেতে চাঁদের আসন
রেখেছে ফিকিরে!
চাঁদে চাঁদ ঢাকা দেওয়া
চাঁদে দেয় চাঁদের খেওয়া (দেয় রে!)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জমিনে ফলছে মেওয়া
চাঁদের সুধা ঝরে।
নয়নচাঁদ প্রসন্ন যার,
সফল চাঁদ দৃষ্ট হয় তার,
লালন কয় বিপদ আমার
গুরুচাঁদ ভুলে রে !

তাঁহার অন্তরে এই আলোকময় ভাবের উন্মেষ হওয়ায় তিনি ক্ষুদ্র সমাজের অবজ্ঞার প্রতি আর দৃক্‌পাত করিবার ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না। সিরাজ সাঁইজীর উপদেশে যেখানে 'চারি চাঁদ ঝলক দিচ্ছে' সেই মণিকোঠার ঘরে উপবিষ্ট হইতে যাত্রা করিলেন, সুতরাং স্বজাতি বা "সমাজের" উপেক্ষায় তিনি কেন ঘরের ছেলে হইয়া পরের মত থাকিবেন ? তাই কোন সুদূর বন্ধুর আকুল আহ্বানে প্রাণ খুলিয়া সাড়া দিলেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, লালনের স্ত্রী তাঁহার অনুগামিনী হইতে নিতান্ত উৎসুক ছিলেন এবং ইহার পর লালন যখন সেঁউড়িয়া গ্রামে আখড়া স্থাপন করেন, এই পতিপ্রাণা রমণী তখনও স্বামীর ধর্ম্মভাগিনী হইতে বহুবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু সমাজের মুখ চাহিয়া আত্মীয়-স্বজন কেহই তাঁহার সেই ইচ্ছা ফলবতী হইতে দেন নাই। ইহার সামান্য কয়েক বৎসর পরেই লালনের স্ত্রী ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় হৃদয়ের গভীর বেদনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

মাতা পদ্মাবতীর জীবনের শেষ অধ্যায়

লালনের স্নেহময়ী জননীই এখন বিশ্বপিতার মমতাময় সংসারে একাকিনী পরিত্যক্তা। তাঁহার গৃহ নির্জ্জন মরুভূমি, তাঁহার প্রাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মীয় স্বজনের মমতা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, তিনি একে কাঙ্গালিনী তার পর একাকিনী ; কেহ আর তাঁহাকে ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে না। অকূল সাগরে পরিত্যক্তা বহিত্রী-বিচ্ছিন্ন-তরণী যেমন তরঙ্গের অভিঘাতে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে থাকে তাঁহার অবস্থাও প্রায় সেইরূপ। এক সময়ে তাঁহার সবই ছিল, আর এখন ? না আছে সম্বল, না আছে সহায়, মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য কাহার দ্বারস্থ হইবেন ? আর কেই বা তাঁহাকে আশ্রয় দিবেন ? ভাবিয়া নিরুপায় হইয়া গৌরাঙ্গপ্রভুর নাম স্মরণপূর্ব্বক তিনিও অন্তরঙ্গহীন সমাজ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ভেকাশ্রিতা হইলেন ; প্রাণপ্রতিম পুত্রের অভাবে কেহই আর তাঁহাকে কুলাইতে পারে নাই। যে সমাজের ভয়ে দেবতার মত তনয়কে উপেক্ষা করিয়া বর্জ্জন করিলেন সে সমাজও তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারিল না। ভাঁড়ারা গ্রামে বৈরাগী "শুম্ভমিত্রের আখড়ায়" তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত হয়। এইখানেই তিনি লোকলীলা সম্বরণ করেন। ভাঙ্গুরী ফকিরাণী ও পাঁচু সাহের নিকট শুনিলাম সেঁউড়িয়া আখড়া হইতে আহার্য্যসামগ্রী পাঠাইয়া সাঁইজী স্বীয় জননীর মহোৎসবাদি যথাবিধি সুসম্পন্ন করান। দুঃখিনী পদ্মাবতীর জীবননাট্যের এইখানেই যবনিকাপাত। (এই মহোৎসবের কথা ভোলাই সাহ এবং ভাঁড়ারার কোন কোন ভদ্রলোকও জানেন বলিয়া প্রকাশ করেন।)

বিধিলিপি কেহ খণ্ডন করিতে পারে না

সমাজের মুখ চাহিয়া স্ত্রী অকালে কালগ্রস্তা, জননীও তথা-কথিত আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা ও ভেকাশ্রিতা, আর এ দেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাজকে ভ্রূকুটী প্রদর্শন করিয়া লালন আজ দরবেশ, তিনি আজ জনসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র দরদী সাঁইজী! শত শত ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, আবার কেহ-বা তাঁহার সারগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া শান্তিছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। ইহাকে বলে ললাট লিখন, ইহা কেহই খণ্ডন করিতে পারে না। সাঁইজী নিজেই এই বিধিলিপির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

সকলই কপালে করে!
কপালের নাম গোপালচন্দ্র
কপালের নাম গুয়ে গোব্‌রে!
যদি থাকে এই কপালে,
রত্ন এনে দেয় গোপালে
কপালে বেমতি হলে
ডুব্‌লো বনে বাঘে ধরে!
কেউ রাজা কেউ হয় ভিখারী
কপালের ফল হয় সবারি
মনের ঘোরে বুঝতে নারি
খেটে মরি অনাকারে!
যার যেমন মনের কামনা,
তেম্‌নি ধন পেয়েছে সে-না!
লালন বলে ভাবলে হয় না—
বিধির কলম আর কি ফেরে।

হিন্দুর সন্তান হইয়াও ভাগ্য বিপর্য্যয়ে লালন আপন জননীর গৃহে স্থান পান নাই, তিনি আজ হিন্দু নহেন, তবে তিনি এমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন, যেখানে ঘৃণ্য, পতিত, লাঞ্ছিত প্রভৃতি কেহই উপেক্ষিত হয় না, সকলেই সাদরে গৃহীত হয়। প্রাণ রক্ষার জন্য মুসলমানের অন্ন গ্রহণ করায় যদিও তিনি মুসলমান তথাপি অনেক সঙ্গতি-সম্পন্ন হিন্দু গৃহস্থ পর্য্যন্ত তাঁহাকে আপন গৃহে আমন্ত্রণ করিয়া উপদেশ শ্রবণে প্রাণের পিপাসা নিবৃত্তি করিতেছেন, বঙ্গের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এমন কি স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া শিলাইদহে নৌকায় লইয়া ধর্ম্মালাপে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। সর্ব্বজন-বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথও বহুবার ফকিরকে শিলাইদহ কাছারী বাড়ীতে লইয়া ভাবময় সঙ্গীতের আলোচনায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমার ধারণা গুণগ্রাহী ঠাকুর পরিবারই প্রথমে ফকিরের সঙ্গীতরাজীর অত্যুচ্চ ভাবধারা উপলব্ধি করেন। নিষ্ঠুর তীর্থবন্ধুর বিবেকহীনতার পাপে সমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়া লালন অহিন্দুরূপে পরিচিত হইয়া জীবনব্যাপী প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। একের অপরাধে অপরে প্রায়শ্চিত্ত করিল। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা বিচার করিয়া দেখুন এই কঠোর প্রায়শ্চিত্ত, এই মর্ম্মন্তুদ শাস্তি, এই প্রাণঘাতী নিগ্রহভোগ কি লালন একাই করিয়াছেন?

সাঁইজীর সমাজ জাতি ও বর্ণহীন

লালন এখন সাঁইজী। তাঁহার নিকট জাতিভেদ নাই, হিন্দু, মুসলমান, ক্রীশ্চিয়ান সকলে সমানভাবে ধর্ম্মপিপাসু হইয়া তাঁহার আখড়ায় যাতায়াত করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী তাহা নির্ণয় করিবার মত সাধ্য কাহারও নাই, হিন্দুগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার হস্তে প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিতেন না মাত্র। সাঁইজীর মাসতুত ভাইগণ পর্য্যন্ত সেঁউড়িয়া আখড়ায় গিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহারাদি করিতেন। সাঁইজীর শিষ্য ও তাঁহার মাসতুত ভাইদিগের বংশধর এতদুভয়ের মুখেই এই আহারাদির কথা শুনিয়াছি। শিষ্যেরা বলেন, ভৌমিক মহাশয়েরা আসিলে যত্ন সহকারে আহারাদির ব্যবস্থা করা হইত। সাঁইজী হিন্দু কি মুসলমান বর্ত্তমান পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তাহা স্থির করিতে অক্ষম এমন কি তিনি নিজেও বলিয়াছেন—

সবে বলে লালন ফকির, হিন্দু কি যবান,
লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান।
এক ঘাটেতে আসা যাওয়া
একই পাট্‌নী দিচ্ছে খেওয়া
তবে কেউ খায়না কারও ছোঁয়া
ভিন্ন জল কোথাতে পান ?
বিবিদের নাই মুসলমানী
পৈতা যার নাই সেও ত বাম্‌নী
দেখরে ভাই দিব্যজ্ঞানী
দুইরূপ সৃষ্টি করলেন কিরূপ প্রমাণ।
(অবশিষ্টাংশ সংগ্রহ করিতে পারি নাই)

এই সঙ্গীতোক্ত ভাবধারা দিয়া সাঁইজীর জাতি বিচার করিলে প্রকৃতই হতাশ হইতে হয়। তবে মুসলমানের হস্তে প্রস্তুত ভোজ্য গ্রহণ করিতেন বলিয়া তাঁহাকে মুসলমান বলিয়া সাব্যস্ত করা যায়। বর্ত্তমান যুগে লাট-বেলাটের সঙ্গে একত্রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রীতি ভোজন সমাপন করিয়া যাঁহারা রসনা তৃপ্তি করেন এবং রুমালে মুখ মুছিয়া "সমাজে" আসিয়া পরক্ষণেই প্রবীণ হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া "জাতি-বিচার" করিলে বলা যায় লালনের অদৃষ্ট নিতান্তই মন্দ কিন্তু প্রকৃত মানব সমাজের দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহার স্থান ভেদজ্ঞানসম্পন্ন সমাজের বহু উর্দ্ধে। তিনি যে রাজ্যের অধিবাসী সেখানে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি জাতির ভেদ-বিচার নাই। সমস্ত বিশ্বমানব তথায় একই জনক জননীর সন্তান। এই জাতির কথা উল্লেখ করিয়া তিনি পুনরায় বলিয়াছেন—

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে!
লালন কয় জেতের কি রূপ
দেখ্‌লেম না এ নজরে!
যদি শুন্নত দিলে হয় মুসলমান,
নারীর তবে কি হয় বিধান ?
বামন্ চিনি পৈতা প্রমাণ
বাম্‌নী চিনি কিসে রে ?
কেউ মালা কেউ তস্‌বি গলায়,
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায় ?
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়
জেতের চিহ্ন রয় কার রে ?
জগৎ বেড়ে জেতের কথা,
লোকে গৌরব করেন যথা তথা
লালন সে জেতের ফাতা
বিকিয়েছে* সাধ বাজারে!

* কেহ কেহ "বিকিয়েছে সাত বাজারে" বলিয়াও গাহেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই কথাগুলি শুনিয়া লালনের জাতি পরিচয় লইতে যাওয়া বড়ই সমস্যার বিষয়। ভেদ বিচারে যেখানে প্রাণ-প্রতিম পুত্র জননীর স্নেহময় ক্রোড়ে পালিত সন্তানের মতও স্থান পাইতে অক্ষম, লালন সেই রাজ্যের অধিবাসী নহেন। সমস্ত মনুষ্য সমাজের মধ্যে তিনি মনের মানুষকে দেখিয়া ভাবে আত্মহারা হইতেন, সুতরাং মানব মাত্রেই তাঁহার চক্ষে এক। তাঁহার কথা "এই মানুষে চেয়ে দেখ, সেই মানুষ আছে"। এই মানুষে "সেই মানুষ" দেখা কি সামান্য সৌভাগ্যের কথা? লালন পরম সৌভাগ্যবান, তাই তাঁহার চক্ষে ভেদজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ না পড়িয়া সর্ব্বভূতে বিরাজমান "মানুষ"ই পরিদৃষ্ট হইত। প্রকৃত কথায় বলিতে গেলে তিনি একজন মনস্তত্ত্ববিদ্ মহাঋষি; নচেৎ সমস্ত মানবের মধ্যে ভগবদ্দর্শনলাভ কি সামান্য লোকের ভাগ্যে ঘটে? ইহাতে অশেষ সাধ্য-সাধনা চাই। লালনের তাই ছিল; তাই তিনি বলিয়াছেন—

এই মানুষে চেয়ে দেখ সেই মানুষ আছে,
কত* যোগী-ঋষি চা'র যুগ ধ'রে বেড়াচ্ছে খুঁজে!
জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়,
ও চাঁদ ধ'রতে গেলে হাতে কে পায়,
ও সে আলেক মানুষ তেম্‌নি সদায়
আছে আলেকে ব'সে।
অচিন দলে বসতি তাঁর,
দ্বিদল পদ্মে বারাম তার
দল নিরূপণ হবে যাহার
সেরূপ দেখ্‌বে অনায়াসে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার হল কি ভ্রান্তি মন !
আমি বাইরে খুঁজি ঘরেরই ধন !
সিরাজ সাঁই কয় ঘুরবি লালন
আত্মতত্ত্ব না বুঝে !

(সিরাজ সাঁই যশোহর জিলার ফুলবাড়ী গ্রামের বিখ্যাত সাধু ফকির। ইনিই লালনের উপদেষ্টা।)

যোগীঋষিগণ যুগ-যুগান্তর ব্যাপী সাধনা দ্বারা যাঁহাকে সন্ধান করিয়া ফিরিতেছেন, তিনি যে এই মানবের মধ্যেই বিদ্যমান এই সত্যই এই সঙ্গীতের প্রথম কয় পংক্তিতে পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে মনে হয় আমরা বাস্তবিকই দিশেহারা হইয়া ঘর ছাড়িয়া বাহিরে গিয়া ঘরের ধন অন্বেষণ করিতেছি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা-প্রসঙ্গ (সাধক-ভাব ১৭৩ পৃঃ) পাঠ করিয়াও আমরা এই ভাবের স্পষ্ট পরিস্ফুরণ দেখিতে পাই "নিরন্তর ত্যাগ ও সংযম অভ্যাসপূর্ব্বক সাধক যখন নিজ মনকে সম্পূর্ণ-রূপে বশীভূত করিয়া পবিত্র হয়, ঠাকুর (শ্রীশ্রীপরমহংসদেব) বলিতেন ঐ মনই তখন তাহার গুরু হইয়া থাকে। ঐরূপ শুদ্ধমনে যে-সকল ভাব-তরঙ্গ উঠিতে থাকে, সে-সকল বিপথগামী করা দূরে থাকুক, তাহাকে গন্তব্য লক্ষ্যে আশু পৌঁছাইয়া দেয়।" ইহা ছাড়া "অচিন দলে বসতি তার" ইত্যাদি কথাগুলির অভ্যন্তরে তান্ত্রিক সাধনার কথাও সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। গুরু স্বয়ং অচিন

---

* "কত মুনিঋষি যুগ যুগ ধরে বেড়াচ্ছে খুঁজে" বলিয়াও কেহ গাহেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দলে অর্থাৎ সহস্রারে বিরাজ করেন। ভ্রূ মধ্যস্থ দ্বিদল পদ্মে উঠিয়া কুলকুণ্ডলিনী শক্তি যখন সম্মুখস্থ অভ্রস্বচ্ছ সরণি দিয়া গুরু-মুখ নিরীক্ষণ করেন এখানে প্রচ্ছন্নভাবে তাহারই বর্ণনা দিয়াছেন। তাই দ্বিদল অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রের বিষয় আলোচনা করিতে অন্যত্র বলিয়াছেন—"দ্বিদলেতে স্থিতি, বিদ্যুৎ আকৃতি, ষোল দলে বারাম যুগান্তরে।" এই বিষয়ের আলোচনা পরে হইতেছে। অন্যদিকে জ্ঞানমার্গে বিচরণশীল মনীষীবর্গের অন্তরে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে পরম পিতা বিবিধ অবয়বে এই পরিদৃশ্যমান জগতে নিত্য বিরাজ করিতেছেন; জ্ঞাননেত্র মেলিয়া দর্শন করিলে তখনই তিনি আমাদিগের নিকট ধরা দেন; "সেই মানুষ" তখনই এই মানুষে অর্থাৎ বহির্জ্জগতে লোকচক্ষুর গোচরীভূত হন। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মার্জ্জিত ভাষা ও মনোমদ সুরে বিরচিত কথাগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর,
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে,
কত গানে কত ছন্দে
অরূপ তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়পুর
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম কথা আত্মতত্ত্ব লাভ।

সাঁইজীর প্রথম কথা সর্ব্বাগ্রে আপন পরিচয় লও "কস্ত্বং কোঽয়ং কুতঃ আয়াত ?" তুমি কে, কোথা হইতে এবং কি নিমিত্ত এই ধরাধামে আগমন করিয়াছ ? অন্তিমেই বা তোমার কি গতি হইবে ? আত্মপরিচয় অবগত না হইলে সংসারে কেহ কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না, আমরা মোহান্ধ মানব আপন পরিচয় রাখি না কিন্তু বাতুলের মত অচিন মানুষের সন্ধানে কৃতকার্য্য হইতে যাই, ইহা দেখিয়া লালন বলিয়াছেন—

আপন খবর আপনারে হয় না
আপনারে চিন্‌লে পরে
যায় অচেনারে চেনা।
স্বয়ং নিকট থেকে দূরে দেখায়
যেমন কেশের আড়ে পাহাড় নুকায়
দেখ্‌না !
আমি ঢাকা দিল্লী হাতড়ে ফিরি
তবু কোলের ঘোর ত যায় না !
আত্মারূপে কর্ত্তা হরি
মনে নিষ্ঠা হ'লে মিল্‌বে তারি
ঠিকানা ;
বেদ বেদান্ত পড়বি যত
বেড়বি তত লখ্‌না। (লখ্‌না = সন্দেহ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধড়ের আত্মা কর্ত্তা কারে বলি,
কোন্ মোকাম তার কোথায় গলি,
আওনা যাওনা।
সেই মহলে লালন কোন্ জন,
তাও লালনের ঠিক হ'ল না।

অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন অন্তর লইয়া আমরা যখন জ্যোতির্ম্ময়ের বিশ্ববিমোহন রূপ দর্শন করিতে অভিলাষী হই, তিনি তখন নীল নীরদাবৃত নভোমণ্ডলে প্রচ্ছন্ন সুধাকরের ন্যায় বিদ্যমান থাকিয়াও আমাদের নিকট উপলব্ধ হন না। বাস্তব জ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্বক যখন আমরা পুঁথিগত বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করি তখন তিনি আরও দূরে অন্তর্হিত হন। আলোকের আশায় প্রতিনিয়ত দিক-দিগান্তরে ছুটাছুটি করিয়া জীবনের নির্দ্দিষ্ট দিনগুলি বৃথাই অতিবাহিত করি; অন্তরের অন্ধকার দূর করিতে প্রয়াসী না হইয়া অবিশ্বাস ও সন্দেহে নিমগ্ন থাকি; তিনি আমাদের হাতের কাছে নিত্য বিরাজমান তবু তাঁহাকে না দেখিয়া ঢাকা দিল্লী ছুটিয়া বেড়াই। করুণাময় পিতার স্নেহ প্রবাহ হইতে দিগ্‌ভ্রমে দূর-দূরান্তরে বিচরণ করিয়া অবশেষে হা হুতাশ করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়ি। লালন তাই নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের সহিত সর্ব্বাগ্রে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে বলিয়াছেন। শ্রীহরি আত্মারূপে এই দেহে কর্ত্তা হইয়া রহিয়াছেন, হৃদয়ে যখন এই বিশ্বাসের উদ্রেক হইবে তখনই তাঁহার কোথায় এবং কোন্ গলিতে মোকাম অর্থাৎ নিবাস তাহা জানিতে পারিব। শুধু তাহাই নহে "আমার" সহিত "তাঁহার" কি সম্পর্ক তাহাও তখন নির্ণয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে সক্ষম হইব। দ্বৈত সাগরে সাঁতার দিয়া অদ্বৈতের কুলে উপনীত হইব। রাধাকুণ্ডে ডুব দিয়া শ্যামকুণ্ডে গিয়া তখনই উপস্থিত হইব।

লালন সংসারী কিন্তু বিরাগী

সেঁউড়িয়া আখড়া স্থাপন করিয়া সাঁইজী গৃহস্থের ন্যায় বাস করিতে থাকেন। অসংখ্য শিষ্য, বহু পার্শ্বচর এবং নিত্য নূতন আগন্তুক ও দর্শকশ্রেণী লইয়া বিরাট গৃহস্থলী বসাইয়া বিপুল আনন্দে দিবারাত্র সমভাবে উদ্‌যাপন করিতে থাকেন। সংসারির ন্যায় ঘর পাতিয়া লোকজন লইয়া সমারোহে বাস করিলেও তাঁহার বিষয়াসক্তি ছিল না; পার্থিব সুখ ও দুঃখের প্রতি তিনি ভ্রমেও দৃক্‌পাত করিতেন না। তাঁহার মন "অধর মানুষ"* ধরিবার প্রবল বাসনায় অনুক্ষণ আকুল রহিত। তাঁহার অন্তঃকরণের ভাবরাশি যখন দুকুল-প্লাবিনী তটিনীর ন্যায় আকুল উচ্ছ্বাসে উথলিয়া উঠিত, তখন তিনি আর আত্মসংবরণ করিতে পারিতেন না, শিষ্যগণকে ডাকিয়া বলিতেন, "ওরে আমার পুনা মাছের ঝাঁক এসেছে" শুনিবামাত্র শিষ্যগণ যে যেখানে থাকিত ছুটিয়া আসিত। তখন সাঁইজী তাঁহার ভাবের আবেশে গান ধরিতেন। শিষ্যেরাও যন্ত্রাদির তান লয়ে সঙ্গে সঙ্গে গাহিয়া চলিত। ইহাতে আর সময় অসময় ছিল না। সর্ব্বদাই এই "পুণা মাছের ঝাঁক" আসিত। তিনি সংসারে কাজকর্ম্মে রত

---

* অধর=জ্ঞানের অবিষয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিতেন কিন্তু তাঁহার মন মধুকর মধুময়ের চরণারবিন্দ সৌরভে অহরহ বিভোর থাকিত। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—

যন্তরী যন্তর যেমন,
যে বোল্ বাজায় বাজে তেমন,
তেম্‌নি মত আমারি মন
গুরু বোল্ তোমার হাতে।

সাঁইজীর অন্তরের অন্তস্তলে প্রচ্ছন্ন ভক্তি মন্দাকিনী যখন উন্মত্ত আবেগে প্রবাহ তুলিয়া বহির্জ্জগতে আত্মপ্রকাশ করিত, তখনই তিনি গান ধরিতেন। গানেই বিভোর ও আত্মহারা হইয়া পড়িতেন, গানই যেন তাঁহার সাধনার ধারা এবং গানই তাঁহার যোগ। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় এই সঙ্গীত সাধনার কথা সুস্পষ্ট বলিয়াছেন—

তৃপ্ত তুমি আমার গীত রাগে,
ভালো লাগে তোমার ভাল লাগে,
জানি আমি এ গানেরি বলে
বসি গিয়ে তোমারি সম্মুখে।
মন দিয়া যার নাগাল নাহি পাই,
গান দিয়ে সেই চরণ ছুঁয়ে যাই,
সুরের ঘোরে আপনাকে যাই ভুলে
বন্ধু ব'লে ডাকি মোর প্রভুকে।

অনিত্য দেহেও নিত্য বস্তুর চিন্তা

সংসারে গৃহকর্ম্মের মধ্যে লিপ্ত থাকিয়াও তিনি সদানন্দ ধামে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাস করিতেন; প্রাতঃস্মরণীয় পরমহংসদেবের একটি উপমা আছে,—যে ব্যক্তি ছিপে মাছ ধরিতে বসে, তাহার দৃষ্টি ফাৎনার দিকেই নিবদ্ধ থাকে, তবে প্রয়োজন মত সঙ্গীর সহিত গল্পও করে, সেইরূপ সংসারে কাজকর্ম্ম করিবে কিন্তু মনশ্চক্ষু পরমেশ্বরেই নিবিষ্ট রহিবে, সাঁইজীরও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। তিনি সংসারে কাজকর্ম্ম সবই করিতেন, এমন কি মহাযাত্রার দু-এক মাস পূর্ব্বেও অশ্বারোহণে দূরস্থ ভক্তবৃন্দের গৃহে যাতায়াত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মানসিক চিন্তার ধারা পরমেশ্বরেই নিবিষ্ট রহিত; কেবল তাহাই নহে, বিষয় আসক্তির প্রতি তিনি নিরন্তর সতর্ক রহিতেন, তাই গাহিয়াছেন—

বিষয় বিষে চঞ্চল মন
দিবা রজনী,
মন ত বুঝালে বোঝে না
ধর্ম্ম কাহিনী।
বিষয় ছাড়িয়ে কবে
মন আমার শান্ত হবে হে!
আমি কবে সে চরণ, করিব শরণ,
যাতে শীতল হবে তাপিত পরাণী।
কোন্ দিন শ্মশানবাসী হব,
কি ধন সঙ্গে লয়ে যাব হে!
আমি কি করি কি হই, ভূতের বোঝা বই
একদিনও ভাব্‌লেমনা শ্রীগুরুর বাণী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনিত্য দেহেতে বাসী,
তাইতে এতই আশার আশা হে !
অধীন লালন তাই বলে, নিত্য হইলে,
আর কতই কি মনে, ক'রতেম না জানি।

অন্তশ্চক্ষু খুলিয়া গেলে মানব জগতের কোন বস্তুর বাহ্যিক অবয়ব দর্শনে পরিতৃপ্ত হয় না, তাহার অন্তরে বিরাজমান প্রচ্ছন্ন জ্যোতির দিকেই দৃষ্টিক্ষেপ করিতেই লালায়িত হয় এবং সেই জ্যোতির্ম্ময়ের দিকে আকৃষ্ট হইয়া আপনাতে আপনি বিভোর থাকে ; সাঁইজীরও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। তিনি সাধকশ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া সিদ্ধরূপে পরিণত হন, নচেৎ আত্মতত্ত্বে এইরূপ পূর্ণজ্ঞান কি সাধারণ মানবে সম্ভবে ?

তান্ত্রিক সাধনা

এই অবসরে তাঁহার তান্ত্রিক সাধনার কথাও কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। তিনি এই সাধনার কথা কিঞ্চিৎ যাহা বলিয়াছেন, গ্রাম্য ভাষার মাধ্যমে তাহা এমন সুন্দরভাবে তত্ত্ব-পিপাসুদিগের সম্মুখে পরিবেশিত হইয়াছে যাহাতে তাঁহার ভাব-মাধুর্য্যের চমৎকার বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার ভাষায় ব্যাকরণবিদ্‌দিগের পাণ্ডিত্যের লেশমাত্র নাই অথচ এই দূরধিগম্য বিষয়ে এমন তৎপরতার সহিতই কথাগুলি শুনাইয়াছেন যাহাতে সাধককুল আনন্দের প্লাবনে মগ্ন হইয়া পড়েন। যাঁহারা ভাবের ভাবি বা সাধনার এই পথের পথিক তাঁহারা সাঁইজীর সঙ্গীত শুনিয়া শব্দবিন্যাস ও সুরসাধনায় পুলকিত হন এবং গভীর ভাব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধারায় মন-প্রাণ নিমজ্জিত করিয়া ফেলেন। নিম্নের সঙ্গীতে এই ভাবের আভাস পাওয়া যাইবে—

লীলা দেখে লাগে ভয়!
নৌকার উপর গঙ্গা বোঝাই
ডেঙ্গা বেয়ে যায়।
"আব্‌হায়াত" নাম গঙ্গা সেজে
সঙ্ক্ষেপে কেউ দেখে বুঁজে
পলকে পাহাড় ভাসে
পলকে শুকায়।
ফুল ফোটে তার গঙ্গাজলে
ফল ধরে তার "অচিন দলে"
যুক্ত হয় সে ফুলে ফলে
তাতে কথা কয়।
গাঙ্গ জোড়া এক মীন ওই গাঙ্গে,
খেল্‌ছে খেলা পরম রঙ্গে,
লালন বলে জল শুকালে
মীন যাবে হাওয়ায়।

ভাষান্তরে গঙ্গার অপর নাম "আবহায়াত"। ভগবানের পতিতোদ্ধারিনী শক্তি যাহাতে ত্রিতাপদগ্ধ জীবন কলুষবিমুক্ত হইয়া স্নিগ্ধ, সুশীতল ও নিরাবিল হয়। তান্ত্রিক সাধনার সুষুম্না মার্গকে গঙ্গাজল বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। সহস্রারের নামান্তর "অচিন দল"। তন্ত্রোক্ত এই সাধনার কথা আলোচনা করিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে "যোগী বলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
PRESENTED

মস্তিষ্ক মধ্যগত ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ অবকাশ বা আকাশে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মার বা শ্রীভগবানের জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান, তাঁহার প্রতি পূর্ব্বোক্ত কুণ্ডলীশক্তির বিশেষ অনুরাগ অথবা শ্রীভগবান তাহাকে নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছেন কিন্তু জাগরিতা না থাকায় কুণ্ডলীশক্তির সে আকর্ষণ অনুভূত হইতেছে না। জাগরিতা হইবামাত্র উহা শ্রীভগবানের ঐ আকর্ষণ অনুভব করিবে এবং তাঁহার নিকটস্থ হইবে। ঐরূপে কুণ্ডলীর শ্রীভগবানের নিকটস্থ হইবার পথও আমাদের প্রত্যেকের শরীরে বর্ত্তমান। মস্তিষ্ক হইতে আরব্ধ হইয়া মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া বরাবর ঐ পথ মেরুদণ্ডের মূলে "মূলাধার" নামক মেরুচক্র পর্য্যন্ত আসিয়াছে! ঐ পথই যোগশাস্ত্র কথিত সুষুম্নাবর্ত্ম। পাশ্চাত্য শরীরতত্ত্ববিৎ ঐ পথকে canal centralis (মধ্যপথ) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, কিন্তু উহার কোন আবশ্যকতা বা কার্য্যকারিতা এ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পায় নাই। এই পথ দিয়াই কুণ্ডলী পূর্ব্বে পরমাত্মা হইতে বিযুক্তা হইয়া মস্তিষ্ক হইতে মেরুচক্রে বা মূলাধারে আসিয়া উপস্থিত হইয়া নিদ্রিতা হইয়াছে। আবার ঐ পথ দিয়াই উহা মেরুদণ্ড মধ্যে ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে অবস্থিত ছয়টী চক্র ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করিয়া পরিশেষে মস্তিষ্কে আসিয়া উপনীত হয়। কুণ্ডলী জাগরিতা হইয়া একচক্র হইতে অন্যচক্রে যেমনি আসিয়া উপস্থিত হয়, অমনি জীবের এক এক প্রকার উপলব্ধি হইতে থাকে এবং ঐ প্রকারে যখনি উহা মস্তিষ্কে উপনীত হয়, তখনি জীবের ধর্ম্মবিজ্ঞানের চরমোপলব্ধি হয় বা অদ্বৈত জ্ঞানে 'কারণং কারণানাং' পরমাত্মার সহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তন্ময়ত্ব আসে। তখনই জীবের ভাবেরও চরমোপলব্ধি হয় বা যে মহাভাব অবলম্বনে অপর সকল ভাব মানব মনে সর্ব্বক্ষণ উদিত হইতেছে সেই ভাবাতীত ভাবে তন্ময় হইয়া অবস্থান করা রূপ অবস্থা আসে।”

ষট্‌চক্রভেদী সাধনায় বর্ণিত আছে আমাদের দেহে (নৌকায়) ছয়টাতে চক্র বা দল বিদ্যমান। যথা—মেরুদণ্ডের শেষভাগে 'মূলাধার' তদূর্দ্ধে লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান, তদূর্দ্ধে নাভিস্থলে 'মণিপুর' তদূর্দ্ধে হৃদয়ে অনাহত, তদূর্দ্ধে কণ্ঠে 'বিশুদ্ধ', তদূর্দ্ধে ভ্রূমধ্যে 'আজ্ঞা', অবশ্য এই ছয়টী চক্রই মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ সুষুম্না পথে অবস্থিত। কুণ্ডলীশক্তি যখন মূলাধার বিবর হইতে জাগরিতা হইয়া সুষুম্না পথ বাহিয়া উর্দ্ধের চক্রগুলি ক্রমে অতিক্রম করিয়া অবশেষে অচিন দল অর্থাৎ সহস্রার বা সপ্তম ভূমিতে অবতীর্ণা হয় তখনই সাধক চির আকাঙ্ক্ষিত গুরুকে দর্শন করিতে সক্ষম হয়। তাঁহার সাধনার কল্পতরু তখন ফুলফলে পরিশোভিত হয় অর্থাৎ তখন তিনি পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হন। তাহার পূর্ব্বে প্রত্যেক ভূমি (বা চক্র) অতিক্রমকালে বিভিন্ন প্রকারের দর্শন লাভ হইয়া থাকে, এই জন্য সাঁইজী বলিয়াছেন “গাঙ্গ জোড়া এক মীন ওই গাঙ্গে, খেলছে খেলা পরম রঙ্গে।” আমাদের দেহান্ত হইবার পর জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হইবে এই কথাটা প্রকাশ করিতে সাঁইজী বলিয়াছেন “লালন কয়, জল শুকালে, মীন যাবে হাওয়ায়।”* সাধনা বিষয়ক এই সকল কথা পুস্তক পাঠে জানা

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী গিরিজানন্দ মহারাজের অনুগ্রহে এই সঙ্গীতোক্ত ভাবধারা বিশ্লেষণ করিতে সক্ষম হইয়াছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানা যায় না। সাঁইজী লেখাপড়াও জানিতেন না, রাশি রাশি পুস্তক পাঠও তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। আর বই পড়া বিদ্যাও তিনি তেমন আবশ্যক বোধ করেন নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আত্মতত্ত্ব অবগত হওয়াই তাঁহার উপদেশের প্রধান লক্ষ্য। কেমন করিয়া এই তত্ত্বে অধিকার জন্মে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া তিনি নিম্নের সঙ্গীতটী গাহিয়াছেন—

দিল্ দরিয়ায় ডুব্লে সে দরের খবর পায়,
নৈলে পুথী প'ড়ে পণ্ডিত হইলে কি হয় ?
স্বয়ং রূপ দর্পণে ধ'রে, মানবরূপ সৃষ্টি করে হে !
দিব্যজ্ঞানী যারা, ভাবে বোঝে তারা,
মানুষ ধ'রে কার্য্য সিদ্ধি ক'রে লয়।

ইহার পর ভাব-সমাধি সাগরে ডুব দিয়া যাহা দর্শন করেন তাহাতেই আবেগভরে বলিয়াছেন—

একেতে হয় তিনটী আকার, অযোনী সহজ সংস্কার হে !
যদি ভাব-তরঙ্গে তর, মানুষ চিনে ধর,
দিনমণি গেলে কি হবে উপায় !
মুল হ'তে হয় ডালের সৃজন,
ডাল ধ'রলে পায় মূল অন্বেষণ হে !
তেম্নি রূপ হ'তে স্বরূপ, তারে ভেবে রূপ
অধীন লালন সদা নিরূপ ধ'রতে চায়।

একদা ঠাকুর পরমহংসদেব শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া যখন শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি সন্দর্শন করেন, তারপর বলিতেন "ঐ রূপ দর্শন করিয়া তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছিল ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান তিন প্রকার ভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও এক পদার্থ বা এক পদার্থের প্রকাশ সম্ভূত। 'ভাগবত (শাস্ত্র), ভক্ত ও ভগবান—তিন এক, এক তিন।" ঠাকুর প্রত্যক্ষদর্শী, তিনি যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশ্বজনীন সত্য। সাঁইজীও এ সত্যেরই বিকাশ করিতে বলিয়াছেন, "একেতে হয় তিনটী আকার" ইত্যাদি। ইহার পর যখন শুনি "স্বয়ং রূপ দর্পণে ধরে, মানব রূপ সৃষ্টি করে হে।" তখনও আমাদের স্মরণ হয়—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নর বপু তাহার স্বরূপ।

মূল ভগবান হইতেই এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বচরাচর আবির্ভূত হইয়াছে সুতরাং তিনিই মূল। আবার এই জগৎ ধরিয়া ক্রমশঃ সন্ধান করিলে সেই মূল পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সাঁইজী ইহাই বলিতে গিয়া অবশেষে "রূপ হ'তে স্বরূপ, তারে ভেবে রূপ", বলিয়া কথা শেষ করিয়াছেন। ব্রহ্মময়ির প্রিয় সাধক রামপ্রসাদ এই তত্ত্বপিপাসু হইয়া দুঃখ-শোক ভারাক্রান্ত মরজগতে সাধনার সার সংগ্রহ বাসনায় গাহিয়াছেন—

ডুব দেরে মন কালী ব'লে
হৃদি রত্নাকরের অতল জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন
দুচার ডুবে ধন না পেলে,
তুমি দম সামর্থ্যে, এক ডুবে যাও
কুলকুণ্ডলিনীর কুলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানবের হৃদি রত্নাকরের মধ্যেই যে আমাদের কাম্য ধনরত্ন নিহিত আছে, বঙ্গের প্রত্যেক সাধকই ইহা বিভিন্ন ছন্দে জ্ঞাপন করিয়াছেন ; তাই বুঝি ত্রিলোকনাথ স্বয়ং গোলকধাম পরিত্যাগ করিয়া মানবরাজ্যে আবির্ভূত হইয়া মরধামের মাহাত্ম্য বিকাশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে সাঁইজী বলিয়াছেন—

আপন আপন খবর নাই,
গগনের চাঁদ ধ'রব ব'লে
মনে করি তাই।
যে গ'ঠেছে এই প্রেমতরী,
সেই হোয়েছে চড়ন্দারী
কোলের ঘোরে চিন্‌তে নারি,
মিছে গোল বাধাই।
আঠার মোকামে জানা
মহারসের বারাম খানা
ওই রসের ভিতরে সে-না
আলো করে সদাই।
না জানি চাঁদ ধরার বিধি
কথায় কোটী সাধন সাধি
লালন বলে বাদী ভেদী
বিবাদী সদাই।

যিনি অফুরন্ত প্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রস্রবণ তিনি আবার এই প্রেমরস আস্বাদন করিবার মানসে যুগে যুগে স্বয়ং এই ধরাধামে আবির্ভূত হইয়া থাকেন এবং "চিনি হওয়া ভাল নয় মা চিনি খেতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভালবাসি" এই মহাবাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাবোদ্দীপক ভাষায় বলিয়াছেন—

দয়া ক'রে ইচ্ছা করে আপনি ছোট হ'য়ে
এস তুমি এ ক্ষুদ্র আলয়ে।
তাই তোমার মাধুর্য্য সুধা
ঘুচায় আমার আঁখির ক্ষুধা,
জলে স্থলে দাও যে ধরা
কত আকার লয়ে।
বন্ধু হ'য়ে পিতা হ'য়ে জননী হ'য়ে
আপ্‌নি তুমি ছোট হ'য়ে এস হৃদয়ে।
আমিও কি আপন হাতে
করব ছোট বিশ্বনাথে
জানাব আর জানব তোমায়
ক্ষুদ্র পরিচয়ে?

এই ভাবধারা ছাড়াও ইহার মধ্যে ষট্‌চক্রভেদী সাধনার কথার উল্লেখ করিয়া সাঁইজী বলিয়াছেন "আঠার মোকামে জানা, মহারসের বারাম খানা।" ব্রহ্মানন্দ নিদ্রায় নিমগ্ন হইবার পূর্ব্বে যোগীগণ যখন আত্মস্থ হইয়া বসেন, তখনই তাঁহারা দেখিতে পান এই দেহই আনন্দময়ের লীলা-খেলার রম্য উপবন। তিনি "আঠার মোকাম" স্থাপন করিয়া তন্মধ্যে নিয়ত বিহার করেন। ইহা যোগ-সাধনার কথা (বিশুদ্ধাখ্যচক্রের ষোড়শদল এবং দ্বিদল)। ইহা প্রকৃত সাধনার কথা। নিদ্রিতা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি সাধনা বলে জাগরিতা হইয়া যখন বিদ্যুৎ বেগে চলিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে সেই সময়ের কথাই নিম্নের সঙ্গীতে আরও পরিষ্কার করিয়া কহিয়াছেন—

কিবা শোভা দ্বিদলের পরে,
রাসমণি মাণিক্যের রূপ ঝলক মারে।
অবিন্ব সম্মতে সানিত্য গোলক,
তাহে বিরাজ করে পূর্ণব্রহ্মলোক,
হ'লে, দ্বিদল নির্ণয়, সব জানা যায়,
প্রসন্ধি থাকে না সাধন দ্বারে।
শত কিম্বা সহস্রদল
রস রতি করে চলাচল,
ওগো দ্বিদলেতে স্থিতি* বিদ্যুৎ আকৃতি,
যোল দলে বারাম যুগান্তরে।
ষড়োদলে সে ত ষড়তত্ত্ব হয়
দশম দলে মৃণাল গতি গঙ্গা বয়
ওগো তীর ধারা তার, শ্রীগুণ বিচার
লালন বলে গুরু অনুসারে।

মানবের স্থূল দেহকে প্রত্যক্ষ করিতে করিতে ইহার অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সাধক ক্রমে অগ্রসর হইয়া অবশেষে রাসমণি মাণিক্যের জ্যোতিতে বিলীন হইয়াছেন। সাধনভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া সাধকেরা দেখিতে পান, "দ্বিদলেতে স্থিতি, বিদ্যুৎ আকৃতি, ষোল দলে বারাম যুগান্তরে।" ইহা ভাষায় প্রকাশ

* কেহ বা "দিব্য আকৃতি" বলিয়াও গাহেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবার বিষয় নহে, উপযুক্ত সাধনা বলে যখন নিদ্রিতা কুল-কুণ্ডলিনীর চৈতন্য সম্পাদন করা হয় তখন সেই সুপ্তোত্থিতা ভুজঙ্গিণী গোমুখী উত্তীর্ণা তরঙ্গিণীর ন্যায় উন্মত্ত প্রবাহে সর্পিল গতিতে ক্রমে ষোড়শ দল অতিক্রম করিয়া দ্বিদলে গিয়া অবতীর্ণা হন। তথা হইতে সহস্র দল কমলে—অর্থাৎ "বিরাজ করে যথায় পূর্ণব্রহ্মলোক"—যেখানে রাসমণি মাণিক্যের জ্যোতি ঝলক মারিতেছে সেই সনিত্য ধামে গিয়া ব্রহ্মানন্দ-রসে বিলীন হন। ইহা ষট্চক্রভেদী সাধনার চরমভূমি। সাধক চণ্ডীদাস এই তত্ত্ব কথা প্রসঙ্গে বলেন—

মতান্তরে যে কহয়ে শুনহ নিশ্চয়,
মস্তক উপরে সহস্র দল পদ্ম রয়,
ভ্রূ মধ্যে দ্বিদল কণ্ঠে ষোল দল
হৃদি মধ্যে দ্বাদশ নাভিমূলে দশমূল
লিঙ্গমূলে ষড়দল চতুর্দ্দল গুহ্যদলে
বস্তুভেদ আছে তার চণ্ডীদাস বলে।

ইহার পর সহস্রার অর্থাৎ অচিন দলের কথা আলোচনা করিয়া তিনি বলেন—

ব্রহ্মরন্ধ্রে, সহস্রদল পদ্মে, রূপের আশ্রয়,
ইষ্টে অধিষ্ঠাতা তায় স্বরূপ-লক্ষণে কয়
সেই ইষ্টে যার হয় গাঢ় অনুরাগ
সেইজন লোক ধর্ম্ম সব করে ত্যাগ
কায়মনোবাক্যে করে গুরুর সাধন
সেই ত কারণে উপজয়ে প্রেমধন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাতে যদি কোন বাধা মনে উপজিবে,
চণ্ডীদাস বলে সে নরকে ডুবিবে।

সাঁইজীও এই সাধনার কথা আরও কথঞ্চিত পরিস্ফুরণ করিয়া সাধককে অবহিত হইতে বলিয়াছেন। তাঁহার সাধনাময় জীবনের শেষার্দ্ধে আমরা এইরূপ ভাব সমৃদ্ধ সঙ্গীতই দেখিতে পাই। সাধক সাঁইজী তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

বল কি সন্ধানে যাই সেখানে
মনের মানুষ যেখানে,
আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি
দিবা-রাতি নাই সেখানে।
কত ধনীর ভারা *যাচ্ছে মারা
প'ড়ে নদীর তোড় তুফানে।
ভবে রসিক যারা পার হয় তারা
তারাই নদীর ধারা জানে।
সপ্ততল পাতাল তলে
মূল র'য়েছে যেইখানে,
মূলের মানুষ স্থূলে রেখে—
দেখতে পাবি রূপ রসানে।
লালন বলে ম'লেম জ্বলে—
দিবানিশি জলে-স্থলে,
যেমন মণিহারা ফণীর মত
হারা হ'লেম পিতৃধনে।

---

* "যাচ্ছে মারা" স্থলে কাহাকেও "যায় না মারা" বলিয়া গাহিতে শোনা গিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানেও মূলাধারে অবস্থিত কুলকুণ্ডলিণীকে সপ্ততল পাতাল এবং জল-স্থলকে স্থূল, সূক্ষ্ম বা দেহ ও মন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই সাধনভূমিতে বিচরণ করিয়া ইহার প্রাথমিক তত্ত্ব আলোচনা করিতে বলিয়াছেন—

ওরে! মানুষ মানুষ সবাই বলে—
আছে কোন্ মানুষের বসত কোন্ দলে!
অযোনি সহজ সংস্কার
তারে কি সন্ধানে সাধব এবার,
বড় অগম্য মানুষ নীলে,
ও মানুষ নীলে!
সংস্কার সাধন না জানি,
কোথা পাই সহজ কোথা অযোনি
বেড়াই গোলে হরিবোল্ ব'লে
হরিবোল্ বোলে।
তিন মানুষের কারণ বিচক্ষণ
তারে জান্‌লে হবে এক নিরূপণ
অধীন লালন প'ল গোলমালে,
ওমন গোলমালে!

অযোনি সহজ সংস্কার ইত্যাদি কথাগুলি দ্বারা যিনি জন্ম-রহিত তিনিই আবার কেমন করিয়া জীব জগতে আবির্ভূত হন তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন,—এই সঙ্গীত সম্বন্ধে এখানে আর বিশেষ কিছু আলোচনা করিলাম না কারণ ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একেতে হয় তিনটি আকার,
অযোনি সহজ সংস্কার, হে!
যদি ভাব তরঙ্গে তর,
মানুষ চিনে ধর,
দিনমণি গেলে কি হবে উপায়।

এই মাত্র বলা যায় যে, মনশ্চক্ষু উন্মীলন করিয়া এই দেহ হইতেই 'মনের মানুষ' নিরীক্ষণ কর। ভাব-তরঙ্গে ডুবিয়া তাঁহাকে চিনিয়া বাহির কর। দিনমণি থাকিতে থাকিতে সন্ধান করিয়া লও, তাঁহার লীলা অগম্য, সাবধান! তাঁহাকে না ডাকিয়া "বোল হরি বোল" না বলিয়া যেন গোলে হরিবোল বলিয়া না বেড়াও। জীব জগতের ঈদৃশ লীলাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সাঁইজী তাঁহার সোনার মানুষের ভাবে গদ গদ হইয়া গাহিয়াছেন—

সোনার মানুষ ভাসছে রসে,
যে জানে সে রস-পান্তি
সেই দেখতে পায় অনায়াসে!

তিন'শ-ষাট রসের নদী
বেগে ধায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদি,
তার মধ্যে রূপ নিরবধি
ঝলক দিচ্ছে এই মানুষে।

মাতা-পিতার নাই ঠিকানা
অচিন দলে বসত থানা
আজগবি তার আনা যাওনা
কারণবারির যোগ-বিশেষে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অমাবস্যায় চন্দ্র উদয়,
দেখতে হয় বাসনা হৃদয়,
লালন বলে থেকো সদায়
ত্রিবেণীতে থেকো ব'সে !

এই সঙ্গীতটি আলোচনা করিতে গেলে পুনরায় যোগ-মার্গের কথাই আমাদের মনে স্বতঃ উদিত হয়। ইহা ভাষায় বিশেষ বিবৃত করিবার ক্ষমতা আমার নাই। যিনি ভাবের-ভাবি বা রস-রসিক, তাঁহার নয়ন পথের পুরোভাগে প্রতিনিয়তই প্রবাহিত হইতেছে সেই তিনশ-ষাট রসের নদী যাহা ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া জ্বল্ জ্বল্ করিয়া নিরন্তর ছুটিয়া চলিতেছে এবং যাহার জ্যোতি প্রতিফলিত হইতেছে এই "মানুষ মুকুরে" সেই সাধকই "সর্ব্বস্যধাতার-মচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং" নয়ন ভরিয়া অবলোকন করেন এবং তাহাতে সমুদ্ভাসিত 'মানুষ' প্রাপ্ত হইয়া তন্ময় হইয়া থাকেন। শেষোক্ত শ্লোকটি পাঠ করিলে আমাদের মনে আসে ভগবানের সেই কথাগুলি—

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণামাস্থিতো যোগ-ধারণম্॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাংগতিম্॥

"যে উপাসক সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার অবরুদ্ধ এবং মনকে হৃদয় মধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া প্রাণকে মূর্দ্ধদেশে স্থাপন ও আত্ম-সমাধি লাভ করেন এবং ওঁ এই ব্রহ্মরূপ এক অক্ষর উচ্চারণ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে আমাকে (পরমেশ্বর কে) চিন্তা করেন, সেই উপাসক দেহান্তকালে পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।”

মনুষ্যের চলিবার শক্তি আছে ত্রিবেণী অর্থাৎ দ্বিদল বা আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত, “যদি কারো মন ভ্রূ মধ্যে ওঠে তো আর পড়বার ভয় নেই, তখন পরমাত্মার দর্শন হয়ে নিরন্তর সমাধিস্থ থাকে। এখানটার আর সহস্রারের মধ্যে একটা কাঁচের মত স্বচ্ছ পর্দ্দা মাত্র আড়াল আছে।” ইহার পর অগম্য, চিন্তার প্রবাহ মিলিত হইতেছে এই ত্রিবেণী সঙ্গমে এই ত্রিবেণীর তোড়-তুফান উত্তীর্ণ হইবার সাধ্য মানবের নাই ; তাই সাধক এই স্থানে বসিয়া সর্ব্বদ্বার সংরুদ্ধ তমসাচ্ছন্ন আকাশে চন্দ্রকলায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া থাকেন—সম্মুখে প্রবাহিত হইতেছে তর তর স্বরে ত্রিবেণীর সম্মিলিত বারিপ্রবাহ আর নয়নে ঝলসিত হইতেছে চন্দ্রকলার (ওঁ) অপরূপ জ্যোতিঃ। তিনি জপেন তাঁহার মূলমন্ত্র, আর উপভোগ করেন গোলকের আলোকধারা সম্পৃক্ত বিমল আনন্দ। সাধনাপথের এইখানেই শেষ। সাঁইজী তাই সাবধান করিয়া বলিয়াছেন, “ত্রিবেণীতে থেকো ব’সে।” যাঁহার ভাগ্যাকাশে এই অমাবস্যার চন্দ্রের উদয় হইয়াছে তাঁহার কাছে দিবা-রাত্রি নাই, তিনি নিরন্তর জ্যোতির্ম্ময়ের বিশ্ববিমোহন রূপে বিমুগ্ধ হইয়া অপার আনন্দ-সাগরে মনঃ-প্রাণ নিমজ্জিত করিয়া তন্ময় হইয়া পড়িয়া থাকেন। আর যিনি এই ত্রিবেণীর তোড়তুফানে আসিয়া ভয় চকিত হইয়া “হাল ছাড়িয়া” দেন তাঁহার ভারা এই স্থানেই বিসর্জ্জিত হয়। প্রবর্ত্তক সাধকের পক্ষে কুলকুণ্ডলিণীর জাগরণ দ্বারা সাধনপথে অগ্রসর হইবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথাই এই সঙ্গীতে উক্ত হইয়াছে। (কেহ বা "ধনীর ভারা যায় না মারা" বলিয়াও গাহেন ইহাতে অর্থও অন্যরূপ হইবে।)

সাধনার এই চরমভূমির সৌন্দর্য্য দর্শনের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আপন ভোলা হইয়া সাঁইজী ভাব গদ গদ স্বরে গাহিয়াছে—

কে বুঝিতে পারে আমার সাঁই-এর
এই কুদ্‌রতি,
অগাধ জলের মাঝে জ্বলছে বাতি !
বিনা কাষ্ঠে অনল জ্বলে,
জল র'য়েছে বিনা স্থলে,
আখেরে হবে জল অনলে
প্রণয় অতি।
অনলে জল উষ্ণ হয় না,
জলে সে-অনল নেভেনা,
এমনি সে কুদ্‌রতির কারখানা
দিবারাতি।
যে দিন জলে ছাড়বে হুঙ্কার,
ডুবে যাবে আগুনের ঘর
লালন বলে সে দিন বান্দার
হয়গো কি গতি !

মানব হৃদয়ের এই নিগূঢ় রহস্যভেদ করিয়া সাঁইজী ভূলোকেই গোলকের আনন্দ উপভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যাহার পরশনে পরশ করে এমন স্পর্শমণির মহিমায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার মন সতত বিমুগ্ধ রহিত। সংসারে বিবিধ বিপত্তির বেড়াজালে আবদ্ধ থাকিয়া আমরা নয়নে নিরন্তর অন্ধকার দেখিতে পাই, আর তিনি সংসারের এই অন্ধকারাগৃহে আবদ্ধ থাকিয়াও যেখানে বিজলির কণকধারা কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও অধিকতর দীপ্তি পাইতেছে সেই চন্দ্রভুবনের আলোকরশ্মি পান করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এই আলোময় জগতের কথা বিশ্লেষণ করিয়া তিনি গাহিয়াছেন—

অনেক ভাগ্যের ফলে
সে চাঁদ কেউ দেখ্‌তে পায়,
অমাবস্যা নাই যে চাঁদে
দ্বিদলে তার বারাম উদয়।
যেথারে সে চন্দ্রভুবন
দিবারাত্র নাই আলাপন,
কোটী চন্দ্র জিনি কিরণ
বিজলী চঞ্চলা সদাই।
বিন্দুনালে সিন্ধুবারি
মাঝখানে তার স্বর্ণগিরি
অধর চাঁদের স্বর্ণপুরী
সেইত তিন প্রমাণ জাগায়।
দরশনে দুঃখ হরে
পরশনে পরশ করে
এমন সে চাঁদের মহিমা
লালন ডুবে ডোবে না তায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিদল অর্থাৎ ষট্‌চক্র বা আজ্ঞাচক্র, স্বর্ণপুরী অর্থে 'কুল-কুণ্ডলিনী এবং যেথারে সে চন্দ্রভুবন ইত্যাদি অর্থে কুলকুণ্ডলিনীর আজ্ঞাচক্রে অবস্থান হেতু যে উপলব্ধি তাহাই এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। স্বর্ণগিরি অর্থে জ্যোতি স্বরূপ ভগবানকে বুঝাইতেছেন। সেই ত তিন প্রমাণ জাগায় এই কথাগুলি দ্বারা—যাঁহার অস্তিত্বের জন্য জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ইত্যাদি জীব ব্যবহার হয়—ইহাই বুঝাইতেছেন। বর্ণিত চন্দ্রভুবনের আলোকধারা পানে উন্মত্ত চকোর কি অপরূপ ক্রীড়ায় নিরন্তর মত্ত রহিয়াছে সাঁইজী নিম্নের সঙ্গীতটীতে তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা দিয়াছেন—

কোন্ দিন চাঁদের অমাবস্থে
দেখি চাঁদের অমাবস্যা মাসে মাসে
বার মাসে ফোটে চব্বিশ ফুল
জান্‌তে হয় সে কোন্ ফুলে তার মূল
আন্দাজি সাধন কোরোনারে মন!
মূলে ভুলে ফল পাবি কিসে?
যে করে এই আসমানি কারবার,
না জানি তার কোথায় বাড়ী ঘর,
কোন্ সময় কখন, কোথায় আগমন
চাঁদে চকোর খেলে কখন এসে!
আকাশে পাতালে শোন্‌বো দেহ রতি,
চাহি উপাসনা, চাহি সে তার বাতি,
যদি চেতন গুরু পাই, তাহারে সুধাই
লালন বলে ঘুচাই মনের দিশে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধনার চব্বিশ ফুলে পরিশোভিত এই উপবনে বসিয়া সাধকেরা তাঁহাদের চরম লক্ষ্য সেই জ্যোতির্ম্ময়কে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আত্মহারা হইয়া পড়েন। ঠিক যেন চাঁদও চকোরে খেলা। সাঁইজীও তাঁহার সাধনার সার রত্নকে ঠিক এইরূপে অন্তরতলে বন্দী করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব আচার ও ভক্তিযোগ

এপর্য্যন্ত তান্ত্রিক সাধনার কথাই বলা হইল এক্ষণে ভক্তি ও জ্ঞান সম্বন্ধে সাঁইজী কিরূপ কি আচরণ করিতেন তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। তাঁহার সাধন-সৌধের প্রথম সোপানই ভক্তি এই ভাবই তিনি সাধকের হৃদয়ে প্রথমতঃ সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিতেন, ইহাই ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চস্তরে উঠিয়া অবশেষে মধুর ভাব-বসন্তানিলের প্রবাহ তুলিয়া সাধকের হৃদয় মর্ত্ত্যের নন্দনকাননে পরিণত করিয়া ফেলে। এই জন্ম-মরণপীড়িত, নিদ্রা-জাগরণজড়িত এবং হর্ষবিষাদতাড়িত মানব জীবনে ভক্তির মন্দাকিনী ধারা যখন উন্মত্ত লহরীতে কুলভাঙ্গা তানে দুলিয়া দুলিয়া বহিয়া যায়, সাধক তখন ভুলিয়া যায় দুঃখ-জ্বালা, ভুলিয়া যায় শোকতাপ এবং মুছিয়া ফেলে প্রাণের সন্তাপরাশি ; এ সংসার তখন তাহার কাছে মধু! মধু! মধু!! বিশ্ব ভুলিয়া একমাত্র আরাধ্য দেবতাকে আত্মহারা হইয়া ভালবাসা যাহা একদিন যমুনা-পুলিন বিহারিণী, বেণুধ্বনি উন্মনা গোপাঙ্গনা-গণকে মাতোয়ারা করিয়া তুলিয়াছিল ; ইহারই নামান্তর ব্রজের ভাব। এই ভাবের কথা আলোচনা করিতে সাঁইজী গাহিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে ভাব সবাই কি জানে,
যে ভাবে শ্যাম আছে বাঁধা
গোপীর সনে।
গোপী বিনা জানে কেবা
শুদ্ধরস অমৃত সেবা
গোপীর পাপপুণ্য জ্ঞান থাকেনা
কৃষ্ণ দরশনে।
গোপী অনুমত যারা
ব্রজের সে ভাব জানে তারা
নীর হেতু অধর ধরা
গোপীর মনে।
টলে জীব অটল ঈশ্বর
তাইতে কি হয় রসিক নাগর
লালন কয় রসিক বিভোর
রস ভিয়ানে।

(চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুর ভাবধারা)

কেবলমাত্র ভাবের এই সংক্ষিপ্ত সার বলিয়াই তিনি চুপ করেন নাই, ভক্তি রত্নাকর যাঁহাদের নিজস্ব সেই চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভুদিগের ভাবেও তিনি বিভোর ছিলেন। ভক্তির এই মিলনধারা তিনি যে কেমন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন নিম্নের গানটীতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যাইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোরা কেউ যাস্‌নে ও পাগলের কাছে,
তিন পাগলে হ'ল মেলা ন'দে এসে,
দেখ্‌তে যে যাবি পাগল,
সেই ত হবি পাগল
বুঝ্‌বি শেষে।
ছেড়ে তার ঘর দুয়ার ফির্‌বি না সে!
একটা নারিকেলের মালা,
তাইতে জল তোলা ফেলা
করঙ্গ সে।
হরিবোলে পড়ছে ঢ'লে
ধূলার মাঝে।
পাগলের নামটী এমন,
শুনিতে অধীন লালন
হয় তরা'সে
চৈতে, নিতে, অদ্বে পাগল
নাম ধরেছে!

নারিকেলের মালা অর্থাৎ স্থূল দেহ, তোলা ফেলা অর্থাৎ ভোগ ও বিরাম এবং তরাসে অর্থে আতঙ্কিত বুঝাইতেছে। মানবের চিত্ত-চকোর যখন জগজ্জ্যোতির্ম্ময় সুধাকরের সুধাধারা পানে মাতোয়ারা হয়, তখন সে আর সামান্য মানব বলিয়া সাধারণ্যে বিবেচিত হয় না। বিশ্বগ্রাসী বিষয় বাসনায় বিতৃষ্ণ হইয়া, স্থূল দেহের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া কোন অনির্ব্বচনীয় সুখ-সম্ভোগ ও অনাস্বাদিত রস আস্বাদন করিতে তাঁহার মন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধুকর নিরন্তর উন্মত্ত রহিয়া যায় ; এই অবস্থায় ভক্ত সংসারে পাগল বলিয়াই আখ্যাত হয় ; বর্ত্তমান যুগের করুণাবতার পরমহংস দেবকেও এইরূপে পাগল হইতে হইয়াছিল। সাঁইজীর সঙ্গীতোক্ত মহাত্মাত্রয়ও যে এই শ্রেণীরই পাগল ছিলেন ইহা তিনি অন্তরের সহিত উপলব্ধি করিয়াই এই সঙ্গীত গাহিয়াছেন।

ভক্ত ও ভগবান এতদুভয়ে কি সম্পর্ক

ভগবান ও প্রকৃত ভক্ত এতদুভয়ের মধ্যে যে কতখানি ব্যবধান তাহা কেবল সাধকই জানেন ; তাই ভক্তির বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভৃতির হরি বলিয়া ধরাতলে ঢলিয়া পড়িবার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন, ভক্তির এই মাহাত্ম্যের কথা বিবৃত করিতে গীতায় উক্ত হইয়াছে—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥

"সগুণ বা সাকাররূপে যাঁহার চিত্তের একাগ্র আবেশ, অর্থাৎ যিনি একমাত্র 'গতিস্ত্বং' বলিয়া অনন্যভাবে, প্রীতিপূর্ণ চিত্তে, ভগবানের শরণাগত হয়েন, তিনি একাগ্র চিন্তন জন্য ভগবৎস্বরূপই লাভ করিয়া থাকেন। 'আমি যে ভগবৎ স্বরূপের আরাধনা করিতেছি, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে নিস্তার করিবেন', এইরূপ আস্তিক্য বুদ্ধিতে যাঁহার তাঁহাতে সাত্ত্বিক শ্রদ্ধার উদয় হয়, যিনি নিজ আরাধ্য রূপকে সর্ব্বস্ব ও সর্ব্বকল্যাণ-বিধাতা জানিয়া তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করেন, তিনিই ভগবানের মতে যুক্ততম বা যোগিগণের মধ্যে প্রধান" (গীতার্থ সন্দীপনী-শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানে চিত্ত স্থির করিয়া কায়মনোবাক্যে যাঁহারা তাঁহাকে ডাকেন তাঁহারাই সেই করুণাময়ের প্রিয়। ইহাই ভক্তির মূল সংজ্ঞা; ইহা অনুধাবন করিয়া সাঁইজী বলিয়াছেন—

ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছে সাঁই,
হিন্দু কি মুসলমান ব'লে—
জেতের বিচার নাই।
শুদ্ধ ভক্তি মাতোয়ালা—
ভক্ত কবির জেতে জোলা
ধ'রেছে যে ব্রজের কালা
সব বিশ্বধন তাই।
(কেহ বা "সর্ব্বস্বধন" বলিয়াও গাহেন)
রামদাস মুচি ভবের মাঝে,
ভক্তির বল সদাই তার যে,
ও তার সেবায় স্বর্গে ঘণ্টা বাজে
আমি শুনি সাধুর ঠাঁই।
এক চাঁদে জগৎ আলো,
এক বীজে সব জন্ম হ'লো
লালন বলে মিছে কলো
তবে শুন্‌তে পাই।

জাতি বা সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে যিনিই ভক্তিপূর্ণ অন্তরে ভগবানকে ডাকিবেন তিনিই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবেন। এই ভক্তির ডোরে বাঁধা পড়িয়া ভক্তহৃদি-রঞ্জন নন্দ ঘোষের বাধা মাথায় বহিয়াছেন, দরিদ্র রামপ্রসাদের বেড়ার বাঁধন ফিরাইয়া দিয়াছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই শেষোক্ত সাধক বলিয়াছেন "আমি ভক্তির জোরে কিন্‌তে পারি ব্রহ্মময়ীর জমিদারী"। ভগবান ভক্তের দ্বারে চিরদিনই বাঁধা, ভক্তের ডাকে তিনি চিরদিনই সাড়া দিয়া থাকেন। আমরা মানব—জাতি বা শ্রেণী লইয়া কলহ আমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; বস্তুতঃ সকলেই যখন এক স্থান হইতে আগমন করিয়াছি এবং একই জ্যোতি সকলের উপর প্রতিভাত, জাতি লইয়া কলহ না করিয়া ভগবানের সহিত আমাদের নিজ নিজ সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া পরস্পর ভ্রাতৃত্বের ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সকলেই ভগবানের আত্মজ বলিয়া পরিচয় দেই না কেন? ভগবান জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের একার অধিকারভুক্ত বা সাধ্য নহেন। যিনি পার্থিব সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া এবং সমস্ত আকর্ষণমুক্ত হইয়া ভক্তি-বিহ্বল চিত্তে তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারেন তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। ভক্তি হৃদয়কে রসসিক্ত করে, বেদনা ব্যথিত মানব হৃদয়কে স্বর্গের সুষমায় সুরভিত করিয়া স্নিগ্ধ ও নির্ম্মল করে এবং দুঃখ শোক ভারাক্রান্ত মর্ত্ত্যভূমে শান্তির অমৃত প্রবাহ ঢালিয়া দেয়, ভক্তিবিভোর হইয়া রূপ-সনাতন রাজপ্রাসাদের মনভোলানো বিভবরাশি পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী, ভক্তিপাগল লালাবাবু সোনার সংসারের অতুল ধনরত্ন ছাড়িয়া কপর্দ্দকহীন ফকির, ভগবান পার্থিব বিত্তবৈভব কিছুই চান না, তিনি যাহা চাহেন তাহা শুদ্ধা ভক্তি, তাই তিনি বলিয়াছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি,
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ, "পত্রই হউক, পুষ্পই হউক, ফলই হউক আর জলই হউক, ভক্তি সহকারে যিনি আমাকে যাহাই অর্পণ করেন, আমি সেই পূতচিত্ত, নিষ্কাম ভক্তগণ-প্রদত্ত সেই সমস্ত নিবেদিত বস্তুই প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকি।" সেইজন্যই তিনি দুর্য্যোধনের প্রদত্ত রাজভোগ প্রত্যাখ্যান করিয়া বিদুরের কুটিরে ক্ষুদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভক্তির আকর্ষণে গোলোক হইতে ত্রিলোকনাথ টলিয়া পড়েন। ভক্তের বীণার করুণ ঝঙ্কারে এক সময় "মন্ত্রমুগ্ধ করিত ভুবন টলাইত ভগবান।" প্রকৃত সাধক মুক্তি অপেক্ষা ভক্তিই বাঞ্ছা করেন; ভক্তির ভাগীরথী বাহিয়া চলিলেই ভগবানের পাদপদ্মে উপস্থিত হওয়া যায়, বঙ্গের ভক্ত গায়ক তাই গাহিয়াছেন—

আমি মুক্তি চাহি না হরি,
পড়িয়া বিপদে, তোমারি শ্রীপদে
ভক্তি ভিক্ষা করি।

ভক্তির মহিমা এতই নিগূঢ় যে ভক্তের নাম শুনিতে সাঁইজীর মন "তরাশে" (আতঙ্কিত) হয়। তাঁহাব মনোমন্দির ভক্তির চন্দনগন্ধে নিরন্তর আমোদিত থাকায় তিনি নিজের কথায় সাধনার বিষয় উল্লেখ করিয়া আমিত্ব লোপ, আত্মত্যাগ ও বাহ্যাড়ম্বর বর্জ্জন করিয়া বিরূপাক্ষের মত কেবলমাত্র সাধনার ধনকে লক্ষ্য করিয়া নির্জ্জনে ভজন করিতে বলিয়াছেন, ঐকান্তিক মনোসংযোগে যখন আরাধ্য দেবতাকে ডাকা যায় তখনই "মনের মানুষের" তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। যিনি এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন তিনিই জানেন. কূপজলে গঙ্গার জল পড়িয়া উভয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিলিয়া কেমন করিয়া একই ধারা হয় —তাই সাঁইজী গাহিয়াছেন—

সাঁই দরবেশ যারা
আপ্‌নারে ফাণা ক'রে
অধরে মেশে তারা।
মন যদি আজ হওরে ফকির,
নাও জেনে সে ফাণার ফিকির,
ধর অধরা।
ফাণার ফিকির না জানিলে
ভস্মমাখা হয় মস্কারা।
কূপজলে সে গঙ্গার জল
পড়িলে যে হয় রে মিশাল
উভয় একধারা—
তেম্‌নি জেনো ফাণার করণ
রূপে রূপ মিলন করা ;
মূরসীদ রূপ আর 'আলেক নূরী'
একমনে কেমনে করি
স্বরূপ নিহারা
লালন বলে রূপ সাধিলে
হ'সনে যেন রূপহারা।

কান্ত কবি এই ভাবে আবিষ্ট হইয়া গাহিয়াছেন—

ক'বে, তোমাতে হোয়ে যাব, আমার আমি হারা
তোমারি নাম নিতে, নয়নে ব'বে ধারা,
এ দেহ শিহরিবে, ব্যাকুল হবে প্রাণ
বিপুল পুলক্‌-স্পন্দনে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার আমিত্ব লোপ করিয়া তদ্গত চিত্তে যখন ভগবানকে ডাকা যায়, তখনই তাঁহার রূপমাধুর্য্যে নিমগ্ন হওয়া যায়, মনে প্রাণে এক করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে হইবে। ভক্তির সুরধুনী স্বর্গ ও মর্ত্তকে একত্রে সংযুক্ত করিতেছে; ভক্তির মনোমদ প্রবাহ ভগবানের সহিত ভক্তকে এক করিতেছে। এই তথ্য অন্তরের সহিত উপলব্ধি করিয়া নিষ্ঠার সহিত তাঁহাকে "বকলমা" দিয়া যখন ডাকিবে, ভক্তের হৃদয়ের সহিত তখনই ভগবানের মিলন-প্রবাহ চলিতে থাকিবে। এই সন্ধিক্ষণে ভক্ত ও ভগবান অভিন্ন, দুই রূপ আর থাকিবে না। রবীন্দ্রনাথ এই সংযোগ-সমীরণের কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিনম্র চিত্তে গাহিয়াছেন—

তোমায় আমায় মিলন হ'লে
সকলি যায় খুলে
বিশ্ব সাগর ঢেউ খেলায়ে
ওঠে তখন দুলে।

তোমার আলোয় নাইত ছায়া,
আমার মাঝে পায় সে কায়া,
হয় সে আমার অশ্রুজলে
সুন্দর বিধুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর॥

এ আনন্দ-প্রবাহের কথা ভাষায় প্রকাশ করিয়া অপরকে বুঝান যায় না, যিনি সাধনা করিয়াছেন এবং যিনি এই প্রবাহে অবগাহন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন তিনিই ইহা অবগত আছেন। এই রসে প্রাণ অভিষিক্ত হওয়ার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের কথায়ই কাঁদিয়া বলিতে হয়—

আমার মাথা নত ক'রে দাওহে তোমার
চরণ ধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

সাঁইজী ভগবদ্-ভাবের সহিত হৃদয়ের ভাবের সংযোগ সাধিতে গিয়া সাধককে সাবধান করিয়া বলিয়াছেন—"রূপ সাধিয়া কেহ যেন রূপ হারা না হয়"! কেমন করিয়া এই সংযোগ-প্রবাহ চলিতে পারে প্রথমে তাহাই জানা চাই, ভস্ম মাখিয়া বসিয়া থাকিলেই সাধনা হয় না, সাধনার প্রকৃত ধারা জানা চাই, ভক্তির ভাগীরথী যখন অন্তরের অন্তস্তল হইতে উৎস তুলিয়া নিরাবিল ধারায় নয়ন দিয়া আকুল প্রবাহে বিনির্গত হইবে, তখনই আসিবে তাঁহার সহিত যোগসাধনা এবং তাহা হইতেই উপলব্ধি হইবে তাঁহার রূপ!

পরম পুরুষ সর্ব্বঘটে ঘটে বিরাজমান

ইহার পর মূলতত্ত্ব। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই চিরবাঞ্ছিত পরম পুরুষ বিরাজমান। তিনি যে সর্ব্বঘটে সমভাবে অবস্থিতি করিতেছেন এবং সেই জ্যোতির্ম্ময়ের দিব্য দ্যুতি যে, সমস্ত মানবের মধ্যদিয়া স্ফুরিত হইতেছে প্রকৃত প্রেমিক ইহা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া নরনারায়ণের ভাবে বিভোর হইয়া থাকেন। সাঁইজীও ঠিক এই ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়েন। কোন সঙ্গীতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি বলেন "স্বয়ং রূপ দর্পণে ধ'রে মানব রূপ সৃষ্টি করেছে", এই সত্য ও এই ভাব তিনি অন্তরের সহিত উপলব্ধি করিতেন এবং ইহার অনুভূতিও তাঁহার প্রাণে সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাই মানবের বাহ্য অবয়ব তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। তাঁহার কথা—আপন প্রাণের দুয়ার খুলিয়া দৃষ্টিপাত কর, সন্ধান কর—দেখিবে তথায় মন্দাকিনীর পূতধারা প্রবাহিত হইতেছে; তাহাতে ডুব দাও "ডাঙ্গা" পাইবে, যদি উপরে বসিয়া থাক ত ভাসিয়া যাইবে। তাই তিনি গাহিয়াছেন—

মধুর দিল্ দরিয়ায় যে জন ডুবেছে,
সে না সব খবরের জবর জেনেছে।

পর্ব্বতের উপরে গঙ্গা
জলের ভিতরে ডাঙ্গা
ডুবে ছাখ্‌না এবার ডুবে দ্যাখ্‌না,
ডুব্‌লে ডাঙ্গা পাই,
উঠ্‌লে ভেসে যাই
বিষম তরঙ্গে বড় তুফান রে।

মাকড়ার আঁশে হস্তী বাঁধা,
লোহার তারে চেঁউটী-ছাঁদা (চেঁওটী= পিপীলিকা)
তাহাও যায় ছিঁড়ে।

একি অসম্ভব কৃতি কর্ম্মা সর
যে যেমন সে তেমন পেয়েছে রে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে স্তনের দুগ্ধ শিশুতে খায়,
জোঁকে মুখ লাগালে তথায়
রক্ত পায়গো সে,
উত্তমে অধম অধমে উত্তম,
লালন বলে যে যেমন সে
তেমন পেয়েছে রে !

বিশ্বপতির বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় যে তিনি কিভাবে বিরাজ করিতেছেন তাহারই আভাস এই সঙ্গীতে পাওয়া যায়। "দিল্ দরিয়ায়" ডুবিলে তাঁহার খবর পাওয়া যায়। যাঁহার নয়নের জ্যোতি যতখানি এই বিশ্বে ভগবানের রূপ তিনি ততখানিই দেখিতে পান। সেই তত্ত্বচিন্তামণির সাধনা-সাগরে যিনি ডুব দিতে সক্ষম তিনিই এই রত্নাকরের অতলজলতলে ডাঙ্গা অর্থাৎ আশ্রয় লাভ করিয়া থাকেন; যিনি দুর্ব্বল উপরে উপরে থাকিতে চান তিনি ইহার উত্তাল তরঙ্গ-মালার অভিঘাতে কোথায় কোন্ লক্ষ্য-হীন স্থানে ভাসিয়া যান। তিনি আছেন আমাদেরই মধ্যে, তাঁহাকে দেখিতে হইবে "মন নয়নে যোগাযোগ" করিয়া। মাতৃস্তন্য পান করিতে হইলে—যেমন শিশুর মত মাতৃগত প্রাণ, সরলতা ও স্বচ্ছ রসনা চাই, বিবিধ অবয়বে বিরচিত বিশ্বে আপন সাধনা-সুলভ চিদ্‌ঘন মূর্ত্তি দর্শন লাভ করিতে হইলেও সেইরূপ সরলতা, একাগ্রতা আন্তরিক বাসনা ও পীযূষ-পিয়াসী সন্তানের মতই প্রাণের আকুলতা চাই। একটী প্রবাদ আছে দুই বন্ধু এক সঙ্গে শ্রীক্ষেত্রে গিয়া রত্নবেদীর সম্মুখে একই স্থানে দাঁড়াইয়া কেহ ৺ জগন্নাথ এবং কেহ গুড়ের মটকী দেখিয়াছিল, ইহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY No.

হইতেই বুঝা যায় সাধনার তারতম্য, প্রাণের আকুলতা ও আকাঙ্ক্ষার গুরুত্ব অনুসারে জগন্নাথকে নয়নে দর্শন ও হৃদয়ে উপলব্ধি করা যায়। তবে তিনি ত আমাদের ছাড়া দূরে নাই। তাঁহার জন্য যখন প্রাণে আকুলতা জাগিবে, মন অস্থির হইয়া উঠিবে তখন তিনিও অমানিশার অন্ধকার মুক্ত হইয়া, সহস্র পূর্ণিমার অমল জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া উত্তুঙ্গ শৈলশিখর হইতে মন্দাকিনীর পবিত্র ধারায় নামিয়া হৃদয়ের কুলে কুলে বীচিমালা বিস্তার পূর্ব্বক দর্শন দিবেন। শিশুর মাতৃ-আহ্বানের আকুল ক্রন্দনের ন্যায় যেদিন আমরাও তাঁহাকে প্রাণের কবাট খুলিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া অস্থির হইব. সেই দিন দেখিব "সকলের মধ্যেই সর্বেবশ্বরী আনন্দময়ী মুক্তকেশী মা আমার আনন্দে হাসিয়া হাসিয়া নাচিতেছেন ; তাঁহারই নৃত্য ভরে আমার জ্ঞানের সমুদ্রে প্রেমের তরঙ্গ উদ্বেলিয়া পড়িতেছে"। সাধনার এই পুণ্য ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া সাধকপ্রবর বলিয়াছেন "প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, অমল কমল সাঁচ, তুমি ঐ সাঁচে নিম্মিতা হয়ে মনোময়ী হয়ে নাচ"।

ইহার কিঞ্চিদধিক অগ্রসর হইয়া সাঁইজী আরও সহজ কথায় মানবদেহকেই গুপ্ত মাক্কা অর্থাৎ মক্কাশরীপ বলিয়া পরিষ্কার বর্ণনা দিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে যে মধুর ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহাতে এই দেহকে তিনি আনন্দময়ের মন্দিররূপেই দর্শন করিয়াছেন, পঞ্চভূতে রচিত এই মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি আপনার মনেই লীলারস আস্বাদন করিতেছেন, লীলাময়ের অনুগ্রহ লাভ করিয়া ভাগ্যবান মহাপুরুষেরা দেখিতে পান এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহ নশ্বর হইলেও মাধুর্য্যময়ের লীলা খেলার রম্য নিকেতন, ইহার অন্তরে বিনিবেশিত জ্যোতিরাশির কণামাত্রও মুহূর্ত্তের জন্য নয়ন পথে পতিত হইলে মানব হৃদয়ের আঁধার কালিমা চিরতরে তিরোহিত হইয়া যায়, তখন তাঁহার দৃষ্টি সেই জ্যোতির উৎসের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং অস্থিমাংসময় মানবদেহেই দেখিতে পান—

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তা
দ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিম প্রমেয়ম্ ॥

কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে অর্জ্জুন মানবদেহধারী সারথীর মধ্যে এই রূপের বিকাশে হর্ষোৎফুল্লচিত্তে প্রত্যক্ষ করিলেন—ভগবানের মস্তকে মুকুট, হস্তে গদা ও চক্রাদির শোভা, রূপে জগৎ আলো করিতেছে; তেজের দিকে তাকাইতে পারা যায় না—অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি বাহির হইতেছে। বস্তুতঃ তাঁহার রূপের তুলনা কোথাও নাই। অন্যের দর্শনযোগ্য না হইলেও, দিব্যদৃষ্টির গুণে, অর্জ্জুন এই সমস্ত দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন।" যে ভাব অন্তরে বিকশিত হইলে নরদেহের মধ্যেও নারায়ণ দর্শন করা যায় তাহা ভক্তি-বিভোর ও তদ্গত চিত্ত সিদ্ধ যোগীদিগের পক্ষেই সম্ভব হয়। বিগত যুগের যোগসিদ্ধ তাপস পরমহংস-দেবই ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।*

---

*বোমাব মামলায় জড়িত হইয়া শ্রীঅরবিন্দ যখন বিদেশীরাজদ্বারে নীত হন, সেখানে বিচারক, সরকার পক্ষের ব্যবহারজীবী প্রভৃতির আসনে যাহাকেই অবলোকন করিলেন, সর্ব্বত্রই তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল একমাত্র বাসুদেব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাঁইজীও এই মানবদেহের কথা আলোচনা করিতে গিয়া যেভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন তাহাতে তিনি নিম্নের সঙ্গীতটি গাহিয়াছেন—

আছে আদি মাক্কা এই মানবদেহে
দ্যাখ্‌না রে মন! ভেয়ে.
দেশ দেশান্তর দৌড়ে এবার
মরিস্ কেন হাঁপিয়ে।
ক'রে অতি আজব ভাক্কা
গঠেছে সাঁই মানুষ মাক্কা
কুদ্‌রতি নূর দিয়ে।
ও তার চারধারে চার নূরের ইমাম
মধ্যে সাঁই বসিয়ে।
মানুষ মাক্কা কুদ্‌রতি কাজ,
উঠ্‌ছে রে আজগবি আওয়াজ
সাততালা ভেদিয়ে,
আছে সিংদরোজায় দ্বারী একজন
নিদ্রাত্যাগী হোয়ে।
দশ দুয়ারী মানুষ মাক্কা,
গুরুপদ ভেবে দ্যাখ্‌গা
ধাক্কা সামালিয়ে,
ও সাঁই লালন বলে গুপ্ত মাক্কা
আদি ইমাম সেই গিয়ে।

কুদ্‌রতিনূর অর্থাৎ ঐশ্বরিক জ্যোতি, ইমাম অর্থাৎ অধীশ্বর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং দ্বারী শব্দে পরম গুরুকেই বুঝাইতেছে। উঠ্‌ছেরে আজগবি আওয়াজ সাততালা ভেদিয়ে—এই কথাগুলিতে সপ্তচক্র ভেদ করিয়া শব্দ ব্রহ্মের অভিব্যক্তি, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি অতিক্রম করিয়া অনাহত ধ্বনির অভিব্যক্তি হইতেছে। আজগবি আওয়াজ শব্দে ধ্বনিময়ী মন্ত্রশক্তিকেই বুঝাইতেছে। ইহার অন্য অর্থ অবতরণিকায় প্রদত্ত হইয়াছে।

ভাবের কথা ছাড়িয়া দিয়া এই সঙ্গীতটীর শব্দবিন্যাস, হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের সন্নিবেশ এবং ছন্দের বিনিবেশ দৃষ্টে সাঁইজীর শব্দ সমাবেশ ও ছন্দ জ্ঞানের পাণ্ডিত্য পরিষ্কার হৃদয়ঙ্গম করা যায় অথচ তিনি লেখাপড়া জানিতেন না। বৈদেশিক অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও ভাষার প্রাঞ্জলতার ব্যতিক্রম হয় নাই।

এই দেহেই তিনি বিরাজিত, এই মানুষের মধ্যেই ভগবানের বিকাশ, ইহার মধ্যেই তাঁহার বিলাস এবং এই মানব জগৎ লইয়াই যে তাঁহার লীলাখেলা এই কথাই তিনি পুনঃপুনঃ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। এই জগতে কতজন "মনের মানুষের" সন্ধান করিতে রুদ্ধশ্বাসে দেশ দেশান্তর ঘুরিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহাদের আশে পাশে চতুর্দ্দিকে এবং আপনার মধ্যেই যে "সেই মানুষ" বিরাজ করিতেছেন ক্ষণিকের জন্যও তাহা তলাইয়া দেখে না। কেবল 'গোলে হরিবোল' বলিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। চিত্ত স্থির করিয়া নরনারায়ণের রূপ ধ্যান কর, নিষ্ফল ছুটাছুটি, বৃথা বাক্ বিতণ্ডা সমস্ত পরিত্যাগ কর, আপনার মধ্যেই তাঁহার সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে পারিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এস্থলে সমাহিত চিত্ত যোগীগণের কথাই স্মৃতিপথে উদিত হয়। এই প্রসঙ্গে ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি,
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।

অর্থাৎ যিনি সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরেই আমাকেই দর্শন করেন এবং আমার মধ্যেই সর্ব্বভূতকেও দর্শন করেন আমি তাঁহাকে নয়নের অন্তরাল করি না এবং তিনিও আমাকে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত করিয়া রাখেন না। পরিষ্কার ভাষায় বলিতে গেলে "সে আমার, আমি তার"। আমরা গৃহস্থ, বিষয় বাসনার মধ্যে থাকিয়াই আমাদিগকে জীবনের পথ বাহিয়া চলিতে হয়। সংসারের কলকল্লোলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়াই পুত্র কলত্রাদি সমভিব্যাহারে গার্হস্থ্য জীবনের দৈনন্দিন কার্য্য কলাপ অনুষ্ঠান করিয়া চলিয়াছি, আমাদের মত গৃহস্থের পক্ষে তাহা হইলে কি ভগবদ্দর্শন করিয়া মোক্ষ লাভের অধিকারী হওয়া সম্ভবপর হয় না! এই কথার মীমাংসা করিতে গিয়া সাঁইজী পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন—

খেল্‌ছে মানুষ নীরে ক্ষীরে,
আপন আপন ঘর, বুঝ মন আমার,
কেন হাতড়ে বেড়াও মনের ঘোরে!
শূন্য দেশে মেঘের উদয়
নীরদ বিন্দু বারি শূন্য তায়,
তাতে ফল্‌ছে ফল, রং বেরং মহল,
আজব কুদরতি কল, ভবের ঘরে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্র ডঙ্কা নাই সে রাজ্যে,
সহজ ধারা ফেরে সহজে,
সিরাজ সাঁইয়ের বচন, মিথ্যা নয় লালন
একবার ডুব দিয়ে ছাখ্ স্বরূপ দ্বারে।

ইহার সহিত "দশ দুয়ারী মানুষ মাক্কা, গুরুপদ ভেবে ছাখ্‌গা, ধাক্কা সামালিয়া" প্রভৃতি কথাগুলি পাঠ করিলে আমাদের মনে পড়ে ভগবানের সেই কথা—

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্ব মাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে।

অর্থাৎ যিনি সর্ব্বভূতে বিরাজমান আমাকে (ভগবানকে) নিজের সহিত অভিন্ন মনে করিয়া ভজনা করেন এরূপ সাধক বিষয়-সমৃদ্ধিতে নিমজ্জিত থাকিলেও আমাতেই বিদ্যমান রহেন।

ইহাই যখন ভগবানের উক্তি তখন আর দেশদেশান্তর ঘুরিয়া বেড়ান নিস্ফল, সাঁইজী এই ভাবের অভিব্যক্তি করিতে গিয়া সঙ্কেত করিয়াছেন—

কিবা রূপের ঝলক দিচ্ছে দ্বিদলে,
রূপ দেখ্‌লে নয়ন যায় ভুলে!
ফণী-মণি-সৌদামিনী
জিনি এরূপ উজলে।
অস্থি চর্ম্ম স্বর্ণরূপ
তাতে মহারসের কূপ
বেগে ঢেউ খেলে,
ও তার একবিন্দু, অপার সিন্ধু
হয়রে এই ভূমণ্ডলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাসনা নাইগো তার
দেহের দলপ তার
কোথা কি মিলে,
তীর্থ-ব্রত যার জন্য
এ দেহে তার সব মিলে।

রসিক যারা সচেতন
রসরতি টেনে সে জন,
রূপে উদয় খেলে,
লালন গোঁড়া লেংটী এড়া
মিছে বেড়ায় রূপ খেলে।

"উপাসনা নাইগো তার" ইত্যাদি কথাগুলি দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্ম সত্বা লক্ষ্য করিতেছেন। নির্গুণ-ব্রহ্ম সত্বা অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় সত্বা, এই ভাবধারা অবতরণিকায় বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। যুগ-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক স্বামী বিবেকানন্দ এই ভাবধারার সুষ্ঠু বিকাশ করিতে সহজ কথায় বলিয়াছেন "আমরা যতই ভগবানের দিকে অগ্রসর হই, ততই সমুদয় বস্তুকে তাঁহার ভিতর দেখিতে পাই। যখন জীবাত্মা এই প্রেমানন্দ সম্ভোগে কৃতকার্য্য হন, তখন ঈশ্বরকে সর্ব্বভূতে দর্শন করিতে আরম্ভ করেন, এইরূপে আমাদের হৃদয় প্রেমের এক অনন্ত প্রস্রবণ হইয়া দাঁড়ায়, যখন আমরা এই প্রেমের আর ও উচ্চতর স্তরে উপনীত হই, তখন জগতের সকল পদার্থের মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্য আছে, প্রেমিকের দৃষ্টিতে তাহা সম্পূর্ণরূপে চলিয়া যায়, মানুষকে আর মানুষ বলিয়া বোধ হয় না, ভগবান বলিয়া বোধ হয়, অপরাপর প্রাণীকেও আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই সেই প্রাণী বলিয়া বোধ হয় না, তাহারাও তখন তাঁহার দৃষ্টিতে ভগবান।" যাঁহার হৃদয় এই ভাবামৃতে আপ্লুত হইয়াছে তাঁহার নয়নে "তীর্থ ব্রত যার জন্যে, এদেহে তার সব মিলে," তাই সাঁইজী উপলব্ধি করিয়াছেন, "অস্থি চর্ম্ম স্বর্ণরূপ, তাতে মহারসের কূপ বেগে ঢেউ খেলে," ইহার ফলে আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া গাহিয়াছেন—

ক'রে অতি আজব ভাক্কা
গ'ঠেছে সাঁই মানুষ মাক্কা
কুদ্‌রতি নূর দিয়ে,
ও তার চা'র ধারে চা'র নূরের ইমাম
মধ্যে সাঁই বসিয়ে।

এই সমস্ত ভাবরাশি হৃদয়ঙ্গম করিবার সময় আমাদের মনে আসে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার শ্রীভগবানের কণ্ঠনিঃসৃত অমৃতময় বাণী "পরিমিত আহার বিহারের দ্বারা দেহ ও মনকে সুস্থ রাখ, জগতের সুখ, জগতের আনন্দ যথা লাভ ভোগ কর, জগতের রূপ জগতের রস, গন্ধ স্পর্শ ও শব্দে সুখী হও কিন্তু সে সকলে মুগ্ধ না হইয়া তাদের যাহা প্রকৃত স্বরূপ তাহা দর্শন কর, তাহাদের মধ্যে সতত অবিচ্ছেদে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে আমার সত্ত্বা জাজ্জ্বল্যমান প্রত্যক্ষ কর।" আবার অন্যত্র বলিয়াছেন—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

অর্থাৎ, আমি জন্মমৃত্যুর পরপারে থাকি, আমি নির্ব্বিকার, জীবজগতের আমিই ঈশ্বর; কর্ম্মপাশ আমা হইতে দূরে দূরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে, তথাপি আমি আমারই মায়াশক্তি প্রভাবে আপন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক আমারই ইচ্ছায় দেহবানের ন্যায় আবির্ভূত হইয়া থাকি, এই মর জগতে আমারই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া বদ্ধজীবকে কর্ম্মপাশ হইতে বিমুক্ত করি এবং তাহাদের চিত্তবৃত্তিকে অন্তর্ম্মুখী করিয়া রাখি। এই মায়া দ্বারাই আমার বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি প্রকাশিত হয়, কার্য্য শেষ হইলেই মায়া তিরোহিত হইয়া যায়। (কুদ্‌রতি নূর শব্দে ঐশ্বরিক জ্যোতি বুঝায়।)

ইহার পর আমাদের স্থূল দেহকে প্রত্যক্ষ করিতে করিতে ইহার অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সাধকেরা যখন ক্রমে "রাসমণি মাণিক্যের" জ্যোতিতে বিলীন হন তখন দেখিতে পান "দ্বিদলেতে স্থিতি, বিদ্যুৎ আকৃতি, ষোল দলে বারাম যুগান্তরে।" এই সকল সাধনার কথা ভাষায় সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ অসম্ভব, সাধনার পথে অগ্রসর হইলে ক্রমে ইহার আনন্দ অন্তরে অনুভূত হইবে।

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

অবোধ বালক ও ক্ষমাশীল পিতা

এ পর্য্যন্ত সাধন মার্গের স্তর বিশেষের কথাই আলোচিত হইল ; ইহার পর আবার ভাবান্তর। মানবজগৎ সম্বন্ধে যাঁহার এইরূপ জ্ঞান, মনুষ্য সম্বন্ধে যাঁহার সহজ দৃষ্টি এইরূপ খুলিয়া গিয়াছিল এবং যিনি মানবদেহকে গুপ্ত মক্কা রূপে দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তিনিই আবার আপনাকে দীন পতিত "অবোধ বালক" এবং অপরাধী বলিয়া আকুল ক্রন্দনে "অপারের কাণ্ডারীকে" ডাকিয়া মার্জ্জনা মাগিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওহে দীননাথ ক্ষম অপরাধ
কেশে ধ'রে আমায় লাগাও কিনারে,
তুমি হেলায় যা কর, তাই করিতে পার
তোমা বিনে পাপী তারণ কে করে ।

পাপীকে তরাইতে পতিত পাবন নাম
তাইতে তোমায় ডাকি শুন গুণধাম,
তুমি আমার বেলায় কেন হ'লে বাম
আমি আর কতকাল ভা'সব দুখের পাঁথারে ।

না বুঝে পাপ সাগরে ডুবে খাপি খাই
শেষকালে তোমায় দিলেম গো দোহাই,
আমায় যদি তুমি না তরাও গো সাঁই !
তোমার দয়াল নামের দোষ রবে সংসারে ।

শুন্‌তে পাই পরম পিতা গো তুমি,
তোমার অতি অবোধ বালক আমি,
যদি ভজন ভুলে বিপথে ভ্রমি
দেওনা কেনে তবে সুপথ স্মরণ-করি ।

অথাই তরঙ্গে আতঙ্কে মরি,
কোথায় হে ভবপারের কাণ্ডারী
অধীন লালন বলে—তরাও গো তরী
নামের মহিমা জানাও সংসারে ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সঙ্গীতোক্ত কথাগুলি পাঠ করিলে কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে, ভয়ে প্রকম্পিত চিত্ত পার্থের উক্তি "পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যস্য গুরুর্গরীয়ান" ইত্যাদি কথাগুলিই স্মৃতিপথে উদিত হয়। পরমপিতার নিকট নতজানু হইয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করা, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মহত্ত্বের কথা স্মরণ করিয়া তন্ময় হইয়া থাকা উভয়ই এই সঙ্গীতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সাঁইজী সংসার পাতিয়া গৃহস্থ সাজিয়া সদানন্দ ধামে বাস করিতেন। তিনি যেখানে থাকিতেন তথাকার "পড়সীর" জন্য নিরন্তর চিন্তিত রহিতেন, কারণ এই পড়সীকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন, তাই কখনও কাঁদিতেন, কখনও হাসিতেন আবার কখনও "দেখা দিয়ে ওহে রসুল ছেড়ে যেও না" বলিয়া উতলা হইয়া পড়িতেন। আবার কখনও পড়সীর প্রেমে পাগল হইয়া অতৃপ্ত পিপাসায় বলিতেন, "আমি একদিনও না দেখলেম তারে"। মনের মত ভালবাসার পড়শী পাইয়া তিনি আনন্দে খেলা করিতেন আবার পড়সীও তাঁহার সহিত লুকোচুরি খেলিতেন; কখনও বা তাঁহার ভাবে তন্ময় হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। আবার কখনও ভাবাধিক্যে পড়সীকে হারাইয়া লক্ষ যোজন দূরে সরিয়া পড়িতেন। পড়সীর সংস্পর্শে যে যম যাতনা দূরে ছুটিয়া যায় তাঁহার এই অভিজ্ঞতা বিলক্ষণ জন্মিয়াছিল তাই তিনি পড়সীকে লইয়া মনের আহ্লাদে একত্র বাস করিতেন। কি ভাব! এত আত্মীয়তা, এত ঘনিষ্ঠতা ও এত বেদনা তিনি মনের মানুষের জন্য হৃদয়ে পোষণ করিতেন, তাই তিনি গাহিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি একদিনও না দেখলেম তারে!
আমার বাড়ীর কাছে আরশী নগর
পড়সী বসত করে!
গ্রাম বেড়ে তার অগাধ পানি
ও তার নাই কিনারা, নাই তরণী
পারের।
মনে বাঞ্ছা করি দেখবো তারে
কেমনে সে গাঁয় যাইরে!
কি কব পড়সীর কথা,
ও তার হস্ত পদ স্কন্ধ মাথা
নাইরে!
ও সে ক্ষণেক ভাসে শূন্যের উপর
ক্ষণেক ভাসে নীরে।
পড়সী যদি আমায় ছুঁত
ও মোর যম যাতনা সকল যেত
দূরে!
সে আর লালন একখানে রয়
তবু লক্ষ যোজন ফাঁকরে!

এখানে আরশী নগর অর্থে বুদ্ধি এবং পড়সী অর্থে চিৎ (আত্মা) বুঝাইতেছে। মনের মানুষের সহিত এইরূপ আত্মীয়তা লাভের অধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি আর সকলকেও এই ভাবের ভাবি হইতে বলিতেন। ভুলে যাও প্রকৃতির বাহ্য অবয়ব, নয়নের কালিমাময় আবরণ উন্মোচন কর,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রসনার আবিলতা পরিমার্জ্জিত হউক এবং ভাবের ভাবি হইয়া ভক্তি ও বিশ্বাস যোগে সন্ধান কর, ভস্মের মধ্যে বহ্নি ও গরলের মধ্যে অমৃত পাইবে। বিষয়রূপ গরলের পার্শ্বেই যে অমৃতের পুণ্য প্রবাহ ছুটিয়া যাইতেছে প্রকৃতই অমৃতপিপাসু না হইলে আর তাহার সন্ধান লইবে কে ? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ভগবানে নিষ্ঠাবান সাধক যখন সংসারে বিষয়ের মধ্যেই বাস করেন তখনও তাঁহার মানসিক চিন্তার ধারা বিষয়সম্বন্ধি হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া জ্যোতির্ম্ময়েই নিবদ্ধ রহে, নচেৎ সংসার আশ্রম নিবাসী গৃহস্থ কি সাধন পথের যাত্রী হয় না ? যদি তাহাই হইত তবে এই সংসার বিজন মরুপ্রান্তরে পরিণত হইত। সহস্রাংশু দিবাকরের বিমল রশ্মিজাল যেমন প্রত্যেক জলবিন্দুর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শোভা পায় সেইরূপ আনন্দময়ের হৃদয় বিকশিত প্রেম সুধার অমল ধারা জনক জননী ভ্রাতা ভগিনী সন্তান সন্ততি ও পরিজন বর্গের উপর প্রতিফলিত হইয়াও সকলকেই প্রেমময় করিয়া রাখিয়াছে। সেই বিশ্বব্যাপী প্রেমের পুণ্য প্রবাহ স্বীয় হৃদয়ে ধারণ করিবার মত উন্মুক্ত ও তোজোময় দৃষ্টি শক্তি চাই, সেই দেবভোগ্য অমৃত আস্বাদন করিবার মত স্বচ্ছ রসনা চাই এবং সেই বিমলজ্যোতির প্রখর রশ্মি উপভোগ করিবার মত উন্মুক্ত ও উজ্জ্বল অন্তর চাই, সংসারে সহস্র কোলাহলের মধ্যে নিমজ্জিত রহিয়াও কেহ আপন অভীষ্ট সাধন করিয়া অন্তিমে সুখ সুষুপ্তিতে নয়ন মুদ্রিত করেন, আবার নীরব নিস্তব্ধতার মধ্যে উপবিষ্ট রহিয়া কেহ বা সুধা ভ্রমে গরল পান করিয়া নিরন্তর অসহ্য পীড়নে জ্বলিয়া পুড়িয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবশেষে দুর্ব্বহ জীবনভার পরিত্যাগ করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া নিষ্কৃতি পায়। সংসারের জটিল কর্ম্মক্ষেত্র মানবের পক্ষে চমৎকার পরীক্ষাগার। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পর শান্তি, তাই সাঁইজী বলেন—

গোঁসায়ের ভাব যেই ধারা
আছে সাধু শাস্ত্রে তার, প্রমাণ আচার
শুন্‌লেরে জীবন অম্‌নি হয় সারা।

মরার সঙ্গে মরে ভবের সাগরে,
ডুবতে পারে তাহে রসিক যারা ;
দুগ্ধেতে জলেতে মিশাল সর্ব্বদা,
মন্থন দণ্ডে করে আলাদা আলাদা,
ভাবের ভাবি হবে সুধা নিধি পাবে,
মুখের কথায় নয়রে সে ভাব করা।

অগ্নি ঢাকা যৈছে ভস্মের ভিতরে,
সুধা আছে তৈছে গরলের ভিতরে.
যেজন সুধার লোভে গিয়ে মরে গরল পিয়ে
মন্থনের সুতার জানে না তারা।

যে স্তনের দুগ্ধ খায়রে শিশুছেলে
জোঁকের মুখে তথায় রক্ত এসে মিলে,
লালন ফকির বলে. বিচার করিলে
সুরসে কুরস মিলে এই ধারা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে মরার সঙ্গে মরে ইত্যাদিতে—সংসার সাগরে যাঁহারা মৃত অর্থাৎ আমিত্ব ত্যাগী—তাঁহারাই এই তত্ত্বে ডুবিতে পারেন—ইহাই বুঝাইতেছে।* এই সঙ্গীতের শেষোক্ত কয়েক ছত্রের উপমা দ্বারা আমাদের মত বিষয়ী মনুষ্যের কর্ম্মজীবনের ভ্রান্ত ধারার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা যেমন চমৎকার চিত্তাকর্ষক তেমনি ভাবোদ্দীপক। আমাদের হৃদয়ে ভাব নাই, ভক্তি নাই, সরলতাও নাই, তাই প্রাণে প্রেমের সঞ্চারও হয় না। যখন কামনার অনলে জ্বলিতে থাকি, ক্ষণিকের তরে মনের মধ্যে দাউ দাউ করিয়া ওঠে, তখন মনে হয় বারি চাই—পিপাসা শান্তির জন্য! কিন্তু সে কি শান্তি বারি? কামনার তুষানলে পল্ পল্ করিয়া দগ্ধ হইতেছি, তবু চাই আরও দাও কিন্তু যাহাতে তাপিত প্রাণ শীতল হইবে তাহাত চাই না; আর যাহা পাই তাহাতে জীবনের জ্বলন আরও বাড়িয়া যায়, অবশেষে দারুণ পিপাসায় জর জর হইয়া বুক জুড়াইবার মানসে জননীর সুধাধারা সম্পৃক্ত-বক্ষে মুখ দেই, প্রাণ হইতে সন্তান সুলভ সরলতা অপহৃত হওয়ায়, স্বভাববশে তখন জলৌকার মত হিংস্রক আকর্ষণে তৎপর হই, তাই অমৃত নিস্যন্দিনীর অমিয়ভাণ্ড হইতে আমাদের আবিল

---

* "দুগ্ধেতে জলেতে মিশাল সর্ব্বদা।" ইত্যাদি কথাগুলির তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে আমাদের মনে আসে স্বামীজীর উপদেশ "যেমন দুধের ভিতর সর্ব্বত্র ঘি র'য়েছে, ব্রহ্মও তদ্রূপ জগতের সর্ব্বত্র রয়েছেন, কিন্তু মন্থন দ্বারা তিনি এক বিশেষ স্থানে প্রকাশ পান, যেমন মন্থন করিলে দুধের মাখন উঠে পড়ে তেমনি ধ্যানের দ্বারা আত্মার মধ্যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়।" (ধ্যানযোগ ৫১ পৃঃ উপদেশ সংখ্যা ২১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আননে শোণিতের ক্ষরধারাই ছুটিয়া আসে, তখন আর পিপাসা মেটে না, জ্বালাও জুড়ায় না এবং শান্তিও সমাপ্তিত হয় না। যখন প্রকৃত শান্তির আশায় সরল প্রাণে সুধার জন্য হৃদয়ে ব্যাকুলতা লইয়া সেই শান্তিময়কে ডাকিতে পারিব, তখনই শান্তি পাইব ; নচেৎ আমাদের ভাগ্যে গরলই সার। করুণাময়ী জননীর আদরের দুলাল হইয়া দানব প্রবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক হিংস্র জীবন যাপন করি, তাই আমাদের নয়নে মা আর মমতাময়ী না হইয়া দানবদলনী রূপে আবির্ভূতা হয়েন।

ভোগ বাসনাময় সংসার ও সাঁইজী

বিষয় বাসনাময় সংসার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া সাঁইজী কিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন ইহার পর তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। তাঁহার মতে এই সংসার বিস্তৃত বিপণি স্বরূপ ; সমস্ত শ্রেণীর গ্রাহকের জন্য এখানে বিবিধ বর্ণের পণ্যবীথি থরে থরে সুসজ্জিত রহিয়াছে ; যিনি অভিজ্ঞ ও সুচতুর, তিনি বর্ণ বৈচিত্র্যে বিমুগ্ধ না হইয়া সর্ব্বাগ্রে বিচার করিয়া বস্তুজ্ঞান অবগত হন তারপর আবশ্যক সামগ্রী ক্রয় করেন, আবার যাহারা অজ্ঞ ও নির্ব্বোধ তাহারা সুসজ্জিত পণ্যের বাহ্যিক চাকচিক্যে বিমুগ্ধ হইয়া অমূল্য ধন ফেলিয়া পিতল দানা লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসে, তাহাদের ভাগ্যে আর মূল্যবান মণিকাঞ্চন মেলে না। সৃষ্টির অলঙ্কার মানব—তাহার বাসস্থান এই সংসার অতীব রহস্যময় পরীক্ষাগার, অতি সাবধান, সন্তর্পণ ও স্থির বুদ্ধিতে এই পরীক্ষাগারের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। লালন তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হীরা লালমতির দোকানে গেলে না,
সবই কিন্‌লি রে তুই পিতল দানা,
চটকে ভুলে রে মন ! হারালি তুই অমূল্য রতন,
হার্‌লে বাজী কাঁদলে তখন
আর সার্‌বে না।

শেষের কথা আগে ভাবে,
উচিত বটে তাই জানিবে
এবার গত কর্ম্মের বিধি কি রে মন রসনা।

বেপারে লাভ কল্লি ভালো
সে গুণপণা জানা গেলো
অধীন লালন বলে মিছে হ'লো
আনাগোনা।

এস্থলে কাঙ্গাল ফিকির চাঁদের নিম্নের কথাগুলি স্বতঃই আমাদের মনে আসিয়া উদিত হয়।

'ভোলা মন, কি করিতে কি করিলি, সুধা ব'লে গরল খেলি।
সংসারে সোণার খণি পরশমণি, রতনমণি না চিনিলি,
কি ব'লে অবহেলে, সোণা ফেলে, আঁচলে কাঁচ বেঁধে নিলি।
আসিয়ে ভবের হাটে, বেড়াস ছুটে, লোভের মূটে তুই কেবলি ;
না বুঝে তেঁতো মিঠে, ঘুঁটে ঘুঁটে, ভেবে মিঠে মিঠে নিলি।
না বুঝে ভাল মন্দ, এমনি ধন্দ, সাপের ফন্দ গলায় দিলি,
পাশরি পরমার্থ, পুরুষত্ব, তুচ্ছ ভ্রমে ম'জে রলি।
ফিকির চাঁদ ফকির বলে, গেলি ভুলে, যা করিতে ভবে এলি ;
এ জগৎ চিন্তামণি, আছেন যিনি, তাঁয় না চিনে মাটী হলি।
(ও ভোলা মন)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহ্য দৃশ্যে বিমুগ্ধ হইয়া আমরা আপাত মধুর বিষয় বিলাসেই মত্ত থাকি, যাহা নিত্য, চিরন্তন ও চির আনন্দময় সেদিকে আর দৃক্‌পাতও করি না, যাঁহারা প্রেমিক, আনন্দ পিপাসু তাঁহারা আমাদিগকে সাবধান করিয়া সত্যপথে থাকিয়া শাশ্বত ও চিরন্তনের জন্য কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

সাঁইজীর দৈনন্দিন জীবন কাহিনীর মধ্যেই বিবৃত হইয়াছে যে তিনি সাঙ্গোপাঙ্গ সমভিব্যাহারে বিরাট গৃহস্থের ন্যায় ঘর পাতিয়া আখড়া বা আস্তানায় বাস করিতেন কিন্তু তাঁহার মানস মধুকর সেই অধর মানুষের চরণ সরোজের পরিমল সেবনে নিরন্তর আকুল রহিতেন। শিষ্যগণকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের ন্যায় ভাল বাসিতেন কিন্তু আসক্তির রঞ্জিত জিঞ্জিরে তাঁহাকে তিলেকের তরেও নিগড়িত করিতে পারে নাই। তাঁহার ভালবাসা মানববপুর অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন জ্যোতির উপরই নিবদ্ধ থাকিত, তিনি যখন যাহাই করিতেন তাঁহার স্মরণ থাকিত "পিছে পিছে ঘুরছে শমন কখন হাতে দিবে ডুরি।" তাই গাহিয়াছেন—

দেখ্‌নারে মন ঝাঁকমারি এই দুনিয়াদারী।
পরিয়ে কোপ্‌নিধ্বজা হায় কি মজা
উড়ালে ফকিরী।
বড় দরদের ভাই বন্ধুজনা
ওরে সাথের সাথী কেউ হবে না
মন তোমারি!
একা পথে খালি হাতে
বিদায় ক'রে দিবে তোমারি!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যা কর তা কর রে মন,
শেষের কথা রেখো স্মরণ
বরাবরিই,
পিছে পিছে ফিরছে শমন
কখন হাতে দিবে ডুরি।
বড় আশার বাসা হেথায়
কোথায় পড়ে রবে রে কার
ঠিকানা নাই তারি !
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়, লালন ভেড়ো
ক'রবি রে কার এন্তাজারী।

এই প্রসঙ্গে কাঙ্গালের ফিকির চাঁদ সংসদের অন্যতম 'ভূতের' উক্তি নিম্নে প্রদত্ত হইল, ইহাতে এই ক্ষণভঙ্গুর দেহের অসারত্ব ও বিষয় বিভবের অনিত্যতার কথা স্মরণ করাইয়া দিন থাকিতে অপরের এন্তাজারী না করিয়া যিনি সর্ব্ব কারণের কারণ তাঁহার চরণে শরণ লইতে বলিয়াছেন—

রবে না দিন চিরদিন, সুদিন কুদিন, একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে।
এই যে আমার আমার, সব ফক্কিকার, কেবল তোমার নামটি রবে;
হবে সব লীলা সাঙ্গ, সোণার অঙ্গ, ধূলায় গড়াগড়ি যাবে।
সংসারের মিছে বাজী, ভোজের বাজী, সব কারসাজী ফুরাইবে ;
তখন যে এক পলকে, তিন ঝলকে, সকল আশা ঘুচে যাবে।
তোমার এই আত্মস্বজন, ভাই পরিজন, হায় হায় করে কাঁদবে সবে ;
তারা পেয়ে ব্যথা, ভাঙবে মাথা, তুমি কথা না কহিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার সব টাকাকড়ি, ঘর বাড়ী, ঘড়ি গাড়ী প'ড়ে রবে,
আবার রে পা থাকিতে, হাত রহিতে, পরের কাঁধে যেতে হবে।
আগে যে করে হেলা, গেলে বেলা, সন্ধ্যাবেলা আর কি হবে;
জগতের কারণ যিনি, দয়ার খনি, তিনি 'মশার' ভরসা ভবে॥

শিষ্যগণ সমভিব্যহারে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিবার ক্ষণ-স্থায়িত্ব এই সব সঙ্গীতে কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। সংসার সমস্যায় যাঁহার এইরূপ জ্ঞান, মায়া পাশে আবদ্ধ হইবার ভয়ে যিনি প্রতি মুহূর্ত্তে সর্তকতা অবলম্বন করিয়া চলিতেন, সাধন সোপানে অগ্রসর হইয়া যিনি সিদ্ধস্তরে উপনীত হইয়াছিলেন; তিনিই আবার অচিনের অতৃপ্ত প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া হতাশের স্বরে আক্ষেপ করিয়াছেন।

প্রকৃত ভগবদ্ প্রেমামৃত সেবন করিয়া সাধকের তৃপ্তির পরিসমাপ্তি হয় না, এই সুধা যতই সেবন করা যায় আকাঙ্ক্ষাও উত্তরোত্তর ততই বর্দ্ধিত হইয়া সাধকের মন সংসারের যাবতীয় বস্তু হইতে সেই অনন্ত প্রেমের মুক্ত প্রস্রবনে ছুটিয়া যায়; তখন সে আর অন্য কিছুই দেখে না—দেখে কেবল "রূপের ঝলক"; তখন সে আর অন্য কিছুই চায় না—চায় কেবল "এক বিন্দু অপার সিন্ধু"। সাঁইজী সাধন পথের ঠিক এতখানিই অগ্রসর হইয়াছিলেন। "অস্থি চর্ম্ম স্বর্ণ রূপ, তাতে মহা রসের কূপ বেগে ঢেউ খেলে," প্রভৃতি কথায় মানবের প্রকৃত ভালবাসার তাৎপর্য্য

---

* মশা অর্থে বেহস্ত বিহারী জনাব মীর মশারফ হোসেন ইনি কাঙ্গালের ফিকিরচাঁদের দলের একজন সভ্য ছিলেন। এই দলকে ভূতের দলও বলিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY No. Shri Shri Ma Anandamayee Ashram BANARAS.

সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাষ দিয়াছেন। নিম্নের সঙ্গীতটীতে তাঁহার "মনের মানুষের" প্রতি কেমন আসক্তি তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন।

সাধ্য কিরে আমার সেরূপ চিনিতে,
দিবানিশি মায়াঠুসি জ্ঞান চক্ষেতে।
ঘরের ঈশান কোণে হামেশ ঘড়ি
সেই নড়ে কি আমি নড়ি
পাই নে দেখিতে।
আমি আর সে অচিন এক জন,
এজগতে থাকি দুজন,
ফাঁকে দেখি লক্ষ যোজন
গেলে ধরিতে।
ঢুঁড়ে হদ্দ মেনে গেছি
এখন ব'সে খেদাই মাছি
লালন বলে ম'রে বাঁচি
কোন্ কার্য্যেতে।

দ্বৈত ভাবে আমিও তিনি পৃথক "আমি আর সেই অচিন একজন, এজগতে থাকি দুজন," এই ভাব যখন ক্রমে একত্র ঘনীভূত হয় তখন আর এ পার্থক্য বিদ্যমান থাকে না, এক হইয়া সাধক অদ্বৈতে বিলীন হন। সাঁইজী এই কথাই অন্যত্র বলিয়াছেন, "সে আর লালন একখানে রয়, তবু লক্ষ যোজন ফাঁকরে!"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষণভঙ্গুর দেহ ও স্রষ্টার তাৎপর্য্য

ইহার পর ক্ষণভঙ্গুর দেহের কথা। ইহার অস্থায়িত্বের বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া সাঁইজী একদিকে যেমন হতাশ-স্বরে রোদন করিয়াছেন, অন্যদিকে এই দেহের গঠনবৈচিত্র্যের কথা উপলব্ধি করিয়া স্রষ্টার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ বশে ভাবে আত্মহারা হইয়া অতীব মনোমদ ভাবের অভিব্যক্তি করিয়াছেন। প্রকৃত প্রেমিক যাহাই দর্শন করেন তাহাতেই তাঁহার মনের মানুষের কলাবৈচিত্র্য ও গুণপনার নিদর্শন পাইয়া অপার আনন্দ-রসে আপ্লুত হন। নিম্নের গানটীতে সাঁইজী এই ভাবেরই অভিব্যক্তি করিয়াছেন ঃ

আমার চরকা ভাঙ্গা টেকো আড়া'নে
টিপে সুতো, কাটব কত
আর ত প্রাণে বাঁচিনে।
একটী আঁটি আরটী খসে,
এবেতো চরকা নিয়ে
যাব কোন্ দেশে ?
আমি আর কতকাল, ঘুরবো এহাল
এবেতো চরকার গুণে!
কিবা ছুতোর বেটার গুণ পরিপাটি,
ওগো ষোলকলে, ঘুরায় টেকোটী।
ও তার একটী কলে, বিকল হ'লে
সারতে পারে কোন্জনে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সামান্য কাঠ পাটের চরকা নয়,
ও সে ভাঙ্গলে পরে জোড়া দেওয়া যায়,
মানব দেহো, চরকা সে হো
লালন কি তার ভেদ জানে।

এই মানবদেহে সৃষ্টির এতই পারিপাট্য নিহিত যে ইহার একটী অঙ্গ অবশ হইলে তাহাকে সবশ করিবার সাধ্য কাহারও নাই অথচ এই দেহই কর্ম্মসাধনের যন্ত্র, তাই সাঁইজী কাতরস্বরে বলিয়াছেন—

"এবেতো চরকা নিয়ে যাব কোন্ দেশে" ? (ষোলকল অর্থাৎ দশ ইন্দ্রিয় ও ছয় রিপু)

দেহতরী ও ত্রিবেণী সঙ্গম উত্তীর্ণ হওয়া

এই সংসার লীলাময়ের হাট। ভবসাগরে মহাজনের পণ্যসহ তরণী বাহিয়া প্রত্যেকেই এই হাটে ব্যবসায় করিতে আসে কিন্তু এই সাগর উত্তীর্ণ হইয়া গন্তব্যস্থানে নোঙ্গর করিতে সকলেই সক্ষম হয় না, এই তরীতে মহাজনের যে পণ্য বোঝাই থাকে তাহা আবার অমূল্য এবং এই ব্যবসায়ের দায়িত্বও জগতে অতুলনীয়, সুতরাং অতি সাবধান ও সন্তর্পণে নৌকাসহ হাটে পৌঁছিয়া বাণিজ্য করা চাই, এখন কথা এই দুস্তর পারাবার পার হওয়া অতীব ভীষণ ব্যাপার ! বিশেষ "তে হাটা ত্রিবেণী"র তোড় তুফানে পড়িয়া কত জনের তরণী ঢাকাসহ বিসর্জ্জিত হইতে দেখা গিয়াছে ; প্রথমে নালা বাহিয়া অতিশয় সতর্কতায় চলিতে হইবে, সম্মুখে ত্রিবেণী তাহাও উত্তীর্ণ হইতে হইবে, এইখানেই ঘোর

৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশঙ্কা, একদিকে তরঙ্গের রঙ্গ, অন্য দিকে "কুপাক কুপ্যাঁচ", শিক্ষিত মাঝীর পরিচালনে এই ত্রিবেণী অতিক্রম করিয়া তাহার পর উপনীত হইতে হইবে সাগরসঙ্গমে, সম্মুখের এই সাগর আবার অকূল, ইহাতে পাড়ি জমাইতে হইবে, ইহা বড়ই কঠোর-সাধ্য সুতরাং একার্য্যে প্রতিমুহূর্ত্তে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করা চাই, অন্যথায় তরঙ্গসঙ্কুল অতল জলতলে নিমজ্জিত হইয়া সমস্ত আশা ভরসা সহ অমূল্য রত্ন পূর্ণ তরণীখানি বিসর্জ্জন দিতে হইবে। যাঁহারা গুরুর কৃপায় সজাগ হইয়াছেন সেই সাধককুল পাড়ী ধরিবার পূর্ব্বেই সুদক্ষ মনমাঝিকে যাত্রা পথের বিষয় বুঝাইয়া দিয়া অনুকূল বাতাসে নৌকা ছাড়েন; সাঁইজীও এই সাগর বাহিয়া চলিতে পলে পলে চিন্তা করিতেন, তবু তাঁহার ভয় বুঝিবা তাঁহার ডিঙ্গাখানি আবার নালায় ফিরিয়া ডুবিয়া যায়। তিনি আতঙ্কে আকুল হন বুঝিবা যথার্থ অনুকূল বাতাসে তাঁহার ডিঙ্গা ছাড়েন নাই, তিনি সংশয়ে বিহ্বল হন তাঁহার সিদ্ধহস্ত মাঝিটী বুঝিবা প্রকৃত পথ না বুঝিয়া ঘূর্ণিপাকে গিয়া নৌকাখানি ডুবাইয়া দেয়, তাই তিনি যতই অগ্রসর হন, তাঁহার চিন্তা ক্রমে বৃদ্ধি পায়; মহাজনের পণ্যের দায়িত্ব প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার অন্তরতল কাঁপাইয়া তুলে; তিনি বেশ জানিতেন কত মহাশয় ব্যক্তির ভারা এই কীর্ত্তিনাশার ত্রিবেণী সঙ্গমে আসিয়া প্রমত্ত লহরীর বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া বিসর্জ্জিত হইয়াছে; তাই তিনি বদ্‌হাওয়ার কথা ভাবিয়া কাতর কণ্ঠে গাহিয়াছেন—

আজ বাতাস বুঝে ভাসারে তরী,
তেহাটা ত্রিপীণে বড় তোড় তুফান ভারি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একে আমার অসার কাষ্ঠের না,
তাতে বিষম বদ্‌হাওয়া,
কুপাকে কুপ্যাঁচে প'ড়ে, জীবনে মরি।

মহাজনের ধন এনে, ডুবায়ে এই ত্রিপীণে
মাড়ুয়াবাদির মত যাবি, পরিয়ে ধড়ি।

কত কত মহাশয়, এই নদীতে পার হয়,
লালন বলে বুঝবো রে মন ! তোর মাঝি গিরি !

তান্ত্রিক সাধনার দিক দিয়া এই গানের বিশদ অর্থও হয়। (ত্রিপীণ = ত্রিবেণী, ধড়ি = অপরিসর কটিবাস) এস্থলে ফিকির চাঁদের নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটীর উল্লেখও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—

ধ'রে তোল হে আমায় ও দরদি, দরদি ! ভবে ডুবেছি আমি।
গড়ন ভাল পাঁচটী তক্তার, এ যে চৌদ্দ পোয়া নৌকা আমার,
এক মাঝি, তার দশ বাহনদার, চড়নদার ছিলাম আমি।
সংসারের মোহপাকে, মাঝি ঘুরাইছে পাকে পাকে,
আমি না পারি তাকে, ডুবলাম আমি ধর তুমি।
যদ্বি বল তুমি ম'লে, আমি ধ'রবো কি তোর পুণ্যবলে ;
তাই ডাকি হে দয়াল ব'লে, নামের গুণে ধর তুমি।
ওহে এমন ডোবা কত জনে, তুমি ধরিয়াছ নিজ গুণে,
প্রমাণ তার বেদ পুরাণে, পাপহারী হরি তুমি। (নাম ধ'রেছ
কাঙ্গাল বলে ডুবুক ব্যাসাৎ, তাতে দুঃখ নাই হে জগতের নাথ ;
ঘুচাও এব্যবসার উৎপাৎ, এক হ'য়ে তুমি আমি।

(নিত্যলীলায় নিত্যরসে)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মসমর্পণ ও মার্জ্জনাভিক্ষা

মহাজনের পণ্য বহিয়া সাঁইজীর জীবন-তরণী যখন কর্ম্মনাশার বিস্তীর্ণ বক্ষ উত্তীর্ণ হইয়া সিন্ধুপারের সুদূরদেশের মধুর মলয়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহাতে বসিয়া তিনিও তখন প্রাণ খুলিয়া তাঁহার অপারের কাণ্ডারীকে ডাকিয়া আত্মসমর্পণ করিতেছিলেন, সংসারের সহস্র কোলাহলে নিমজ্জিত রহিয়াও তিনি যে পারের কর্ত্তাকে বিস্মৃত হন নাই, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে এবং জগতের প্রত্যেক বস্তুতে যিনি অচিন মানুষের স্বরূপ দর্শন করিয়া হৃদয়ের মত্ত আবেগে কাঁদিয়া ফিরিতেন তিনিই আজ প্রাণ খুলিয়া সেই করুণাময়ের চরণে পতিত হইয়া গাহিলেন—

আমার দিন কি যাবে এই হালে
আমি প'ড়ে আছি অকূলে !
জগাই মাধাই দুটি ভাই,
কাঁদা ফেলে মাল্লে গায়,
তারেও ত নিলে !
আমি পাপী, তাইতে ডাকি
দয়া হবে কোন্‌কালে !
অহল্যা পাষাণী ছিল,
সেও ত মানুষ হোয়ে এল,
তোমার চরণ-ধূলাতে,
আমি তোমার কেহই নই গো !
তাই কি মনে ভাবিলে !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার নাম নিয়ে যদি মরি,
তবু দেখবো তোমারি,
আর যাব কোন্ কূলে ?
তোমা বই আর, কেহ নাই আমার
মূঢ় লালন কেঁদে বলে—

সাধকের হৃদয় যখন মনের মানুষের প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্তি-বশে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে, ভক্তি-মন্দাকিনীর পুণ্য তরঙ্গ আকুল উচ্ছ্বাসে অন্তরের অন্তস্তল হইতে উদ্বেলিত হইয়া যখন তাহাকে মাতাল করিয়া তুলে এবং বাসনার অসীম জলধি যখন প্রেমের হিল্লোলে দিশেহারা হইয়া আপনাতে আপনি বিভোর রহিয়া ভীষণ গর্জ্জনে স্ফীত হইয়া উঠে, সে তখন 'সাধনের ধন চিন্তামণি'র আশায় হা-হুতাশ করিতে থাকে, প্রতিপলক্ষেপে তাহার মনে হয়— রসের সাগর, ভাবের উৎস এবং মাধুর্য্যের আকর কখন আসিয়া তাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইবেন, তাহার লোচন যুগল কখন সেই সুন্দর মূর্ত্তি অবলোকনে সার্থক হইবে এবং তাহার হৃদয় কখন সেই অমৃত-নির্ঝরিণীর মনোমদ স্পর্শে স্নিগ্ধ হইবে, সে তখন আশার আশায় পথ চাহিয়া থাকে ; তাহার অন্তঃকরণের প্রচ্ছন্ন ভাবরাশি সহিষ্ণুতার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া বহির্জ্জগতে পরিস্ফুট হইয়া উঠে, এ জগৎ তখন তাহার কাছে শূন্যময় মনে হয়। জগাই মাধাই ও অহল্যার উপমা দিয়া সাঁইজী যে সঙ্গীতটী গাহিয়াছেন তাহা কেবল এই ভাবেরই অভিব্যক্তি করে। জগতে বিবিধ কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে লিপ্ত থাকিয়া পাষাণীর ন্যায় কত অপরাধই না করিয়া থাকি, জগা, মাধার মত দুর্দ্দান্ত মাথা ভাঙ্গা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সংসারে কত না অপরাধেরই স্বষ্টি করিতেছি? সাঁইজী এইরূপ যাবতীয় অপরাধের জন্যই কৃপাকুল হৃদয়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া অশ্রুবিগলিত লোচনে বলিতেছেন, "তোমা বই আর, কেহ নাই আমার", প্রেমিক চণ্ডীদাসও ভাববিহ্বল চিত্তে এইরূপেই গাহিয়াছেন—

একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়!
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ওদুটী কমল পায়,
না ঠেলহ ছলে, অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর।

মনকে সংযত করা

পূর্ব্বে বলিয়াছি সাঁইজীর প্রথম কথা—তুমি কে এবং কোথা হইতে এই ধরাধামে আবির্ভূত হইয়াছ প্রভৃতি তথ্য অবগত হওয়া, কিন্তু যাহার দ্বারা এই পরিচয় লইতে হইবে সেই মনকে সর্ব্বাগ্রে গড়িয়া তোলা দরকার। আসল কথা—বিষয়-বাসনা, সংসারের বিবিধ প্রলোভন এবং সাধনার যাবতীয় অন্তরায়মূলক চিন্তা হইতে সর্ব্বাগ্রে মনকে অপসারণ করিয়া সেই অচিন মানুষের চিন্তায় নিযুক্ত করিতে হইবে। সংসার পাতিয়া বাস করিতে হইলে অনন্তচিন্তারাশি মনকে বিব্রত করিয়া আমাদিগকে গন্তব্য-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থান হইতে নিয়ত দূরে টানিয়া লইতে চায়। মন কখনও ছুটিয়া যায় আপাতমধুর রসাস্বাদন করিতে, কখনও বিষয়ের মোহিনীরূপে বিমুগ্ধ হইয়া তন্দ্রালস লোচনে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়া থাকে, আবার কখনও হা-হুতাশ করিয়া অলস ও নিশ্চেষ্ট ভাবে অসাড় হইয়া বসিয়া থাকে, তখন বাসনার যাহা চরম লক্ষ্য নয়নপথ হইতে সুদূর অন্তরালে তিরোহিত হইয়া যায়, তাই সেই ভোলা-মনকে সর্ব্বাগ্রে আয়ত্তে আনিয়া ভালবাসার বস্তুর দিকে আকৃষ্ট করিতে হইবে। সে বুঝিবে মনের মানুষকে পাইতে হইলে প্রথমে তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসার চাই; তাঁহার ভাবে বিভোর হইয়া নিরন্তর সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকিতে হইবে, কখন সেই গোপন মানুষটীর মনে টান পড়িবে, আমার আকুল আহ্বানে বিচলিত হইয়া আমার নয়নের পুরোভাগে আসিয়া দর্শন দিবেন কখন দেখিব—

একদিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায়।
আর দিন নাম ধরি মুরলী বাজায়॥

মন যখন এরূপ আশায় উতলা হইয়া উঠিবে, প্রেমিকের হৃদয় সুধাকরও তখন পৌর্ণ-মাসির শান্তস্নিগ্ধ জ্যোতি বিকীর্ণ করিবে এবং মনোমন্দির উদ্ভাসিত করিয়া "চরণ-নখরমণি রঞ্জন ছাঁদ, ধরণী লুটায়ল গোকুল চাঁদ" রূপে দর্শন দিবেন। অন্তরে প্রেমের সঞ্চার হইলে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে দয়াল অবশ্যই বাঞ্ছিতরূপে আবির্ভূত হইয়া তৃপ্তিসাধন করিবেন। তাই মনকে সর্ব্বপ্রথম ভগবদ্-আরাধনায় নিযুক্ত করিয়া ঐকান্তিক একাগ্রতা সহকারে তাঁহাকে ডাকিতে বলিয়াছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাতক ও মেঘের উপমা দিয়া নিম্নের গানটীতে অতি সরল ভাবে এই কথাই বুঝাইয়াছেন—

চাতক স্বভাব না হ'লে
শুধু কথায় কি মিলে !
অমৃত মেঘের বারি
শুধু মুখের কথায় নয়রে !
মেঘে কত দেয় গো ফাঁকি,
তবু চাতক মেঘের ভোগী
অম্‌নি নিরীখ রাখ্‌লে আঁখি
চাতক স্বভাব না হ'লে।

চাতকেরি এম্‌নি ধারা,
তৃষ্ণায় জীবন যায়রে মারা,
অন্য বারি খায় না তারা
মেঘের বারি না হ'লে।

মন হোয়েছে পবন গতি,
ওমন উড়ে বেড়ায় দিবারাতি,
ফকির লালন বলে গুরুর প্রীতি
ও মন ! বয়না সুহালে।

মনের দৌরাত্ম্যে অস্থির হইয়া সাধকপ্রবর গাহিয়াছেন— "আমার মনকে বলি, ভজ কালী, তারা কেউ কথা মানে না; মাগো ! আমার এই ভাবনা।" অর্জ্জুনও এই মনের গতি লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্ ।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥

"একেত চঞ্চল পদার্থকেই ধরিয়া রাখা কঠিন, মন কেবল চঞ্চল নহে তাহার উপদ্রবে ইন্দ্রিয় ও শরীর পর্য্যন্ত সদাই ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে, কেবল তাহাই নহে, মনের যাহাতে আগ্রহ হইবে সে তাহাই করিতে যাইবে। সে এমনই বলবান যে, কেহই তাহাকে সে দিক হইতে ফিরাইতে পারে না। তাহার সঙ্গে সঙ্গে জন্মজন্মান্তরের সংস্কাররাশি মনকে এত দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহাকে ছেদন বা মর্দ্দন করা অতিশয় কঠিন বলিয়া বোধ হয়। যখন অত্যন্ত ঝড় বহিয়া যায়, তখন সেই প্রবল বায়ুকে ধরিয়া রাখা যেমন কঠিন, অব্যাহত গতি চঞ্চল মনকে নিরুদ্ধ করাও সেইরূপ দুষ্কর"। (গীতার্থ সন্দীপনী—শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ)

এই অবাধ্য মনকে বশে আনিতে না পারিলে যখন সেই চন্দ্রভুবনে প্রবেশ করিবার আর দ্বিতীয় সঙ্গী মিলিবে না তখন যে ভাবেই হউক ইহাকে অনুকূলে আনিয়া সাধন পথের পূরোবর্ত্তী করিতে হইবে, তাই সাঁইজী অতি বিনীতভাবে গুরুকে ডাকিয়া এই মনকে সুপথে ফিরাইতে কতই না দীনতার সহিত অনুনয় করিয়াছেন এবং এই মনের অনমনীয়তায় হতাশ হইয়া গাহিয়াছেন—

কারে দিব দোষ. নাহি পরের দোষ ;
মনের দোষে আমি প'লেম ফেরে !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার মন যদি বুঝিত
লোভের দোষ ছাড়িত
লয়ে যেত আমায়
বিরজা পারে।

মনের গুণে কেহ হইল মহাজন,
বেপার ক'রে গেল অমূল্য রতন,
আমারি মজালি তুইরে অবোধ মন,
পারের সম্বল কিছুই না গেলাম ক'রে।
অন্তিমকালের কালে কি জানি কি হয়,
একদিনও ভাবলেম না অবোধ মনুরায়,
ভেবেছ কি দিন তোমার এম্‌নি বুঝি যায়,
সকল জানা যাবে যেদিন শমন ধরে।
কামে চিত্ত হৃত মনরে আমার!
সুধা ফেলে গরল খায় সে বেশুমার,
সিরাজ সাঁই কয় লালন রে! আমার,
বুঝি ভগ্নদশা ভারি ঘটলো আখেরে;

বঙ্গের আর একজন ভাবুক সাঁইজীর মতই অবসাদগ্রস্ত হৃদয়ে গাহিয়াছেন—"মনমাঝি! তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বৈতে পারিনে"।

আমিত্ব বিসর্জ্জন ও বকলমা দেওয়া

এইখানে আমিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া যথা সর্ব্বস্ব জগদীশ্বরকে নিবেদন করিবার জন্য ঐকান্তিকতা প্রদর্শন করিতেছেন। কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে রথোপস্থ পার্থ যখন সারথী-বেশধারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের নিকট স্বীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য উপদেশ প্রার্থনা করিলেন, গোবিন্দও তখন পার্থের মন পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন, সমস্ত জ্ঞান গরিমা বিস্মৃত হইয়া "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" বলিয়া অর্জ্জুন যখন ভগবানে আত্মসমর্পণ করিলেন, তখনই ভগবান তত্ত্ব কথা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। যে সাধকের উপর ভগবদ্ প্রেমের অমল জ্যোতি ক্ষণিকের জন্যও প্রতিভাত হইয়াছে, তিনিই "আমাতে আমি হারা" হইয়া তাঁহার যাহা কিছু সমস্তই সেই অধর মানুষের চরণ সরোজে সমর্পণ করিয়া আত্মারামের মত "তুমি যাহাতে নিযুক্ত করিতেছ, আমি তাহাই করিতেছি" এই ভাব প্রাপ্ত হন। তিনি তখন নিমিত্ত মাত্র হইয়া অবস্থিতি করেন; কাঙ্গালের ঠাকুর পরমহংসদেব এই ভাবকে "বকল্‌মা" দেওয়া অবস্থা বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন! এই ভাবে আবিষ্ট না হইলে আমাদের বধির কর্ণ-কুহরে পরমেশ্বরের শান্তিময় বার্ত্তা আর প্রবেশ করিবে না, ভগবানের মুখে অমৃতের বাণী শ্রবণ করিতে হইলে আমার বিদ্যা, আমার জ্ঞান, আমার পাণ্ডিত্য সমস্তই অকিঞ্চিৎকর বোধে যুগপৎ বিস্মৃতি সাগরে জলাঞ্জলি দিতে হইবে এবং তদ্‌গতচিত্ত হইয়া আপনার যাহা কিছু সমস্তই তাঁহাকে অর্পণ করিতে হইবে। কান্ত কবি এইভাবে বিভোর হইয়া গাহিয়াছেন—

আর, কাহারো কাছে, যাবনা আমি,
তোমারি কাছে রব হে!
আর কাহারো সাথে, ক'বনা কথা,
তোমারি সাথে, কব হে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ, অভয় পদ, হৃদয়ে ধরি,
ভুলিব দুঃখ সব হে ;
হেসে, তোমারি দেওয়া, বেদনা-ভার,
হৃদয়ে তুলি লব হে !
তব, করুণামৃত-পানে, হবে
কঠিন চিত্ত দ্রবহে ;
আমি, পাইব তব আশীষ-ভরা
জীবন অভিনব হে !

সাধনা-সিদ্ধ জীবনের প্রেমপুলকিত স্তরে অবস্থিতি করিয়াও ভগবানকে আত্মনিবেদন করিয়া আর তিনি পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছেন না, তাই আপন ভুলিয়া নিদারুণ দৈন্য প্রকাশ করিয়া আপন মনের কথা জানাইতেছেন—

গুরু দৈন্য গুরু দোহাই তোমার !
মনকে আমার নাও গো সুপথে
না হ'লে তোমার কৃপা
সাধন সাধবো কিমতে !

তুমি যারে হওগো সদয়,
সে তোমারে সাধনে পায়
বন বৈরাগীরা তফাতে রয়
গুরু তোমার কৃপাতে ।

যন্তরী যন্তর যেমন.
যে বোল বাজায় বাজে তেমন.
এম্‌নি মত আমারি মন,
গুরু 'বোল্ব তোমার হাতে ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগাই মাধাই দস্যু ছিল্
তাহে প্রভুর দয়া হ'ল
ফকির লালন পথে প'ড়ে র'ল
গুরু তোমার কৃপাতে।

আমিত্ব বিস্মৃতি তন্ময়ত্ব লাভ

আমিত্ব ভুলিয়া তন্ময়চিত্তে সাঁইজী ভাবিতেছেন—তাঁহার গুরুই নিখিল বিশ্বপরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, ঠিক যেন যন্ত্রীর ইচ্ছায় যন্ত্রের সুরোচ্ছ্বাস উঠিতেছে বা নামিতেছে। তাই তিনি বলিতেছেন "গুরু বোল্ তোমার হাতে"। অর্থাৎ আমিত্বকে লোপ করিয়া ভগবানকেই "বকল্মা" দিয়া তাঁহারই অনুগ্রহের জন্য আকুল হৃদয়ে বলিতেছেন "ফকির লালন পথে প'ড়ে র'ল, গুরু তোমার কৃপাতে"।

সিদ্ধযোগী বিদ্যার্ণব বলেন—"যেদিন তোমার তুমিত্ব, আমার আমিত্ব ঘুচিয়া যাইবে সেদিন তাঁহার তিনিত্বও অন্তর্হিত হইবে"। ভগবানও ভক্তের অন্তরে এই ভাবের সঞ্চার করিতে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন

যৎ করোষি যদাশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপ্স্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

"হে কৌন্তেয়! যাহা কর, যাহা খাও, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যাহা তপস্যা কর তৎ সমস্তই আমাতে অর্পণ কর"। তাহার পর—

শুভাশুভফলৈ রেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাস যোগ যুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি...॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সমস্ত কর্ম্মভার আমাকে অর্পণ করিলে তুমি শুভাশুভ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে এবং আমাতে কর্ম্মসমর্পণরূপ যোগযুক্ত হইয়া আমাকে লাভ করিবে।" তন্ময়চিত্ত ভক্ত যখন তাঁহার উদ্দেশেই জীবনের যাহা কিছু সবই এইরূপে পরিত্যাগ করিবেন এবং তাঁহার নাম শুনিয়া বিপুল পুলক স্পন্দনে শিহরিয়া উঠিবেন তখন তিনিও নির্ব্বানের কমণ্ডলু করে আবির্ভূত হইয়া শান্তি সলিল সিঞ্চনে প্রিয় ভক্তকে ত্রিতাপ জ্বালা হইতে মুক্তি দান করিবেন। গোবিন্দ সারথী তাই আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

অর্থাৎ সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত করিব; তুমি শোকাকুল হইও না"। এই আশায় প্রলুব্ধ হইয়া তদ্‌গত অবস্থায় পতিত সাঁইজী তাঁহার গুরুকে ডাকিয়া আত্মসমর্পণ করিয়া গাহিয়াছেন—

তুমি যারে হওগো সদয়,
সে তোমারে সাধনে পায়,
বন বৈরাগীরা তফাতে রয়
গুরু তোমার কৃপাতে।

ইহার পর মনের সহিত যখন সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হয়, সাধক ও মন যখন পরস্পরে বিশ্বাসপরায়ণ হইয়া লক্ষ্যের অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হয়, যখন "মননয়নে" যোগাযোগ করিয়া হৃদয়বিহারী মুরলীধরকে আকর্ষণ করিতে বদ্ধপরিকর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় তখন প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে এই আরসী নগর অভিমুখে, তথায় কে কি বিদ্যমান ভগবান শঙ্করাচার্য্য নিম্নের শ্লোকটীতে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন—

সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চ ব্রহ্মকারণ মুচ্যতে,
সত্যত্বাৎ জ্ঞানরূপত্বাদনন্তত্বাত্ত্ব মেবহি।

অর্থাৎ এবিশ্বে যিনি জ্ঞানময় ও অনন্ত তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলে, ব্রহ্ম যে সত্য, জ্ঞানময়, ও অনন্তাদির ভাবদ্যুতিতেবিভাসিত তোমাতেও সেই সমুদয় কারণ দেদীপ্যমান, সুতরাং তুমিও ব্রহ্ম এতদুভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, সাঁইজী তাঁহার "আরসী-নগরে" এই "পড়শীর" সাড়া পাওয়ায় অপার উল্লাসে উদ্বেল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাই উপলব্ধি করিয়াছিলেন, "সে আর লালন একখানে রয়" এবং অভিনিবিষ্ট চিত্তে "আপন ঘরের খবর" লইতে আকুল হইয়া ইহার অভ্যন্তর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গাহিয়াছেন—

আমার এঘরখানায় কে বিরাজ করে !
আমি জনম ভ'রে একদিন দেখলেম নারে !

নড়ে চড়ে ঈশান কোণে,
আমি দেখতে পাইনে দুনয়নে,
সে যে হাতের কাছে যার, ভবের হাট বাজার
আমি হাত বাড়ায়ে ধরতে পেলেম না তারে

সবে বলে প্রাণ-পাখী,
আমি শুনে থেকে চেপে রাখি,
সে যে জল কি হুতাশন, মাটী কি পবন,
কেউ বল্লে না একটা নির্ণয় ক'রে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপন ঘরের ঠিকানা হয় না,
মনে বাঞ্ছা করি পরকে চেনা,
লালন বলে পর, ব'লতে পরমেশ্বর
সে-বা কিরূপ আমি কিরূপ রে !

"হাতের কাছে যার* ভবের হাট বাজার" সাঁইজী আপন হৃদয়ে তাঁহার সত্ত্বা উপলব্ধি করিয়াছেন। তাই আকুল উচ্ছ্বাসে আপন হারা হইয়া বলিয়াছেন "আমি হাত বাড়ায়ে ধ'রতে পেলেম না তারে"। আবার তিনিই যে আমাদের অভ্যন্তরে অহরহ নড়া চড়া করেন তাহাও বলিয়াছেন। ইহাই তাঁহার অনুভূতি হইয়াছিল এবং তাঁহার হৃদয় মন্দির আলোকিত করিয়া যে সেই "অচিন মানুষ বিরাজ" করিত তাহাও তিনি উপলব্ধি করিতেন। তাই যখনই সেই জ্যোতি স্বরূপ তাঁহার নয়ন পথের অন্তরাল হইত তখনই তিনি হতাশ স্বরে বলিতেন "নড়ে চড়ে ঈশান কোণে আমি দেখতে পাই না দুনয়নে" (ইঁহার অন্য অর্থও আছে) বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পরিমার্জ্জিত ভাষায় বলিয়াছেন—

একলা তিনি ব'সে থাকেন
আমাদের এই ঘরে
আমরা যখন অন্য কোথাও
চলি কাজের তরে।
দ্বারের কাছে তিনি মোদের
এগিয়ে দিয়ে যান ;
মনের সুখে ধাইরে পথে,
আনন্দে গাই গান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিনের শেষে ফিরি যখন
নানা কাজের পরে
দেখি তিনি একেলা ব'সে
আমাদের এই ঘরে।

এই প্রকার অনুভূতি হওয়ায় কবিও আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া বলিয়াছেন "মনের সুখে ধাইরে পথে, আনন্দে গাই গান"। এইরূপে "আপনারে চিন্‌লে" তারপর পরমেশ্বরকেও চিনিতে পারা যায়। ইহার মূল তথ্য আলোচনা করিলে নিম্নোক্ত শ্লোকটিই আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়।

আত্মস্থাং দেবতাং ত্যক্ত্বা বহির্দেব মুপাসতে।
করস্থং কৌস্তুভং ত্যক্ত্বা ভ্রমতে কাচতৃষ্ণয়া॥

"হৃদয়স্থ দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি বাহিরের দেবতার উপাসনা করে করস্থিত কৌস্তুভ মণিকে ত্যাগ করিয়া সে কাচলালসায় ভ্রমণ করে"। সাঁইজীর সঙ্গীত-রাজীর অন্তর্নিহিত ভাবরাশি হৃদয়ঙ্গম করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি স্বীয় হৃদয় বিভাসিত কৌস্তুভ মণির পবিত্র আলোকেই প্রতিনিয়ত উদ্ভাসিত হইয়া থাকিতেন; তাই তিনি বলিতেন "আপন ঘর না বুঝে, বাইরে খুঁজে, পড়বি ধাঁধায়"।

শেষ পর্য্যায় ও অনুভূতি

সাঁইজীর জীবন-মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত। অপরাহ্নের অস্তাচল গমনোন্মুখ দিবাকরের স্নিগ্ধোজ্জ্বল অংশুমালা তাঁহার ললাট-দেশে প্রতিফলিত হইয়া যখন সমস্ত দিবসের কর্ম্মকাণ্ডের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছিল, তিনি তখন এই জীবন-রঙ্গমঞ্চে অভিনীত সমস্ত আখ্যায়িকা- বিশ্লেষণ করিয়া গাহিলেন—

দিনে দিনে হ'ল আমার দিন আখেরি,
আমি কোথায় ছিলাম কোথায় এলাম
সদাই ভেবে মরি!

বসত করি দিবারাতে,
ষোলজন বোম্বেটের সাথে,
তারা যেতে দেয় না সরল পথে
পদে পদে করে দাগাদারী।

বাল্য কাল খেলায় গেল,
যৌবনে কলঙ্ক হ'ল,
বৃদ্ধকাল সামনে এল
আমার মহাকালে করল অধিকারী।

যে আশাতে ভবে আসা
তাতে হল ভগ্ন দশা,
লালন বলে হায় কি দশা!
আমার উজাইতে ভেটেন প'ল তরী।

সাঁইজীর এই কথাগুলি শুনিয়া প্রেমিক কবি বিদ্যাপতির নিম্নোক্ত আর্ত্তনাদই স্মৃতিপথে উদিত হয়।

তাতল সৈকতে বারি বিন্দু সম
সুতমিত রমণী সমাজে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোহে রিসরি মন তাহে সমর্পল
অব মঝু হব কোন কাজে ॥১
মাধব হম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ দীন দয়াময়
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা ॥২
আধ জনম হম নিন্দে গমাওল
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধু বনে রমণী রসরঙ্গে মাতল
তোহে ভজব কোন বেলা ॥৩
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয় আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরি সমানা ॥৪
ভণই বিদ্যাপতি শেষ শমন ভয়ে
তুয় বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহাওসি
অব তারণ ভার তোহারা ॥৫

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সুচারু ছন্দে সরস ভাষায় এই ভাবেরই যে মাধুর্য্যময় স্বচ্ছধারা বিকাশ করিয়াছেন—নিম্নে তাহার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইল।

পাথেয় যার ফুরিয়ে আসে পথের মাঝখানে,
ক্ষতির রেখা উঠেছে যার ফুটে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসনভূষা মলিন হ'ল ধূলায় অপমানে,
শকতি যার পড়িতে চায় টুটে,—
ঢাকিয়া দিক তাহার ক্ষত ব্যথা
করুণাঘন গভীর গোপনতা,
ঘুচায়ে লাজ ফুটাও তারে নবীন উষা পানে
জুড়ায়ে তা'রে আঁধার সুধাজলে।

সর্ব্বমঙ্গলা মায়ের আদরের দুলাল ও মরজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার প্রাক্কালে সর্ব্বসন্তাপহারিণী করুণাময়ী জননীকে আকুল অন্তরে ডাকিয়া বলেন—

মা! আমি খেলা ভেঙ্গে ঘুরে ফিরে ঘরে এলাম;
কোলের ছেলে কোলে কর, (ওমা) অন্ধকারে ভয়ে ম'লেম॥
ওমা, কুসংসর্গে খেলার বিধি, হারিয়েছি সব রত্ন নিধি,
তাই মা ঘোর অপরাধী—হয়ে পদে শরণ নিল্যম॥
যাদের সঙ্গে হ'ল খেলা, মেরেছে মা সারা বেলা,
এখন ছেড়ে দিল সন্ধ্যা বেলা, ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলে ম'লেম,
আমি, আস্‌তে চাইলাম দুপুর বেলা, (তারা) কিছুতেই ভাঙল না খেলা,
ওমা! বাজির উপর ধ'রল বাজি, তাই বাজি ফুরিয়ে এলাম;
শিব চন্দ্র বলে ও ভাই! এত খেলার কিছুই হয় নাই,
(এর পর) যাঁর খেলা তাঁর সঙ্গে খেল্‌তে এই ত ভবে বিদায় নিলাম॥

জীবন রঙ্গভূমের একই মঞ্চে অবস্থান করিলে সাধকের হৃদয়-বীণা বিনিষ্ক্রান্ত যে সঙ্গীত রাজী ঝঙ্কার দিয়া আত্মপ্রকাশ করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার ছন্দ পৃথক হইলেও মানব চিত্তে কার্য্যতঃ একই ভাবও তাহার ব্যঞ্জনা বহিয়া আনে। সাধক কুলের লেখনী মুখ হইতে এই সত্যই পরিস্ফুট হইয়া থাকে। উদ্ধৃত পদ সমূহ হইতে এই ভাবসাম্যের কথাই বলা হইল।

ইহার পর সাঁইজী যখন বুঝিলেন তাঁহার দিন প্রকৃতই 'আখেরি' হইতেছে, এই সংসারে তাঁহার ভোজের বাজী প্রায় ফুরাইয়াছে, ঘর বাড়ী বাঁধা শেষ, টাকাকড়ি গণনাও সাঙ্গ এবং দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটিরও অবসান হইয়াছে অথচ যাঁহার জন্য এত অনুষ্ঠান তাঁহার তত্ত্বও জানা গেল না এবং দর্শনও ইহার মধ্যে মিলিল না। এই টাকা কড়ি ঘর বাড়ী এ দৌড়াদৌড়ির কিছুতেই তিনি নাই, তাই বিমর্ষ চিত্তে গাহিলেন—

দেখলাম এসংসার ভোজের বাজী প্রায়,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে তেম্‌নি কেবা কোথায় যায়,
মিছে এঘর বাড়ী মিছে টাকা কড়ি
মিছে দৌড়াদড়ি করি কার মায়ায়!

কৃতি কর্ম্মার কীর্ত্তি কে বুঝিতে পারে
সেবা কোথায় জীব, কেলয় কোথায় ধ'রে
সেকথা আর আমি সুধাইব বা কারে,
ওতার নিগূঢ় তত্ত্বে মত্ত কে ব'লবে আমায়

যে করে এই লীলা তারে ত দেখলেম না,
আমি আমি বলি আমি আর কোন জনা,
মরি! মরি! কি এই আজব কারখানা
এবার গোলে প'ড়ে কিছুই ঠাওর নাহি হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভয় ঘোচে না আমার দিবস রজনী,
কার সাথে কোন্ দেশে যাবরে না জানি,
সিরাজ সাঁই কয় আজ বিষম ফেরে গনি
পাগল হয়রে লালন যতন জান্‌তে চায়।

লালন এখন ভয় চকিত হইয়া বসিয়া আছেন, দিনের আলো শেষ হয় হয়, সন্ধ্যা সমাগত প্রায়, বিহগকুল সান্ধ্য কলরব শেষ করিয়া স্ব স্ব কুলায়ে প্রত্যাগমন মানসে আকুল হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার পোষাপাখীটিও তখন পিঞ্জর হইতে ছটফট করিয়া উঠিল; কারণ সম্মুখে কাল জলে কাল মেঘের ছায়া নামিয়া আসিতেছে; তাই তিনি গাহিলেন—

পাখী কখন যে উড়ে যায়,
বদ হাওয়া লেগে খাঁচায়।

খাঁচার আড়া প'ড়ল ঢ'সে
পাখী আর উড়বে কিসে ?
এই ভাবনা ভাব্‌ছি ব'সে
চমক জরা বইছে গায়।

ভেবে অন্ত নাহি দেখি
কারবা খাঁচায় কেবা পাখী
আমার এ আঙ্গিনায় থাকি
আমারে মজাতে চায়।

আগে যদি যাইত জানা
জঙ্গলা কভু পোষ মানেনা
তবে উহার প্রেম ক'রতেম না
লালন ফকির কেঁদে কয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধরণীর যে রঙ্গমঞ্চে সাঁইজী আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহার* অভিনয় শেষ হইবার সময় তিনি এই সকল সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন। জঙ্গলা যে কখনও পোষ মানে না ইহা সংসারের অনেকেই প্রথমে টের পায় না, পরে যখন বুঝিতে পারে তখন হৃদয়ে দুস্তর অনুতাপ রাশি জাগিয়া উঠে কিন্তু সমস্ত অনুতাপই বিফলতায় পর্য্যবসিত হয়; ইহা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই তিনি এই কথাগুলি গীতিচ্ছন্দে গাহিয়াছেন। ইহা সংসার আশ্রমের প্রাণের কথা, যখন মনে হয়; প্রাণের মধ্যে প্রকৃতই চমক জ্বরা বহিয়া যায়।

তাঁহার সঙ্গীতাবলী যতই আলোচনা করা যায় ততই মনে হয় তিনি জীবনব্যাপী সাধনায় সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধনার অপর এক অধ্যায়ের কথা সময়ান্তরে বিশদরূপে বিবৃত করিবার আকাঙ্ক্ষা রহিল, তাঁহার জীবনকাহিনীর প্রথম পর্য্যায় আর অধিক দূর বিস্তার করিবার ক্ষমতা না থাকায় নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এইখানেই সমাপন করিতে বাধ্য হইলাম।

সাধারণ গৃহস্থের গৃহে ধনীর অট্টালিকা পার্শ্বে জন্মলাভ করিয়া রায় বাহাদুর নাইট্ প্রভৃতি উচ্চ উপাধি গ্রহণ করিবার অভিলাষ না রাখিয়া মহাপুরুষ হরিনাথ যেখানে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া "কাঙ্গাল" উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক ফিকির চাঁদের অপূর্ব্ব রাগিণীর নিরাবিল তরঙ্গে নগর পল্লী মুখরিত করিয়াছিলেন, লালনও সেই কাঙ্গালের বাসস্থানের অনতিদূরবর্ত্তী পল্লী গৃহস্থের পর্ণ-কুটিরে আবির্ভূত হইয়া ফকিরের দীনতায় নিমগ্ন রহিয়া বাউল সঙ্গীতের মনোমদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঝঙ্কারে ধনী দরিদ্র সকলকেই বিমুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন, যে অঞ্চল একদিন সঙ্গীতের নন্দনগন্ধে আমোদিত ছিল তাহা আজ দারিদ্র্যের ভীষণ দহনে বিশুষ্ক ও বিদগ্ধ হইয়া সাধারণের অন্তরে আতঙ্কের সঞ্চার করিতেছে; লেখকও এই দৈন্যনিপীড়িত পল্লীকুটিরে বসিয়া ফকির লালনের জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়া বিবিধ-বিপৎপাতের দুরন্ত আঘাতে মধ্য পথেই প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছে। আমি শুনিয়াছি কাঙ্গাল একদিন ফকিরকে ডাকিয়া তাঁহার (কাঙ্গালের) রচিত কতকগুলি গান শুনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাই আমার একথাগুলি তোমার কেমন লাগিল"? ফকির হাসিয়া উত্তর দিলেন "তোমার এ ব্যঞ্জন বেশ হইয়াছে, তবে নূনে কিছু কম আছে" (অর্থাৎ ভাষা কিঞ্চিৎ নীরস হইয়াছে), এই সব কথার তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া গুণগ্রাহী সুধীবৃন্দ ও শুভানুধ্যায়ী দিগকে উপহার দিবার বাসনা হৃদয়ে বলবতী থাকা সত্ত্বেও কর্ম্মক্ষেত্রের জটিল পরিস্থিতির জন্য তাহা সম্ভবপর হইল না।

সাঁইজীর জীবনের অলোকিক ঘটনাবলীর কথাও যথেষ্ট শুনিয়াছি তাহাও লিপিবদ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষা রহিল; অত্রে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা সাঁইজীর সঙ্গীত সংগ্রহ করা, তাঁহার রচিত সহস্র সহস্র সঙ্গীত দেশময় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, তাহা আহরণ করা বড়ই দুষ্কর, আমি কয়েকজন প্রাচীন ফকিরের কাছে শুনিয়াছি শিক্ষিত ভদ্রলোকও ফিরাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া আখড়া হইতে গানের খাতা লইয়া পরে আর স্বীয় অঙ্গীকার পালন করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। তাহার পর ঠেকিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY No. ... Shri Shri Anandamayee BANARAS.

শিখিয়া আধুনিক ফকিরেরাও সাঁইজীকে তাঁহাদের ঝোলার মধ্যেই আরব্ধ রাখিতেছেন। তাঁহাদের ঝোলায় এখনও যাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে তদ্দ্বারা সুবৃৎ গ্রন্থ রচিত হইতে পারে।* ইহার পর সর্ব্বোপরি আমার অক্ষমতা। সাধকের জীবনী লিখিতে যতখানি সামর্থ্য আবশ্যক, আমি তাহার কতটা সঞ্চয় করিয়াছি জানিনা। ফকির একদিন যে অমৃতধারা সেচন করিয়া আমাদেরই জন্মভূমি পূত ও স্নিগ্ধ করিয়া গিয়াছেন, আমার উষর অন্তরে তাঁহার বিন্দুমাত্রও পতিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। আমি কেবল ভারবাহী বলীবর্দ্দের ন্যায় চিনির ভার বহিয়া জীবনের পিচ্ছিল পথ—কষ্টে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি, শর্করার স্বাদ গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য আর আমার ঘটিল না। প্রতি পদে পরাধীনতার গ্লানি মর্ম্মের সহিত তিল তিল করিয়া অনুভব করিয়া দৈন্য নিমগ্ন-জীবনে শ্বাপদের মত আহার্য্য সংস্থানের আকুল লালসায় ক্লান্তিভরে দিনপাত করিয়া গেলাম!

এখন ফকিরের জীবনের শেষ সঙ্গীতটী পাঠকের সম্মুখে ধরিয়া এই অধ্যায় সমাপন করিব। কর্ম্মক্লান্ত দিবসের অবসানে সাঁইজীর জীবন-রবি যখন বিশ্রাম লাভ মানসে অস্তাচলশায়ী হইতে চলিয়াছিল তখন তিনি প্রিয় শিষ্যদিগকে ডাকিয়া যন্ত্রাদি

---

* আমিও এখানে প্রকাশ করিতেছি যে এই প্রবন্ধটীও কোন ভদ্র লোক দেখিয়া শুনিয়া পরদিন প্রাতঃকালে প্রত্যর্পণ করিবেন বলিয়া আমার নিকট হইতে গ্রহণ করেন কিন্তু তিন দিন পর ইহা তাঁহার নিকট হইতে ফেরৎ পাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লইয়া তাঁহার সহিত তান ধরিতে বলিলেন এবং স্বয়ং মৃদু স্বরে গাহিলেন—

পার করহে দয়াল চাঁদ আমারে !
ক্ষমহে অপরাধ আমার ভবকারাগারে !

নাহলে তোমার কৃপা সাধন সিদ্ধি
কে করিতে পারে ?

আমি পাপী তাইতে ডাকি
ভক্তি দাও মোর অন্তরে !
পাপী তাপী জীব তোমার,
না যদি করহে পার
দয়া প্রকাশ ক'রে,
পতিত পাবন পাতকনাশা
ব'লবে কে আর তোমারে !

জলে স্থলে সব জায়গায়
তোমার সব কীর্ত্তিময়
ত্রিবিধ সংসারে,
না বুঝে অবোধ লালন
প'ড়ল বিষম ঘোর তরে !

এখানে বৈষ্ণব-আচার্য্যদিগের ভাষায় বলিতে হয়—সাধকের জীবনরঙ্গমঞ্চের যবনিকাপাত যতই আসন্ন হইতে থাকে, দূর-দূরান্তে কাননান্তরালে প্রচ্ছন্ন বনমালীর সকরুণ মুরলীধ্বনি ততই নিকট হইতে নিকটতর হইয়া শ্রবণপথে মরমে প্রবেশ করে ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবননাট্যে অভিনীত ভূমিকায় কৃত ত্রুটী বিচ্যুতির জন্য তখন আপনা হইতেই অনুশোচনার উদ্রেক হয়, জন্মজন্মান্তরের বিরহ-বেদনা অবসান করিয়া সেই প্রেমময়ের চরণোপান্তে উপনীত হইবার জন্য তখন প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। মানবের শক্তি সামান্য; ভীমভবার্ণব উত্তীর্ণ হইতে করুণাময়ের চরণ-তরণীই একমাত্র সম্বল, তাই তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া এবং জীবনব্যাপী অনুষ্ঠিত ভ্রান্তির জন্য প্রাণের কবাট খুলিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা চাওয়া ভক্তের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। যাবতীয় ভক্তের হৃদয়বীণাই এই বিষয়ে একই সুরে বাঁধা। লালন তাই অশ্রুসিক্ত লোচনে কাঁদিয়া গাহিলেন "পার করহে দয়াল চাঁদ আমারে, ক্ষম হে অপরাধ আমার ভবকারাগারে।" তাহার পর "আমি পাপী তাইতে ডাকি, ভক্তি দাও মোর অন্তরে!" বলিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন, কুঞ্জকাননচারী মাধবের বীণাধ্বনি যখন বনমধ্য হইতে মনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দীনভক্তকে অধীর করিয়া তুলে তখন তিনি এইরূপ দিশাহারা অবস্থায়ই পতিত হন। সাধক কুলতিলক বিদ্যাপতিও ইহারই সুরে মীড় মিলাইয়া প্রাণের আবেগে গাহিয়াছেন—

যতনে যতেক ধন পাপে বাটরলোঁ।
মিলি মিলি পরিজন খায়।
মরণক বেরি হেরি কোই ন পুছত
করম সঙ্গে চলি যায়॥
এ হরি বন্দো তুঅ পদ নায়,
তুয়া পদ পরিহরি পাপ পয়োনিধি
পার হোয়ব কওন উপায়॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাবত জনম হম্ তুয় পদ ন সেবল
যুবতী-মতি মঞে মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পিয়ল
সম্পদে বিপদহি ভেলি ॥
ভনই বিদ্যাপতি নেহ মনে গণি
কহলে কি বাঢ়ব কাজে।
সাঁঝক বেরি সেব কোন মাগই
হেরইতে তুয় পয় লাজে ॥

"এ জীবনে যত ধন পাপকর্ম্ম করিয়া সঞ্চয় করিলাম, পরিজনেরা মিলিয়া তাহা খাইল, কিন্তু মরণের সময় কেহই জিজ্ঞাসা করে না, মাত্র কর্ম্ম সঙ্গে গমন করে। হে হরি! তোমার পদরূপ নৌকাকে বন্দনা করি। তোমার চরণ পরিত্যাগ করিয়া এই পাপসমুদ্র পার হইবার অন্য উপায় কি? আমি আজীবন তোমার পদসেবা করিলাম না; যুবতীতে মতি ডুবাইলাম, অমৃত ত্যাগ করিয়া হলাহল পান করিলাম, সম্পদ আমার বিপদ হইল। বিদ্যাপতি বলিতেছে, স্নেহমনেই গণনা করে, কহিলে কি ফল? সন্ধ্যার সময় কেহ যদি ভিক্ষা (অন্ন) প্রার্থনা করে তাহাতে গৃহস্থ যেমন লজ্জিত হয়, আমি তদ্রূপ এই অন্তিমকালে তোমার চরণপদ্ম দেখিবার কামনা করিলে আমাকে নিরাশ করিতে তোমার লজ্জা হইবে।"

সাধক-কুলমণি রামপ্রসাদও এইরূপ শেষের দিন সমাগত হইলে ব্রহ্মময়ী-জননীকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া গাহিয়াছেন—

ম'রলাম ভূতের বেগার খেটে,
আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে,
আমি দিন মজুরী নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায় গো লুটে।
পঞ্চ ভূত ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে,
তারা কারু কথা কেউ শুনে না, দিন ত আমার গেল কেটে।
যেমন অন্ধজনে হারা দণ্ড, পুনঃ পেলে ধরে এঁটে।
আমি তেমনি মত ধ'রতে চাই মা, কর্ম্মদোষে যায় গো ছুটে ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী কর্ম্ম ডুরি দে-না কেটে,
প্রাণ যাবার বেলা এই ক'রো মা, ব্রহ্মরন্ধ্র যায় যেন ফেটে।

বঙ্গের গ্রাম্য কবি কৃত্তিবাস তাঁহার উপাস্য দেবতা শ্রীরামচন্দ্রের চরণতরণী আশ্রয় করিয়া তরঙ্গসঙ্কুল সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবার ঐকান্তিক ভরসায় গাহিয়াছেন—

পার কর রামচন্দ্র কলুষান্তকারী
কর বা না কর পার কূলে ব'সে থাকি।
নায়ের স্বভাব আমি জানি ভালে ভালে,
কড়ি না থাকিলে পার করে সন্ধ্যাকালে।

ভবপারের কাণ্ডারীর অনুগ্রহপ্রাপ্তির আশায় অধীর হইয়া বৈতরণীর তটে বসিয়া কাঙ্গাল হরিনাথও আবেগভরে গাহিয়াছেন,

ওহে, দিন ত গেল সন্ধ্যা হ'ল, পার কর আমারে
তুমি পারের কর্ত্তা, শুনে বার্ত্তা, ডাকছি হে তোমারে।
(ওহে দীন দয়াময়)
আমি আগে এসে ঘাটে রইলাম ব'সে ;
(ওহে আমায় কি পার করবে না হে, আমায় অধম বলে)
যারা পাছে এল, আগে গেল, আমি রইলাম প'ড়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাদের পথ সম্বল, আছে সাধনার বল ;
(তারা পারে গেল আপন আপন বলে হে ;
আমি সাধনহীন তাই রইলাম প'ড়ে হে)
তারা নিজ বলে গেল চলে, অকূল পারাবারে ।
শুনি, কড়ি নাই যার, তুমি কর তারেও পার ;
(আমি সেই কথা শুনে ঘাটে এলাম হে)
(দয়াময় নামে ভরসা বেঁধে হে)
আমি দিন ভিখারী, নাইক কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে ।
আমার পারের সম্বল, দয়াল নামটি কেবল ;
(তাই দয়াময় বলে ডাকি তোমায় হে)
(তাই অধমতারণ বলে ডাকি হে)
ফিকির কেঁদে আকুল, পড়ে অকূল সাঁতারে পাঁথারে ॥

ভাবে ভোলা কান্ত কবিও অন্তিম সুরের এই দূরাগত সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় আকৃষ্ট হইয়া ভাব গদগদ চিত্তে পাতকীতারণ-তরণীর কর্ণধারকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিয়া অভিমান ভরে গাহিয়াছেন—

যদি মরমে লুকায়ে রবে, হৃদয় শুকায়ে যাবে;
কেন প্রাণভরা আশা দিলে গো ?
তব চরণ শরণ তরে, এত ব্যাকুলতা ভরে,
কেন ধাই যদি নাহি মিলে গো ?
পাপী তাপী কেন সবে, তোমারে ডাকিয়া কবে,
মনোব্যথা তুমি না শুনিলে গো ?
যদি, মধুর সান্ত্বনা ভরে, তুমি না মুছাবে করে,
কেন ভাসি নয়ন সলিলে গো ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দে অনন্ত প্রাণ, করিছে বন্দনা গান
অবিশ্রান্ত অনন্ত নিখিলে গো ;
ওগো, সকলি কি অর্থহীন! শূন্য, শূন্যে হবে লীন ?
তবে কেন সে গীত সৃজিলে গো ?
এতই আবেগ প্রভু, ব্যর্থ কি হইবে কভু,
একান্ত ও চরণে সঁপিলে গো ?
যদি, পাতকী না পায় গতি, কেন ত্রিভুবন পতি,
পতিত-পাবন নাম নিলে গো ?

স্বভাব কবি রবীন্দ্রনাথও তাঁহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে নিষ্ক্রান্ত সুরতরঙ্গিণীর মত্ত প্রবাহে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া গাহিয়াছেন—

ছিন্ন করে' লও হে মোরে
আর বিলম্ব নয়।
ধূলায় পাছে ঝরে পড়ি
এই জাগে মোর ভয়।
এ ফুল তোমার মালার মাঝে
ঠাঁই পাবে কি, জানি না যে,
তবু তোমার আঘাতটি তা'র
ভাগ্যে যেন রয়।
ছিন্ন কর ছিন্ন কর
আর বিলম্ব নয়।

কখন যে দিন ফুরিয়ে যাবে
আসবে আঁধার ক'রে,
কখন তোমার পূজার বেলা
কাটবে অগোচরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেটুকু এর রং ধরে'ছে,
গন্ধে সুধায় বুক ভ'রেছে
তোমার সেবায় লও সেটুকু
থাকতে সুসময়।
ছিন্ন কর বিছিন্ন কর
আর বিলম্ব নয়॥

সাঁইজী দীন গৃহস্থ। সংসার পাতিয়া বাস করিতেন। পার্থিব সুখভোগের উপকরণও ছিল কিন্তু ইহাতে তিনি উদাসীন। অন্তরে এই ঔদাসীন্য বহিয়া ধরণীর কক্ষে কক্ষে পবনগতি মন লইয়া "গুরুর প্রীতি" লাভ করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ভ্রমণ করিয়াছেন; হতাশ্বাসে বলিয়াছেন—"আমি একদিনও না দেখলেম তাঁরে", যদিও তিনি সাড়া পাইয়াছিলেন তাঁহার, "বাড়ীর কাছে আরশী নগরেই "সেই" পড়শী বসত করে।" ভগবৎ প্রেম-ভিখারীগণ এইরূপই বিশ্বজনের মাঝে করুণার নিধিকে খুঁজিয়া ফিরিতেছেন। সাঁইজী মনের মানুষের দর্শন বাসনায় নিরন্তর যে সাধনায় নিমগ্নছিলেন, আজ অস্তগামী জীবন-রবির স্নিগ্ধ-রশ্মিতে দেখিলেন, এতদিনে তাহা যেন সিদ্ধি প্রাপ্ত হইল। যে গুরু পদাম্বুজলাভের জন্য তিনি অনুক্ষণ লালায়িত ছিলেন, ব্যাকুলতা-ভরে তাঁহারই করুণাতরণী আশ্রয় করিয়া ভব পারের যাত্রী হইলেন; জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন জল স্থল সর্ব্বত্রই তাঁহার কীর্ত্তি-কলায় পরিশোভিত, তাই তাঁহার অভয় চরণে পতিত হইয়া দৈন্যভরে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন; আকুল হৃদয়ে বলিলেন"আমি পাপী সাইতে ডাকি, ভক্তি দাও মোর অন্তরে"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা পরম ভক্তের চরম অবস্থার কথা, ভক্তির দুকুল প্লাবিনী মন্দাকিনী ধারা গোলকবিহারী ভগবানের সহিত অরধামের ভক্ত-হৃদয় সম্মিলিত করে, এই প্রবাহে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া লালন আত্মবিস্মৃত হইয়া ছুটিয়া চলিলেন. ধরণীর যাবতীয় দৃশ্য তাঁহার নয়নপথ হইতে এক এক করিয়া অপসৃত হইতে লাগিল, বহিশ্চক্ষু নিরুদ্ধ হইল, অন্তশ্চক্ষু বিকসিত হইল, বিশ্বের মধুরিমায় তাঁহার প্রাণ মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, অচিন দলের অধর মানুষ অন্তর বাহির সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতে লাগিল। প্রেম বিলাসিনী শ্রীমতী রাধিকা একদিন পৃথিবী, সলিল, অনল অনিল সর্ব্বত্র অবলোকন করিয়া দেখিলেন "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে" তাই ভাববিভোর চিত্তে বলিলেন—

"ধরিয় পরিচ্ছদ গুণং সুন্দর !
মহ মন্দিরে তুমং বসসি।
তহ তহ রুন্ধসি বলিঅং
জহ জহ চইদা পলাএম্মি" (বিদগ্ধ মাধব)

"হে সুন্দর তুমি আমাদের হৃদয়-মন্দিরে নিরন্তর বিরাজ করিতেছ; আমি ভয় চকিত হইয়া যে দিকেই পলায়ন করি তুমি ছুটিয়া আসিয়া সেই দিকেই আমার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াও"। এই সংসারে লালনও তাঁহার নয়ন পথের পুরোভাগে সর্ব্বত্রই মনের মানুষ নিরীক্ষণ করিয়া রুদ্ধশ্বাসে গাহিলেন—

জলে স্থলে সব জায়গায়
তোমার সব কীৰ্ত্তিময়
ত্রিবিধ সংসারে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না বুঝে অবোধ লালন
পʼড়ল বিষম ঘোর তরে !

দিন নাই, রাত নাই, সময় নাই, অসময় নাই, প্রাবিটের বারি-ধারার ন্যায় সর্ব্বদাই অতর্কিতে যাঁহার "পুণ্য মাছের ঝাঁক" আসিত, কোন অচিন দেশের অজানা রাগিণীতে যাঁহার প্রাণ নিরন্তর ঝঙ্কৃত হইত, তাঁহারই এই শেষ সঙ্গীত (পুণ্য মাছের শেষ ঝাঁক)। বঙ্গীয় ১২৯৭ অব্দের কাত্তিকের প্রথম প্রত্যুষা, শর্ব্বরীর তিমিরাবগুণ্ঠন এখনও উন্মোচন হয় নাই, তাই বাড়ী ঘর, পথ ঘাট, উদ্যান প্রান্তর গার্শির আলোক মালায় উজ্জ্বলিত ; কোথায়ও হরিসঙ্কীর্ত্তন, কোথায় বা শঙ্খধ্বনি ; গার্শির মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে জড়তা পরিহার করিয়া গ্রামবাসীগণ সকলেই এখন জাগ্রত। এই সময় লালন স্বগৃহে রুগ্ন শয্যায় শায়িত কিন্তু নিষ্ক্রিয় বা নীরব নহেন—শিষ্যগণ সহ তন্ময়চিত্তে অন্তিম সঙ্গীত গাহিয়া চলিতেছেন। প্রভাতরশ্মি পূর্ব্বাশার অন্তর ফুটিয়া লোকলোচনে দর্শন দিল, সাঁইজীর সঙ্গীতও শেষ হইল, স্বরলহরী থামিয়া গেল, সমস্ত গৃহতল নীরব নিস্তব্ধ, ইহার পর শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া "আমি.চলিলাম" বলিয়া তাঁহার কণ্ঠ হইতে শেষ স্বর উচ্চারিত হইল, নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিলেন, সমাজ পরিত্যক্ত দীন ফকিরের জীবননাট্যের যবনিকা পাত হইল।

সমাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা সংখ্যা	সারি সংখ্যা	ভ্রান্তি	সংশোধন
		অবতরণিকা	
২	১	ল	লালন।
„	৯	ভাঁড়রা	ভাঁড়ারা।
„	১৪	সমভিব্যহারে	সমভিব্যাহারে।
৫	৮	হবিধ্বনি	হরিধ্বনি।
„	১৮	ঘুঁজে	খুঁজে।
৮	৪		ঈশ্বর শব্দের পর পূর্ণ চ্ছেদ।
৯	১	শ্রীমদ্ভবদ্গীতার	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার।
১৬	৯		দিতেছেন শব্দের পর পূর্ণচ্ছেদ।
১৮	১৩	আনময়ী	আনন্দময়ী
১৯	৮	আত্মানন্দে	নিজা-নন্দে।
		মূল পুস্তক	
২	১৯		"সাঁইজী" ও "এই" শব্দদ্বয়ের মধ্যে একটি "যে" বসিবে।
৩	১০		করেন শব্দের পর পূর্ণচ্ছেদ।
৭	২০	মৃতমন্ম্য	মৃতন্মন্য।
৮	১৫	আশায়	আশার।
১৬	১৫	সম্বরণ	সংবরণ।
১৮	৭	স্বগায়	স্বর্গীয়।
৩২	১৩	হয়	হন।
৩৩	১		প্রথম শব্দ "জানা" বসিবে না।
৩৫	১৮	কথায়	কথার।
৩৮	৭	সনিত্য	সানিত্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুদ্ধিপত্র

২ ১			
৪১	১১	পর্য্যবেক্ষণ	পূর্ব্বশব্দের সহিত মিলিত হইবে না।
৪২	১৫	কথাগুজি	কথাগুলি।
৪৪	৫	গাহিয়াছে	গাহিয়াছেন।
"	২২	ছলেন	ছিলেন।
৪৯	১০	পড়ছে	প'ড়ছে।
৫২	১৯	বিত্ত্যবৈভব	বিত্তবৈভব।
৬০	২২	ব্যবহারজীবী	ব্যবহারজীবি।
৫৬	১৫	সর্ব্বঘটে ঘটে	সর্ব্বঘটে।
৬৩	১২	সমভিব্যহারে	সমভিব্যাহারে।
৭৮	৫		
৬৫	৫		মিলে শব্দের পর পূর্ণচ্ছেদ।
৬৯	৩	গুরুগরীয়ান	গুরুর্গরীয়ান।
৭২	২	নিস্কৃতি	নিষ্কৃতি।
৭৫	১৯	তেতোর পরিবর্ত্তে "মিঠে" শব্দের পর কমা বসিবে।	
৮১	১৩	কন্তু	কিন্তু।
৯১	১	কত্তব্য	কর্ত্তব্য।
৯৪	১	কর্ম্মবন্ধন	কর্ম্মবন্ধন।
৯৬	৫	যারা	যার।
৯৭	১৮		ধাঁধায় শব্দের পর পূর্ণচ্ছেদ।
১০৩	১	তাহারা	তাহার।
১০৬	১৫	কীত্তিময়	কীর্ত্তিময়।
১১২	৫	রছিন্ন কর	ছিন্ন কর।
"	১৩	"সেই"	"সেই।
"	২৩	যাইতে	তাইতে।
৮৫	৫	মঢ়	মূঢ়।

—:o:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ....
Shree Shree Anandamayee Ashram
BANARAS

শ্রীশ্রীসর্ব্বমঙ্গলা মায়ের

আদুরে দুলাল

সিদ্ধযোগী ৺শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের

তত্ত্বকথা

"বাজাও বাঁশী, নাচাও অসি,
নাচ মা মোর এলোকেশী,
অট্ট অট্ট হাস মা উল্লাসে ;"

শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi